চিত্রে নবদ্বীপ

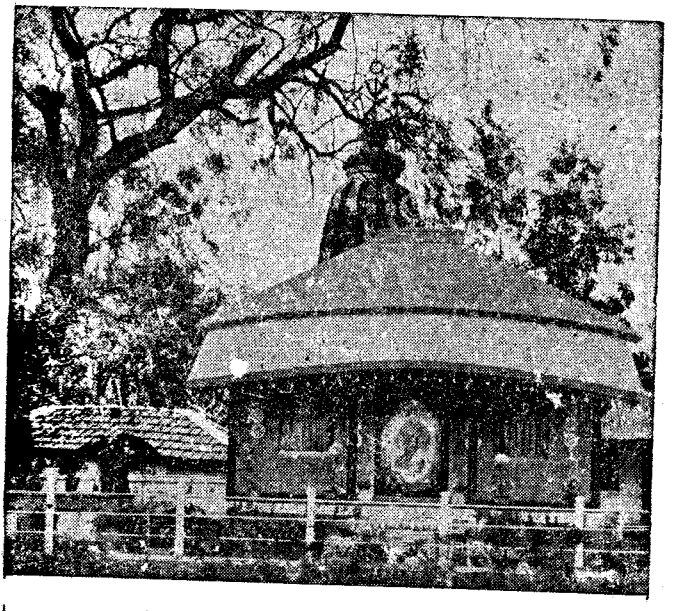

নবৃক্ষতলে সূতিকাগৃহাভ্যন্তরে বালক নিমাই এবং
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী রহিয়াছেন।

শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

GAUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

চিত্রে নবদ্বীপ

(প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও
ঐতিহাসিক-প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের
সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ)

প্রত্নবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত 'পরিচয়'-সংযুক্ত

রাজর্ষি
শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর)
বেদান্তভূষণ-সঙ্কলিত

৬ষ্ঠ সংস্করণ,

শ্রীরথযাত্রা বাসর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৯১।

প্রকাশক
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী
পি ১১১, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা ৬১।

ভিক্ষা ৩.০০ মাত্র।

মুদ্রাকর
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ
নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

মুখবন্ধ

প্রকৃতির অন্তর্গত দেশ-কাল-পাত্র 'প্রাকৃত' বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানের নাম রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রাকৃত ধর্মে অবস্থিত নহে। অপ্রাকৃত ব্যাপারসমূহ স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তুর আধার ভূতাকাশের মধ্যে অবস্থিত নহে, উহা পরব্যোমে স্থিত। পরব্যোমের বস্তু-বৈচিত্র্য-সমূহ সর্বতোভাবে চিন্ময়, প্রাকৃত জীবের বোধ সৌকর্যার্থ প্রপঞ্চে ভাগ্যক্রমে অবতীর্ণ হন। প্রাপঞ্চিক দর্শনে উহা ভূতাকাশের বস্তুর অন্যতম মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরব্যোমস্থ অপ্রাকৃত ব্যাপারসমূহ সকলই চিন্ময়। অচিদ্‌বস্তুর প্রতীতি চেতন-বৈচিত্রের আবরণ মাত্র।

সর্বকারণ কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বাদি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গোবিন্দ-বস্তুর ধাম ভোগময় দর্শনে দৃষ্ট হওয়ায় জড়ের সহিত উহার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। গোলোক বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ-শ্রীনবদ্বীপধাম বস্তুতঃ এক হইলেও চিদ্‌বিলাস বৈচিত্র্য-গত বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রপঞ্চাগত প্রকট ক্ষেত্র। সুতরাং তাহাতেও বিভিন্নদর্শনে সেই বস্তুবিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ উপস্থিত হয়।

শ্রীনবদ্বীপের অবস্থিতি মীমাংসা-বিষয়ে কিছুদিন হইতে নানাপ্রকার সন্দেহ ও বিভিন্ন প্রমাণ-প্রয়োগ আহৃত হইতেছে। তর্কের আগোচর বস্তুকে তর্কান্তর্গত করিবার প্রয়াস সমীচীন নহে। কিন্তু সেই প্রকার প্রয়াস দৃষ্ট হইলে নীরবে বসিয়া থাকিলেও সেই তর্কপন্থারই গৌণভাবে সাহায্য করা হয়। সেইজন্য মহাজনগণের শ্রৌতবিচারসমূহ 'চিত্রে-নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের মধ্যে সংগৃহীত হইল। সুধীগণ এই গ্রন্থের সারাংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন ইহার প্রার্থনা।

এই গ্রন্থ লিখিবার প্রয়াসে আমার যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক-সূত্রে আমি শ্রীধাম নবদ্বীপের বিষয় আলোচনা করিবার কিছু সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ও

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একান্ত নিজজনগণের অহৈতুকী কৃপা ও শক্তিসঞ্চারেই মাদৃশ পঙ্গু এই পর্বত-লঙ্ঘনরূপ দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

স্বধামগত পরমশ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐতিহ্যবিদ্‌গণের মুকুটমণি। তিনি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনামত এই গ্রন্থের একটী **"পরিচয়"** রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাও এতৎসহ সংযুক্ত হইল। আমি তাঁহার নিকট এইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় সজ্জনগণ গ্রন্থখানির আদর করায় অল্প সময়ের মধ্যে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। তৎপরে বহুকাল ইহার পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। বহু পাঠকের আগ্রহে এবং শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের শুভেচ্ছায় গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। পঞ্চবিংশবর্ষ পূর্বে—৪৪৩ শ্রীগৌরাব্দের মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের এবং তাঁহার সুযোগ্য অধস্তন বর্তমান সভাপতি মহোদয়ের সেবাচেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুরের, তথা সমগ্র শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তজ্জন্য এই সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংস্করণ-সম্পাদন-কার্যে শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

উল্লাসভরে জানাইতেছি, বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রথম সংস্করণে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণ-সম্পাদনের পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আমার সেই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। সুখের বিষয়, অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইল।

শ্রীমায়াপুর,
শ্রীগৌরাবির্ভাব-পূর্ণিমা,
৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ।

সজ্জনকিঙ্কর
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

পরিচয়

একাবিংশতি বর্ষ পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ 'ব্রজ-পরিক্রমা' ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রকাশ করেন। আমারই উপর উক্ত উভয় গ্রন্থের সম্পাদন-ভার অর্পিত হইয়াছিল। ব্রজ পরিক্রমা-সম্পাদন-কালে ব্রজ-মণ্ডলসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার ও লিখিবার ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু নবদ্বীপ-পরিক্রমা সম্পাদন-কালে আমার সে সুযোগ ঘটে নাই। আমার সঙ্কল্প ছিল, নবদ্বীপ-পরিক্রমার একখণ্ড গ্রন্থ হাতে করিয়া পরিক্রমা-বর্ণিত সমুদয় স্থান স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক নবদ্বীপ-পরিক্রমার মুখবন্ধ এবং পুণ্যভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের প্রকৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব।

আমার এরূপ উচ্চ সঙ্কল্প থাকিলেও তৎকালে পুণ্যভূমি নবদ্বীপ-পরিক্রমণের সুযোগ ঘটিল না। এই সময় আমার "বিশ্বকোষে"র শেষাংশ মুদ্রিত হইতেছিল, তাহার উপর ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। নবদ্বীপ-সম্বন্ধে আমার কর্তব্য যথাসময়ে প্রতি-পালন করিতে না পারিলেও উৎকলে নবদ্বীপচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-উদ্ধারের আমার একান্ত অনুরাগ ও অভিলাষ ছিল। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু অষ্টাদশবর্ষকাল উৎকলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উৎকলের প্রত্যেক পল্লীতেই মহাপ্রভুর সেই দীর্ঘ প্রবাসের প্রভাব বিরাজিত ও প্রতিফলিত রহিয়াছে।

দুর্গম অরণ্যানী বেষ্টিত ময়ূরভঞ্জের মধ্যে মহাপ্রভুর যে নিম্বকাষ্ঠের প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহা মৎসঙ্কলিত ময়ূরভঞ্জের প্রত্ন-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তখনও মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় জীবিত ছিলেন। তিনি আমার নিকট

মহাপ্রভুর সামসাময়িক নিম্বকাষ্ঠের বিগ্রহের সন্ধান পাইয়া সেই সময়ের অমৃতবাজার-পত্রিকায় তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব শ্রীমূর্তির চিত্র, যাহা আমার উক্ত ইংরাজী-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লইয়া এক সময়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। সেই নিম্বকাষ্ঠের মূর্তি উৎকলপতি রাজা প্রতাপরুদ্র নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু যখন কিছুদিনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, যাত্রাকালে ভক্তপ্রবর উৎকলপতি মহাপ্রভুর পদতলে নিপতিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি ভগবানের বিরহে কিরূপে কাল কাটাইব ? আমি যে আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন.—"আমার একটী বিগ্রহ রাখিয়া দাও, এই বিগ্রহে তোমার বিরহ-ব্যথা দূর হইবে। তখন উৎকলপতি উপযুক্ত শিল্পী আনাইয়া সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ভাবিয়া নিম্বকাষ্ঠের মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সুপবিত্র বিগ্রহ ময়ূর-ভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের অনতিদূরে প্রতাপপুরে বিরাজ করিতেছেন।

এখানে শুনিয়াছিলাম, বহু দূর দেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্ত আসিয়া থাকেন এবং মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের পরিচয় সূচক বহুশত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থ এই বিগ্রহের মঠে রক্ষিত ছিল। কালপ্রভাবে বিগ্রহের সেই প্রাচীন মঠ বিধ্বস্ত এবং পরে অগ্নিদাহে সেই সকল অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিদাহকালে মহাপ্রভুর সেই বিগ্রহ একটী পর্ণকুটীরে আনাইয়া রাখা হইয়াছিল। এখানকার পাণ্ডার মুখে শুনিলাম এখানকার কয়েকজন পাণ্ডা ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমায় অবস্থিত 'পেরাগড়ি' গ্রামে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাদের নিকট এখনও অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ রক্ষিত আছে।

আমি সেই প্রাচীন 'পেরাগড়ি' গ্রাম দর্শনের আশা ভুলি নাই। কিছুদিন পরে আমি সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং নানা প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে হইতে এখানে আমি "ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। ইহার বহু পূর্বেই "বিশ্বকোষ"-সঙ্কলন কালে আমি এই পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলাম এবং তাহার কিছু কিছু অংশ বিশ্বকোষের নানা শব্দে প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলায় আমি ইহার সম্পূর্ণ পুঁথি পাই নাই, কিন্তু এই "পোরগড়ি" গ্রামে 'ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে'র সম্পূর্ণ পুঁথি পাইয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ ইংরাজ পণ্ডিত H. H. Wilson সাহেব এই পুঁথিখানির বিষয় সর্বপ্রথম বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আলোচনার ফল বহুকাল লোক-লোচনের অন্তরালে ছিল। ১৮৯১ সালের "Indian Antiquary" নামক পত্রিকায় Wilson সাহেবের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সমস্ত উত্তর ভারতের ভূবৃত্তান্ত, প্রাচীন নগর ও পুণ্যস্থানসমূহের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত যথাযথভাবে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় রচিত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। পুরাণে যেরূপ ভবিষ্য-রাজবংশাদির বিবরণ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থখানিও সেইরূপ পুরাতন পৌরাণিক ধরণে রচিত হইয়াছে। মহামতি Wilson সাহেবের মতে এই গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বর্তমান প্রদেশের বিস্তৃত ভৌগোলিক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উচ্চ ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড মতে "পুণ্ড্রদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত—গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্ধমান ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। ইহার মধ্যে মর্ধমানমণ্ডল ২০ যোজন। বর্ধমান প্রদেশে চারিবর্ণের নিবাসভূমি বার হাজার গ্রাম বর্তমান।" এই সকল গ্রামের মধ্যে যে সকল প্রধান গ্রামের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মখণ্ডকার সর্বপ্রথমেই খাটুল ও **"মায়াপুরের"** উল্লেখ করিয়াছেন।

এই 'মায়াপুর'-সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"কাশারণ্যং ছেদয়িত্বা নদীপার্শ্বনৃভিঃ কিল।
স্ব-স্ব-জাতীঃ সমাদায় কর্ত্তব্যো বাস এব হি ॥ ৭ ॥
মায়াপুরং কলেঃ সায়ং বৃহদ্‌গ্রামো ভবিষ্যতি।
চিকিৎসকা মনুষ্যাশ্চ বহবো যত্র ভাবিনঃ ॥ ৮ ॥
একাদশসহস্রাণি গমিষ্যন্তি কলের্যদা।
পলায়িষ্যন্তে বিপ্রেন্দ্রা দস্যূনাং তাড়নৈস্তদা ॥ ৯ ॥
অরণ্যং দুর্গমং তত্র ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
বীরভদ্রপিশাচাশ্চ বনে স্থাস্যন্তি সর্বদা ॥ ১০ ॥

* * *

ভাগীরথ্যাঃ পার্শ্বভাগে পূর্বসায়ং কুলেদ্বিজাঃ।
বিদ্যাস্থানং নবদ্বীপং বনে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ সাঙ্গপরিবারযুতস্তদা।
ভবিষ্যত্যবতারো হি নবদ্বীপ-দ্বিজালয়ে ॥ ১৮ ॥
পুরন্দরাৎ শচীদেব্যাং গৌরদেবো জনিষ্যতি।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে পুণ্যে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ ॥ ১৯ ॥
কলৌ প্রাপ্তে চ বিপ্রেন্দ্রা ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
উবাচ ভুবি যাস্যামি সাঙ্গোপাঙ্গগণৈঃ সহ ॥ ২০ ॥
মুরারিগুপ্তো হনূমান্ অঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
শুক্রঃ শিরোমণির্ভূত্বা ন্যায়াদীন্ প্রচরিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামাধৃক্ ॥ ২২ ॥

অষ্টচত্বারিংশদব্দব্যত্যয়ে মুনিসত্তমাঃ।
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চ হ্যন্তর্ধানং ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥"

(৭ম অধ্যায়)

উপরে ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, তৎপাঠে আমার বুঝিতে পারিতেছি, ভাগীরথীর পার্শ্বে যেখানে কাশারণ্য ছিল, সেই বনমধ্যেই 'মায়াপুর'-গ্রামের পত্তন হইয়া ছিল। এইস্থানে একসময়ে সমৃদ্ধিশালি ও বহু চিকিৎসকের বাসভূমি বলিয়া গণ্য হইলেও বনজঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সেই বনে ভগীরথীর পার্শ্বভাগে বিদ্যা স্থান নবদ্বীপের প্রাদুর্ভাব। এই নবদ্বীপেই কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই স্থানটীকে নবদ্বীপের কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করিতে পারি। উদ্ধৃত বচন হইতে আমার বুঝিতে পারিতেছি, প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে 'মায়াপুর' বা 'নবদ্বীপ' বর্ধমানের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত ছিল।

আমাদের আলোচ্য **"চিত্রে নবদ্বীপ"** গ্রন্থের নানা প্রমাণ প্রয়োগ সহ যে আলোচনা পাইতেছি, তাহাতেও ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের বচনেরই কতকটা সমর্থন করিতেছি। 'নবদ্বীপ'-সম্বন্ধে যাঁহারা পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মতে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় নৃপতির যত্নে গঙ্গাবাসের জন্য এখানে রাজভবন নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, গৌড়াধিপ বল্লালসেন উক্ত রাজভবন নির্মিত করাইয়াছিলেন। আজও 'বল্লাল-ঢিপি' ও 'বল্লাল-দীঘি' মায়াপুরে অতীত সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে আমরা গৌড়াধিপ বল্লালসেনের অস্তিত্ব পাই না, এই সময়ে বল্লালসেনের পিতা মহাপ্রতাপশালী বিজয়সেনের উল্লেখ পাই। কিছুদিন হইল, বারাকপুরের নিকট হইতে বিজয়সেনের একখানি তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি বিক্রমপুরোপরিকা হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। আমি

অন্যত্র * দেখাইয়া, ১০২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। রাজসাহী গোদাগড়ী থানার অন্তর্গত 'দেবপাড়া' গ্রামে এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'পাইকোড়' নামক স্থানে বিজয়সেনের সমসাময়িক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সীতাহাটী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনে তৎপিতা বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্তী নির্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ॥"

তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল পার্থিব চক্রবর্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহন করেন। তিনি অকপট বিক্রমে সাহসাঙ্কঃ অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং (দিক্‌পালচক্রের নগরে তাঁহার কীর্তি গীত হইত।'

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে লিখিত আছে,—

"দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবাল-বালবলভী-তরঙ্গবহল গলহস্ত-প্রশস্ত-হস্ত-বিক্রমো বিক্রমরাজঃ॥"

'রামচরিতে' যে বিক্রমরাজের উল্লেখ আছে, তিনি গৌড়পতি রামপালের একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন। উক্ত বিক্রমরাজ 'দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। রামপাল ১০৫৭ হইতে ১০৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রধান সামন্ত বিক্রমরাজ বিদ্যমান ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে রাজা বিজয়সেনের অভ্যুদয়।

পূর্বোদ্ধৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি, 'সাহসাঙ্ক' বা বিক্রমাদিত্যের সমকক্ষ বিক্রমরাজরূপ দিক্‌পালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নগরে সেই বিজয়সেনের কীর্তি গীত হইয়াছিল।

---

*বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, মহারাজ বিজয়সেনের তাম্রশাসন 'বিক্রমপুরোপরিকা' হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নবাধিকৃত বালবলভীপতি বিক্রমরাজের রাজধানী হইতেই উক্ত তাম্রশাসন প্রকাশিত হইয়াছিল।

"রামচরিতে" বিক্রমরাজ-প্রসঙ্গে যে দেবগ্রামের উল্লেখ আছে, তাহা অধুনা রানাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলপথের 'দেবগ্রাম ষ্টেশন' হইতে অর্ধমাইল দূরে এবং অগ্রদ্বীপ হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই দেবগ্রাম হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন-স্বরূপ বহু প্রাচীন দেবমূর্তি ও কীর্তি নিদর্শন বাহির হইয়াছে। তাহার কতক কতক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশাখায় রক্ষিত আছে। এক সময়ে গঙ্গা এই দেবগ্রামের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইত। এই দেবগ্রাম একসময়ে বাণিজ্যপ্রধান "সামন্তপত্তন" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা 'সামন্তপত্তনের অপভ্রংশ 'সাঁওতা'-নামে পরিচিত। সাঁওতার উত্তরে মীরগ্রাম এবং দক্ষিণে 'বিক্রমপুর' নামক গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে উক্ত সামন্তপত্তন ও মীরগ্রামের উল্লেখ আছে।

অধুনা গঙ্গাস্রোত পরিবর্তিত হওয়ায় 'সাঁওতায়' এক্ষণে আর লোকের বাস নাই। অধুনা এই সাঁওতা দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের উপকণ্ঠ বলিয়া পরিচিত। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ উক্ত বিক্রমপুরে যৎকালে বিক্রমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ মহারাজ বিজয়সেন মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে প্রথম স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেই স্থানেই সম্ভবতঃ মায়াপুর-নবদ্বীপের পত্তনের সূত্রপাত। মায়াপুর নবদ্বীপ হইতে বিক্রমরাজের উক্ত বিক্রমপুর প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বিক্রমরাজের সহিত রাজা বিজয়সেনের দীর্ঘকাল

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, ৮ম অধিবেশন কার্য-বিবরণ, ট-পরিশিষ্ট, ৫৩-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ চলিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই সময়ে তিনি মায়াপুরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বিজয়সেন বিক্রমরাজাকে পরাজয় করিয়া বিক্রমপুর রাজধানী অধিকার করেন এবং সেই বিক্রমপুরের উপরিকা-হইতেই কতিপয় পণ্ডিতকে শাসন দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা বিজয়সেনের পর তৎপুত্র সর্বজনপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অভ্যুদয়। উপরি উক্ত সাঁওতা নামক স্থানে আজও লোক 'বল্লালের বাড়ী' ও 'বল্লালের দীঘি' দেখাইয়া থাকে। এই সাঁওতা হইতে মায়াপুর-নবদ্বীপ পর্যন্ত ভূভাগের মধ্যে বল্লালসেন সুবৃহৎ জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, আজও তাহার নিদর্শন মধ্যে মধ্যে বিদ্যমান। এই জাঙ্গালের মধ্যে মধ্যে বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত বহু পুষ্করিণীর নিদর্শন রহিয়াছে। পূর্বোক্ত সাঁওতা হইতে দুইটী প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটী পশ্চিম দিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছি হইয়া বিক্রমপুরের "জিতের মাঠ" দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজাপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপাভিমুখে গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্বদিক দিয়া চাঁদপুর, কালিনগর, ধুবি ও সেনপুর হইয়া ঘুনির দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। উক্ত উভয় জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসীর নিকট পরিচিত। ঐ জাঙ্গালের ধারে ধারে প্রায় ৩ ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়। তন্মধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাছি বিক্রমপুর, ভবানীপুর, রাজাপুর, বিল্বগ্রাম ও মায়াপুর-নবদ্বীপের পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও মায়াপুর-নবদ্বীপের পুষ্করিণী আজও "বল্লালদীঘি" নামেই পরিচিত। অপরাপর স্থানের পুকুরগুলিকেও স্থানীয় কৃষকগণ "বল্লালসেনের কীর্তি" বলিয়া মনে করে।

উপরি-উক্ত বিবরণী হইতে বেশ মনে হইতেছে, প্রথমে বিজয় সেন

"মায়াপুর" বা "প্রাচীন নবদ্বীপে" আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। পরে বল্লালসেন এখানে রীতিমত রাজভবন ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া কখনও বিক্রমপুরে, কখনও বা মায়াপুরে বাস করিতেন। সাঁওতা বা বিক্রমপুরের নিকট হইতে গঙ্গাস্রোত সরিয়া গেলে সম্ভবতঃ মহারাজ লক্ষণ সেন মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

এই নবদ্বীপে অবস্থান-কালে মহারাজ লক্ষণ সেন মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার হঠাৎ আক্রমণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যেভাবে নদীয়া-বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত। তবে হঠাৎ দস্যুরূপে অতর্কিতভাবে আক্রমণ-হেতু মহারাজ লক্ষণসেনের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। দস্যু যেরূপ হঠাৎ আক্রমণ ও লুটপাট করিয়া চলিয়া যায়, মহম্মদ ই-বক্তিয়ারের নদীয়াবিজয়ও অনেকটা সেইরূপ। মহম্মদের নদীয়া-ত্যাগের সহিত পূর্ববৎ এই স্থান দীর্ঘকাল হিন্দু শাসনাধীনই ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই স্থান মুসলমান শাসনাধীন ছিল না। বলিতে কি, সেনরাজগণের সময় হইতেই নদীয়া ক্রমশঃ প্রধান গঙ্গাবাসস্থান ও সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে পরিণত হয়। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে এই নবদ্বীপের নিকটবর্তী পীরল্যা বা পীরলিয়া গ্রামের নিকট মুসলমানেরা আসিয়া আড্ডা করে। এই পীরলিয়া অধুনা 'পাকুলিয়া' নামে পরিচিত। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"পীরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পীরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥"

বলিতে কি, মুসলমানের অত্যাচারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে অনেক তান্ত্রিক ও আভিচারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রভাবে গৌড়াধিপ সুলতান হোসেন সাহের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। জয়ানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন,—

খর্পরধারিণী কালীমূর্তি সুলতান হোসেন সাহকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন এবং দেবীর রোষকষায়িত লোচন দর্শনে ভীত হইয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজ রক্ষা করিবার জন্য সুলতান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। জয়ানন্দ এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ কথা লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা॥"

উদ্ধৃত বচনানুসারে মনে হয়, নবদ্বীপের কেবল ব্রাহ্মণ সমাজ বলিয়া নহে, প্রজামণ্ডলীও সমাজরক্ষার জন্য ধনুর্ময় হইয়াছিলেন বা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজের অভ্যুত্থানে গৌড়েশ্বর ভীত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাহারই ফলে তিনি নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তৎকালে নবদ্বীপ ব্রাহ্মণের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

মহম্মদ-ই বক্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের ৪০ বর্ষ পরে মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ এই স্থানকে নৌ দিয়া অর্থাৎ নূতন দ্বীপ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় পর্যন্ত এই স্থান নূতন স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। তখনও নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপের সংস্থান হইয়াছিল কিনা এ বিষয় আলোচ্য। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও নবদ্বীপ পরিক্রমার নয়টী দ্বীপ হইতে 'নবদ্বীপ' নামের খ্যাতি বর্ণিত হইয়াছে। ঘনশ্যামদাস স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপ নব-দ্বীপ-বেষ্টিত যে হয়॥"

তাঁহার মতে গঙ্গার পূর্বধারে (১) অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), (২) সামন্তদীপ (সিমুলিয়া), (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), (৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা)—এই ৪টী এবং সুরধুনীর পশ্চিমদিকে (৫) কোলদ্বীপ কুলিয়া (ইহ ই অধুনা সহর-নবদ্বীপ), (৬) ঋতুদ্বীপ) (রাতপুর বা রাহাতপুর). (৭) জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছি) এবং (৯) রুদ্রদ্বীপ (রাদুপুর)—এই ৫টী।

প্রেমাবতার মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে এরূপভাবে নয়টী স্থান ধরিয়া 'নবদ্বীপ'-নামের অলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থে এরূপ-ভাবে নবদ্বীপের পরিচয় নাই। বলিতে কি, মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীন স্থানই আদি নবদ্বীপ। পরে মহাপ্রভুর পদব্রজে নবদ্বীপের নিকটবর্তী যে যে স্থান পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে এক একটী কেন্দ্র ধরিয়া নয়টী দ্বীপ হইতে 'নবদ্বীপ' নামের কল্পনা হইয়া থাকিবে। ঐ সকল কেন্দ্র ধরিয়াই ভক্তগণ নবদ্বীপ পরিক্রমা করিতেন। ভক্তগণ কি ভাবে পরিক্রমা করিতেন, নরহরি চক্রবর্তী নবদ্বীপ পরিক্রমায় তাহা বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্তীর সেই নবদ্বীপ-পরিক্রমা বিংশতি-বর্ষ পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সে কথা প্রারম্ভেই লিখিয়াছি। উক্ত গ্রন্থে বিশদভাবে আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেন যে যথাকালে তাহা করিতে পারি নাই সে কথাও পূর্বে জানাইয়াছি। কিন্তু আমার সেই কাজ 'চিত্রে নবদ্বীপ'-গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্তা শ্রদ্ধাস্পদ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়-সাহেব মহাশয় সম্পদ করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। গৌড়মণ্ডলের প্রধান বিদ্যাপীঠ বলিয়া নহে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের মহাতীর্থ-স্থলীর বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থে প ইতেছি। বলিতে কি, নবদ্বীপ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ও সুলিখিত চিত্র আর কেহ দিতে পারেন নাই।

গ্রন্থখানিকে দুইদিক্ দিয়া দেখিবার আছে, এক—ঐতিহাসিকের দিক্ দিয়া ও অপর—ভক্তের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। ঐতিহাসিকের নিকট যাহা বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রাহ্য নহে, ভক্তের নিকট তাহা পরম সমাদরের ও বিশ্বাসের জিনিষ। অনেক কথা এই গ্রন্থে আছে, যাহা ঐতিহাসিকের নিকট তাহার সমাদর পাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভক্তের নিকট ইহার বিবরণী ও ইহার চিত্রাবলী অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ এবং পরবর্তী ভক্তগণ নবদ্বীপ পরিক্রমার মধ্যে কোথায় কে কি করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ মহাত্মার পদধূলিতে কোন্ কোন্ স্থান পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার সুন্দর পরিচয় এই 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে পাইতেছি। সুতরাং ভক্তমাত্রেই ভক্তিগ্রন্থ মনে করিয়া এই নবদ্বীপের এই আলেখ্যখানি দর্শন করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি নিজে ভক্ত নাহি কিংবা ভক্তিশাস্ত্রে অধিকারী নহি, আমি আজীবন ইতিহাসের চর্চা করিয়া আসিতেছি; আমি ইতিহাসের দিক্ দিয়া, প্রত্নতত্ত্বের দিক্ দিয়া বলিতে পারি, মায়াপুরের সন্নিহিত বল্লালঢিপি ও সুবর্ণবিহার হইতে উত্তরে দেবগ্রাম বিক্রমপুর পর্যন্ত সেন ও তৎপূর্ববর্তী পরাক্রান্ত রাজবংশের কীর্তির ধ্বংসাবশেষশোভিত যে-সকল প্রাচীন স্থান সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে বিরাজ করিতেছে, সেই সকল স্থানের উপযুক্তরূপে অনুসন্ধান করিলে—সেই সকল স্থানের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের উপযুক্ত আয়োজন হইলে বাঙ্গলার ধর্মজগতের অতীত কীর্তির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইবে, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমি সাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিশ্বকোষ কুটীর,
৮নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার,কলিকাতা।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

পরিচ্ছেদ সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম পরিচ্ছেদ—	
প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি	১-৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—	
নবদ্বীপের দ্বীপ-সংস্থান	৭-১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—	
শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিতে 'মায়াপুর' নাম কেন ?	১১-১৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—	
অন্তর্দ্বীপ	১৫-২৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	
শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণ	২৮-৪৩
গৌড়ীয়মঠ সম্পাদকের নিকটে ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র	৪১
শ্রীধাম-মায়াপুর ডাকঘর-সম্বন্ধে জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের রায়	৪২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	
প্রাচীনগণের উক্তি	৪৩-৫০
সপ্তম পরিচ্ছেদ—	
শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও বিবরণ	৫১-৭৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ—	
শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থীর জ্ঞাতব্য	৭৭-৮০
(১) পথনির্দেশ	৭৭
(২) থাকিবার স্থান	৭৮
(৩) শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী	৮০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নবম পরিচ্ছেদ—	
সীমন্তদ্বীপ	৮১-৮৭
দশম পরিচ্ছেদ—	
গোদ্রুমদ্বীপ	৮৯-৯৪
একাদশ পরিচ্ছেদ—	
মধ্যদ্বীপ	৯৪-৯৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—	
কোলদ্বীপ	৯৭-১১০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—	
ঋতুদ্বীপ	১১১-১১৫
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—	
জহ্নুদ্বীপ	১১৬-১২০
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—	
মোদদ্রুম দ্বীপ	১২১-১৩২
ষোড়শ পরিচ্ছেদ—	**১৩৩-১৩৮**
রামচন্দ্রপুর 'মায়াপুর' নহে	১৩৩
আশুতোষ তর্কভূষণের পত্র	১৩৭
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—	**১৩৯-১৪৯**
শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান	১৩৯
Sree Chaitany's Birth-place	১৪৩
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়	১৪৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—	
রুদ্রদ্বীপ	১৫০-১৫২

স্থান-পাত্রাদির নির্ঘণ্ট

[পার্শ্বস্থ সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা-জ্ঞাপক]

অঙ্গিরা ৯৪ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি ৪৬ অচ্যুতবাবুর পত্র ৪৬ অজিত-নাথ ন্যায়রত্ন ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯ অজিত ন্যায়রত্নের পত্র ৪০ অত্রি ৯৪ অদ্বৈতবংশ ৩৮ অদ্বৈতভবন ৫ অদ্বৈতসভা ৬২ অদ্বৈতাচার্য ৬১, ৮৩ অদ্বৈতাচার্যের টোল ৬৩ অনন্তসংহিতা ৩২ অনারেবল গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু ৩৮ অন্তর্দ্বীপ ৭, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ৩৫, ১৩৩ অপরাধ-ভঞ্জনপাট ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩ অমৃতবাজার ৪৯ অযোধ্যা ৯ অলকানন্দা ৯৩ অলকানন্দার খাল ৯৩ অষ্টাদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ৬ অষ্টাবক্র ১৫১।

আইনী আকবরী আউধ ৯ আচার্যরত্ন ৬৩ আতোপুর ১০, ১৭, ২০, ১৩৫ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪৯ আন্দুলের রাজা ৩১ আমঘাটা ৮৮, ৯৩ আমঘাটা ষ্টেশন ৯০ আশুতোষ তর্কভূষণ ১৩৭, ১৩৮ আসামী ৭৩।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ৭৭ ইদ্রাকপুর ১৫০ ইন্দ্রটীলা ৯৪ ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার (১৮৮০) ৩২ ইল্লাহাবাজ ৯।

ঈশান ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ ঈশান ঠাকুর ৯১ ঈশোদ্যান ৬৮ ঈশ্বরপুরী ৬০।

উচ্চহট্ট ৯৬ উদিশপুর ৯৩ উৎকল ৭৩।

উনত্রিশ চূড়ার মন্দির ৬৫ ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্র ১, ১১, ৩১।

ঋতুদ্বীপ ৭, ১৮, ১১১।

একাচক্র ১৩২ একডালা ১২১ এডিস্কুলের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ৩৭ একাদশ রুদ্র ১৫১ এলাহাবাদ ৯।

ওয়াসিদপুর ৯৪।

কণাদ ১১৮ কপিল ১১৭ কবিবল্লভ ১০৫ কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডী ১০৫ কবিরাজ গোস্বামী ৯৯ করিয়াটী ৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩০

কাঁচড়াপাড়া ১০০ কাজী ২০, ২২, ৩৫, ৩৬, ৮২, ৮৩, ৮৫ কাজী উদ্ধার ১৬, ২১ কাজির নগর ২২ কাজির বংশধর ২৬ কাজির বাড়ী ২৩, ৭৬, ৮১, ১৩৫ কাজির বাড়ীর পথ ২২ কাজির সমাধি ১৫, ৩৩, ৫২, ৭৫, ৮১ কাঞ্চনপল্লী ৯৯, ১০০, ১০৪ কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ৩৪ কাপিলতন্ত্র ১১, ১২ কায়স্থকৌস্তুভ ৩১, ৩২ কালাকাহাড় ৮৬ কাঁলিয়াদহ ৬ কাশিমবাজার পেনিনসুলা ম্যাপ ১০৬ কীর্তনের ২৩ কুইনকুইনিয়াল কাগজ ৫৩ কুদপাড়া ৯৩ কুমারহট্ট ৯৮ কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ কুমুদনাথ মল্লিক ৩৩ কুরুক্ষেত্র ৯৬ কুর্শী ৯৩ কুলিয়া ৩৬, ৯৭, ১০৯ কুলিয়াদহ ৬ কুলিয়া ধর্মশালা ১০৯ কুলিয়ার নূতন চড়া ১১০ কুলিয়া পাটের মেলা ৯৮ কুলিয়া পাহাড় ১০৩ কুলিয়াপাহাড়পুর ১৮, ২১, ১২২, ১২৬ কুলিয়ার গঞ্জ ১০২, ১০৫, ১০৭ কুলিয়ার পাট ১০২ ১০৬ কৃষ্ণচৈতন্য ১৪ কৃষ্ণদাস বাবাজী ৮৯ কৃষ্ণনগর ৩৭, ৪২, ৭৭, ৭৮ কৃষ্ণনগর আদালত ৪২ কৃষ্ণনগর থানা ১৫, ৯৭, ১০৭, ১০৮ কৃষ্ণনগরের উকীল ৩০ কৃষ্ণনগরের জমিদার ৩০ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ৩৪ কৃষ্ণবাটী ১১১ কৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট ১০৩ কৃষ্ণানন্দ ৯৮, ১০৩ কৈলাসধাম ৫১ কৈলাস পর্বত ১২৯ কোব্‌লা ১১১ কোল ১০৮ কোল আমাদ ৯৭ কোলদ্বীপ ৭, ১৪, ২৮, ৯৭, ১০৪; ১০৫, ১০৮ কোলের গঞ্জ ৯৭, ১০২ কোলের দহ ৯৭ কৌশল্যা ১২৩ ক্যাঁকড়ার মাঠ ৩৩, ৩৪, ১৩৭ ক্যাল্‌কাটা রিভিউ ২ ঋতু ৯৪ ক্ষেত্রপাল শিব ৫২, ৮৯ ক্ষেত্রপাল শিবের প্রণাম-স্তোত্র ৫২।

খাড়াছাড়া ৯৯ খাস নবদ্বীপ ৩৬ খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা ১৫, ২০, ৫৯, খোলভাঙ্গার স্থান ৪৫।

গঙ্গা ৭৮, ১৩৫ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৩৪, ১৩৬ গঙ্গাতীর ২১ গঙ্গাদাস ৬২ গঙ্গাদেবী ৩১, ১০১, ১০৪ গঙ্গানগর ৬, ১২, ১৫, ১৬, ২২, ৫৮, ১০১, ১২৬, ১৩৫ গঙ্গাপ্রসাদ ৯৭, ১১৭ গঙ্গার পূর্বপার ৩৫ গঙ্গার

প্রাচীন গর্ভ ৫৪ গঙ্গাসাগরতীর্থ ১১৪ গদখালিচর ৯৭ গদাধরাঙ্গন ৬৩ গন্ধবণিক ২৪ গন্ধবণিকের ঘর ২৫ গভর্ণমেণ্ট-রেকর্ড ৪২ গাদিগাছা ১২ ১৭, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৭৫, ৮৮, ১০৩, ১৩৫ গাদিগাছা গ্রাম ২৩ গাদিগাছার বালিচর ২৭, ১৩৬ গীতগোবিন্দ ১১৩ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯ গোকুল ১১ গোদ্রুমদ্বীপ ৭, ১৭, ৮৮ বোবিন্দোদাসের কড়চা ৩০ গোপাল চাপাল ১০৩ গোমতী ৯৫ গোয়ালপাড়া ৯৩ গোয়ালার পুরী ২৪, ২৫ গৌতম ১১৭ গৌড়মণ্ডল ৪৪ গৌড়রাজেন্দ্রপুর ৮৬, ৯০ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ ৩৭ গৌড়ের নৈমিষ ১২৪ গৌরকিশোর ৮৮ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ১০৯ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ৪৫, ৮০ গৌরকুণ্ড ৫৩ গৌরগদাধর ১২৩ গৌরগদাধরমঠ ৭৯, ১১১ গৌরজন্ম (ভূমি) পীঠ ১০৯ গৌরজন্মস্থলী ১২৪ গৌরপাদপীঠ ৭৬ গৌরসুন্দর ৩৫ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ৩৫ গৌরাঙ্গের (জন্মস্থান) লীলাস্থান ৪০ গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি ৫০।

ঘনশ্যামদাস ১৪।

চন্দ্রশেখর ৬৩ চন্দশেখর ভবন ৬৩ চন্দ্রশেখরাচার্যের ভবন ১৫ চন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহ ১৬ চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদ ৯৮ চম্পকতলা ১২৩ চম্পকহট্ট ১৮, ১১১, ১১৩ চরগদখালি ৯৭ চাকদা ৫২ চাঁদকাজি ৩৬, ৫৯, ৭৫, ৮১, ৮৩ চান্দপুর ১১৬ চাঁপাহাটি ২১, ১২৯ চিন্তামণি ধর্মশালা ৫৪ চিনেডাঙ্গা ১০৩ চৈতন্য ৩২ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৯৮, ১০০ চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য ৯৮, ১০০, ১০৮ চৈতন্যচরিতামৃত ১, ১১, ১২, ২০, ৮১, ৮৯, ৯০, ৯৮ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ ৪৫ চৈতন্যদেব ৩৫, ৩৬ চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ৩৬ চৈতন্যভাগবত ১৬, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৭, ৩৬, ৮১, ৮৩, ৯৮, ১০৮, ১২০, ১২৩, ১৩৪ চৈতন্যমঙ্গল ৯৮, ৯৯ চৈতন্যমঠ ৬৬, ১১১ চৈতন্যাব্দ ১০৮ চক্রদহ ১৭৩।

ছকড়ি ১০৩ ছকড়ি চট্ট ১০৪, ১০৬ ছোটপ্রভু ৭৯।

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ৪৪, ৮০, ১০৮ জগন্নাথ মিশ্র ৩৭ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ৫, ১৬ ৪৪ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ৫১ জগাই-মাধাই ৫৪ জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্র ৫৯ জয়গোপাল গোস্বামী ৩৮ জয়দেব ১১৩ জলকর কাশিমপুর ২৮, ২৯ জলকর দমদমা ১৫, ২৯ জলঙ্গী ২, ৫২ জলঙ্গীর পশ্চিম ৩২ জলপ্লাবন ১০ জহ্নুদ্বীপ ৭, ১৮ জহ্নুমুনি ১১৬ জান্নগর ১০১, ১১৬, ১২০, ১৩৪ জান্নগর ১৮, ২১ জাহ্নবী ১১৭ জীবগোস্বামী ৭০ জুরিশডিক্সনলিষ্ট ১৫, ৯৭, ১০৮, ১৪৫, ১৪৮ জৈমিনী ১১৮।

টীয়াবলী ৯৩ টোটা ১৫০ ট্রাভেল্স্ অব্ হিন্দু ৪।

ঠাকুর নরহরি ৯ ঠাকুর বৃন্দাবন ১২৩ ঠাকুর মুরারি ১২৬।

ড্যাম্পিয়ার সাহেব ২৮, ২৯।

তন্তুবায়পল্লী ১৩৫ তন্তুবায়ের দ্বার ২৪ তন্তুবায়ের নগর ২২, ২৩ তাম্বুলী ঘর ২৪, ২৫ তারণবাস ৬ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯ তিওর-খালি ৮৮ তিনকড়ি ১০৩ তুলসীকানন ৪৬ তেঘরি ৯৭, ১০৩ তেঘরির কোল ৯৭ ত্রিপুরেশ্বর ৩৮।

থিওসফিক্যাল সোসাইটী হল ৪৯।

দক্ষিণবাটী ১০১ দত্তাত্রেয় ১৫১ দর্জি ৬১ দলিলপত্র ৫০ দশরথ ১২২ দিগ্বিজয়ী ৫৬, ৫৭, ৫৮ দিবোদাস ৯৬ দেওঘর ৪৯ দীনেশ সেনের পত্র ৪১ দেওয়ানগঞ্জ ১০৬, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬ দেওয়ান বাজার ১০২ দেপাড়া ৮৮, ৯৩ দেবপল্লী ৯৩ দেবানন্দ পণ্ডিত ৯৮, ১০১ দেবানন্দের পাট ৯৮, ১০২ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ৪১, ৭২ দোকড়ি ১০৩ দোগাঙ্গনীর মুড়া ২৮, ২৯ দোগাছিয়া ৯৯ দ্রৌপদী ১৩০ দ্বারকা ১২৮ দ্বারকাপুরী ৫২ দ্বিজবাণীনাথ ১০১ দীপের মঠ ১৫, ২০।

ধন্বন্তরী ১১৬ ধর্মশালা ৭৮, ১০৯ ধামপ্রচারিণী সভা ১০৮ ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ৩৮ ধুবুলিয়া ৭৭, ৭৮ ধোপাদিগ্রাম ১০৭।

নবদ্বীপ ৭, ৮, ১০, ১৪, ৩১, ৩৬, ৪৫, ১১০, ১০২, ১০৩, ১০৬ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন ৭৮, ৯০ নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৩৪ নবদ্বীপধাম-পরিক্রমাগ্রন্থ ১৪ নবদ্বীপধামপ্রচারীণী সভার কার্যপতি ৯০ নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ৯০ নবদ্বীপনগর ১, ২, ১০০ নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৮২, ১১৩ নবদ্বীপ বিজয় ৩ নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৯০ নবদ্বীপমণ্ডল ১১, ৭৩, ১০৪ নবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমা ১৩ নবদ্বীপ মহিমা ৩৪ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী ৬ নবদ্বীপ শতক ১১, ১২, ৯০ নবদ্বীপধাম ষ্টেশন ৭৮, ১১১ নবদ্বীপ-সহর ৬, ২৯, ৩৫ নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী ৩৬ নবদ্বীপের ফৌজদার ৫৯ নবদ্বীপের মাঠ ৪৫ নরহরি চক্রবর্তী ৯, ১৬, ২১, ৯০ নরহরি দাস ১০৪ নহলাপাড়া ১০৬ নগেন্দ্রনাথ বসু ৩৬ নদীয়া ২, ১৪, ২২, ২৮, ৩০ ১৩৩ নদীয়াকাহিনী ৩৩ নদীয়া গেজেটিয়ার ২, ৩, ৪, ৫ নদীয়াপ্রকাশ ৪১, ৭২ নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয় ৭৩ নদীয়া রিভার্সের ইতিহাস ৬ নদীয়াসহর ৯৭ নদীয়ার একান্তে ২২ নাগরিয়া ঘাট ২২, ৫৮ নারদ ৯১, ১১৮, ১২৬, ১২৭ নারায়ণপীঠ ১২৬, ১২৯ নিত্যানন্দ ৮৩ নিত্যা-নন্দপ্রভু ৬০ নিত্যানন্দ বংশ ৩৮ নদীয়া ৬, ১৫০ নিমাই ৮৪ নিমাই পণ্ডিত ৩৭ নিম্ববৃক্ষবর ৫১ নিম্ববৃক্ষের গুঁড়ি ৪৭ নিম্বাদিত্য ৬৫ নীলাম্বর চক্রবর্তী ৮১, ৮২ নৃসিংহদেব ৯৩ নৃসিংহদেবের মন্দির ৫৩ নৈমিষারণ্য ১০৫ নৈহাটী ৭৮।

পঞ্চতত্ত্ব ৫১ পঞ্চবট ১৩২ পতঞ্জলি ১১৮ পরনাট্যমঞ্চ ৭১ পর-বিদ্যাপীঠ ৭০ পরমানন্দ দাস ৯০ পরিক্রমা পদ্ধতিগ্রন্থ ১০৪, ১০৫ পর্ণশীলার ঘাট ১০৫ পাটুলী ১০৩ পাড়পুর ১০৫, ১০৬ পাণিনি ৯৩ পাণিহাটী ৯৯ পারডাঙ্গা ১২, ২২ পারমান্দিয়া ৯৭ পারমেদিয়া ৯৭ পাহাড়পুর ৬, ১০২, ১০৫ পুরাতনগঞ্জ ১০৬ পুরুষোত্তম ৮৬ পুলস্ত্য ৯৪ পুলহ ৯৪ পুষ্করতীর্থ ৯৪ পূর্বস্থলী ৩৪, ১০৫ পৃথু ৭৫ পৃথুকুণ্ড ৭৩ পেরাগ ৯ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ৪২ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ১১, ৯০ প্রমাণ খণ্ড

৯০ প্রয়াগরাজ ৯ প্রহ্লাদ ৯৩ প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা ৩০ প্রাচীন নবদ্বীপ ৪৯ প্রাচীন শ্রীমায়াপুর ১৫ প্রেমদাস বাবাজী ৯৮ প্রৌঢ়া-মায়া ১১৯।

ফরোয়ার্ড ১৪৬

বংশীদাস বাবাজী ১১০ বংশীবদনানন্দ ১০৭ বংশীলীলামৃতগ্রন্থ ১০৩ বক্তিয়ার ৩৬ বক্তিয়ার খাঁ ৩, ৪ বঙ্গ ৪২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ৩৮, ৪৯ বঙ্গের বাদশাহ ৩৩ বড়গাছি ৯৯ বড়প্রভু ৭৯ বয়রা ৩৩ বরজপোতা ১৫ বর্ধমান ৩৩ বলরাম ১৩০ বল্লভ মিশ্র ১২৯ বল্লালঢিপি ৪, ৭৪ বল্লালদীঘি ৫, ৬, ১৫, ১৬, ২৭, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৫, ৭৪ বল্লালরাজার বাড়ী ৩০ বল্লালসাগর ৩১ বল্লাল সেন ৩৫, ৩৬, ৪৫, বল্লালসেনের রাজ-প্রসাদ ৩৫ বশিষ্ঠ ৯৪ বাঘনাপাড়া ১০৭ বাব্‌লাড়ি ১০৬, ১২১, ১৩৩, ১৩৬ বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জ ১৩০, ১৩৫ বামনপাড়া ৯৪ বামনপুকুর ৪, ৬, ১৫, ৮৯, ৮১, ৮৭, ১০৪, ১০৫, ১৩৩, ১৪০ বামনপুরা ১৭, ৯৬ বামনপৌখেরা ১৭, ৯৬ বারকোণাঘাট ২২, ৫৬, ৯৯, ১০০ বালিচর ৮৮ বাল্মীকি ১১৬ বাসুদেব ১০৮ বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ৯৯, ১০০, ১২৪, ১২৫ বাসুদেব সার্বভৌম ১১৮, ১১৯ বাহির দ্বীপের মঠ ২০ বিদ্যানগর ১৮, ১৯, ৯৯, ১০১, ১০২, ১১১, ১১৭, ১ ৯, ১২০ বিদ্যাবাচস্পতি ১০১, ১০২ বিন্দ্রাবন ৯ বিনোদিপ্রাণ জিউ ৬৫ বিরিঞ্চ ৮৮ বিল্বগ্রাম ১০৩ বিল্বপুষ্করিণী ৬, ৪৫ বিশারদ ১০১, ১০২, ২০৬ বিশারদের জাঙ্গাল ৯৮, ১০১, ১০৬ বিশ্বকোষ ৩৬ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ৮৯ বিশ্ববৈষ্ণবসভা ৮৯ বিশ্বরূপ ৬২ বিশ্বামিত্র ১১৭ বিষ্ণুনগর ৮১ বিষ্ণুস্বামী ৬৪, ১৫১ বীরকিশোর দেবধর্ম মাণিক্য বাহাদুর ২৮ বীরচন্দ্র দেবধর্ম মাণিক্য বাহাদুর ৩৮ বৃন্দাবন ৯ বৃন্দাবন দাস ৯৯, ১২৩ বৃহস্পতি ১১৮ বেদড়াপাড়া ১০৩ বেদনগর ১১৯ বেদব্যাস ১১৮ বেল-পুকুর ৫, ২১, ২৮, ২৯, ৮৮ বেলগৌখেরা ১৯ বৈকুণ্ঠপুর ১৮, ১৯, ২১

১২৬, ১২৯ বৈঁচিআড়া ১০৩ বৈড়াগীডাঙ্গা ১০, ৫৯ বৈষ্ণবাচার দর্পণ ৩৫, ১০৫ ব্যাণ্ডেল ৭৮ ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইন ৭৮ ব্যাসপীঠ ১১৯, ১২৩ ব্যাসপূজা ৬০ ব্রজপত্তন ১৫, ৬৩ ব্রজমণ্ডল ৪৪ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ১৩ ব্রজমোহন দাস ৪১ ব্রহ্মটীলা ৯৪ ব্রহ্মনগর বৃত্তি ৯৪ ব্রহ্মযামল ১১, ১৩ ব্রহ্মা ৯৪, ১০৮, ১১৭ ব্রহ্মোত্তর ৪৫ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৩৭ ব্রাহ্মণপুকুর ৫, ১৫, ২৩, ১০৫ ব্রাহ্মণপুরা ১০৫ ব্রাহ্মণপুষ্কর ১০৪, ১০৫ ব্লকম্যানস ম্যাপ ৬।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩০, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৮৮, ৯৭ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী ৪৩ ভক্তিরত্নাকর ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ৮৭, ৯০, ১০৪, ১৩৪ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭২, ৭৬, ১১১, ১১৬, ১২৪ ভক্তিসুহৃৎ তোরণ ৫৪ ভগীরথ ১১৬ ভজনকুটীর ১০৮ ভদ্রবন ১১৬ ভরদ্বাজ ১৫২ ভরদ্বাজটীলা ১৫১ ভগীরথী ১, ১৬, ৫২, ১১৬ ভাগীরথীর খাদ ৫২ ভাগীরথীর পূর্বতট ৩২ ভাণ্ডীর বন ১২১ ভারতবর্ষ ১৩৯ ভারুইডাঙ্গা ৫, ৬, ১৯, ৩৫, ১৫১, ১৫২ ভালুকা ৯৩ ভীম ১১৫ ভীমসেন ১৩০ ভীষ্মদেব ১১৭ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ৩৪।

মঙ্গলপুর ১১৬ মতিলাল ঘোষ ৪৯ মথুরা ৯ মদনগোপাল বিগ্রহ ১২৪ মধুর আলো ৪৮, ৪৯ মধুসূদন গোস্বামী ৩৯ মধ্ব ৬৫ মধ্যদ্বীপ ৭, ৮, ৯৪ মনোমোহন চক্রবর্তী ৩৯ মন্দাকিনীতট ৯৪ মরীচি ৯৪ মহৎপুর ১২২, ১৩২ মহাদেব ১১৭ মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান ২৩, ২৭, ৩০ মহাপ্রভুর ঘাট ২১, ৫৪ মহাপ্রভুর জন্মস্থান ২১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৪, ৫০ মহাপ্রভুর দারুমূর্তি ১০৭ মহাপ্রভুর নগর-সংকীর্তন ২১ মহাপ্রভুর বাড়ী ২৫ মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভ্রমণ ২৩ মহাপ্রভুর লুপ্ত জন্মস্থান ৪৯ মহাবারাণসী ৯৩ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ৩১ মহিশুঁড়া ২৮, ২৯ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৪০ মহেশগঞ্জ ২৭, ৭৭, ৮৮, ৯৩ মহেশ্বর বিশারদ ৯৮, ১০১ ১০২, ১২১ মাউগাছি ১৮, ২০, ১০১, ১২২, ১৩৪ মাজিদা ১২, ১৭,২১,২২,

৯৪, ১০৩, ১৩৫, ১৪০, ১৪৩, মাতাপুর ১৯, ২১, ১০৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৫ মাধব চট্ট ১০৭ মাধব দাস ৯৯ মাধবদাস চট্ট ১০৩ মাধাইয়ের ঘাট ২১, ৫৪ মাধাইপুর ১৩২ মানচিত্র ১৬, ২৩, ২৭, ৪২, ৩৩ মামগাছি ২১, ৭৯ মায়াপুর ৮, ৯, ১৪, ১৭, ১৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৪৫, ১৩৫ মায়াপুর-গ্রাম ৩১ মায়াপুর নামের ব্যত্যয় ৯ মায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ৫১ মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় ৪৮ মার্কণ্ডেয় মুনি ৮৮ মালদহ জিলা ৯১ মালাকার ঘর ২৪, ২৫ মালিনী দেবী ১২৪ মিশ্রঘাট ৩০ মীর্জাপুর ১০৫ মুরারি ৬২ মুরারিগুপ্তের স্থান ৫, ১৬ মুর সাহেব ২৮, ২৯ মেঘার চর ৮৭ মেজর রেণেলের ম্যাপ (১৭৮০) ২৮ মেয়াপুর ৯, ৩৫, ৩৭, ৪৫ মোজ্জাম্মেল হক্ ৩৫, ৩৬, ৩৯ মোজাম্মেল হক্ সাহেবের উক্তি ৩৬ মোদদ্রুম দ্বীপ ৭, ১৮, ১২২ মোল্লাপাড়া ৮১ মোল্লা সাহেবের বাড়ী ৩৬ মৌলানা সিরাজুদ্দিন ৩৩, ৩৪, ৬৯, ৮১ মৌলানা সিরাজুদ্দিনের সমাধি ৩৩ ম্যাজিষ্ট্রেট নদীয়া ৪২।

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৪৮, ৪৯ যদুনন্দন আচার্য ১২৬ যদুনাথ সার্বভৌম ৩৪ যুধিষ্ঠির ১৩০, ১৩১ যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় ১০৩ যুধিষ্ঠির বেদী ১৩২ যোগপীঠ ৫১, ৫৯, ১২৪।

রঘুনাথদাস গোস্বামী ১২৫ রমাপ্রসাদ চন্দ্র ১৩৯ রাঘব পণ্ডিত ৯৯ রাজর্ষি বনমালি রায় ৩৯ রামাপুর ৮১ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৩১ রাজ্যধরপুর ১১৬ রাণাঘাট ৭৮ রাতুপুর ১৮, ২১, ১১১, ১৩৪ রাদুপুর ১০, ১৯, ১৪৯ রাধাকিশোর দেবধর্ম মাণিক্য বাহাদুর ৩৯ রাধাকুণ্ড ৬৭ রাধামাধব ৫১ রাধিকানাথ গোস্বামী ৩৮, ৪৮, ৪৯ রাধিকানাথ গোস্বামীর পত্র ৪৮ রামকেলি ৯৯ রামচন্দ্র ১২১ রামচন্দ্রপুর ১৩৩, ১৪১ রামচন্দ্রপুরের চড়া ২৭, ১০৭, ১৩৩, ১৬২ রামচান্দপুর ১১৬ রামজীবনপুর ৬ রামসীতার বিগ্রহ ১৩৫ রামানুজ ৬৫ রাহাতপুর ১১১ রুদ্রদ্বীপ ৭, ১০, ১৯, ১৩৪, ১৫০, ১৫১ রুদ্রপাড়া ৬, ১৩৪, ১৫০ রুদ্রপুর ১০, ১৯, ২০, ২১ রেণেলের ম্যাপ ৬, ১৩৯।

লক্ষ্মণসেন ২, ৫, ৩১, ৩২, ৪৫, ১২৩ লক্ষ্মীপ্রিয়া ৫১ লছমনিয়া ৪ লোকনাথ গোস্বামী ৩৮, ৪৯।

শঙ্করপুর ৬, ১৫০ শঙ্খবণিক ২৫ শঙ্খবণিক্‌নগর ২২, ২৩ শঙ্খবণিক-পল্লী ১৩৪ শচীদেবী ৬০ শচীমাতার সূতিকাগৃহ ৫১ শবরক্ষেত্র ৮৬ শম্ভু ১২৬ শরডাঙ্গা ৮১, ৮৬ শার্ঙ্গধর ১২৫ শার্ঙ্গপাণি ১২৫ শার্ঙ্গমুরারি ১২৫ শান্তিপুর ৩৫, ৯৯, ১০০ শিবনারায়ণ শিরোমণি ৩৪ শিবানন্দসেন ১০০, ১২৫ শিশিরকুমার ঘোষ ৪৯, ৮৯ শিয়ালদহ ষ্টেশন ৭৭ শুক্লাম্বর ৬২ শ্বেতদ্বীপ ১৩ শোরডাঙ্গা ৮৫ শৌনকাদি ঋষি ১১৭ শ্যামনগর ৮৮ শ্যামলাল গোস্বামী ৩৩, ৩৮ শ্যেনডাঙ্গা ৮১, ৮৬ শোনডাঙ্গা মেঘার চর ৮৭ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় ১০৩ শ্রীচৈতন্যভাগবত ১১, ১২, ৮১ ১৩৯, ১৪৮ শ্রীজগন্নাথ ৮৬ শ্রীধর ২৬, ৭৫, ৭৬ শ্রীধর-অঙ্গন ৭৫, ৭৬ শ্রীধরস্বামী ১৫১ শ্রীধরের গৃহ ২৩ শ্রীধরের ঘর ২৫ শ্রীধরের বাস ২২ শ্রীধরের মন্দির ২৫ শ্রীধরের স্থান ১৬ শ্রীধাম কুলিয়া ১১৬ শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ১৬ শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ৩০, ৩৭ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ১ম অধিবেশন ৩০ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভ্য ৩৯ শ্রীধাম মারাপুর ৫, ১৫, ১৬, ২০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৫০, ৭৮, ১০৮ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ ২৭ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা গ্রন্থ ২১ শ্রীনাথকুণ্ড ৪০ শ্রীনাথপুর ৫, ৬, ১৫, ১৬, ৪৫ শ্রীনিবাস ১৭, ১৮, ২০ শ্রীনিবাসাচার্য ৮, ১০, ১৬, ৮৮, ৯১, ১০৪, ১০৫, ১৩৪ শ্রীনিবাসাচার্যের ভ্রমণ বিবরণ ১৭ শ্রীপাট কুলিয়া ৯৮ শ্রীবাস ৬১, ৬২ শ্রীবাস-অঙ্গন ৫, ১৬, ২০, ৩০, ৫৮, ৫৯, ১০৬ শ্রীবাস পণ্ডিত ৬০ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ৫১ শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনক ৬৫ শ্রীমদ্ভাগবত ৬৫, ৮৯, ৯০ শ্রীমন্মহাপ্রভু ১০, ১৩ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ১১ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ২০, ২১ শ্রীমায়াপুর ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ২০, ২১, ২৩, ২৭, ২৯, ৩০, ৫০, ৫৩, ১০১, ১১১, ১৫২ শ্রীমায়াপুর ধাম ৩৮ শ্রীমায়াপুর ডাকঘর ৪২ শ্রীধাম মায়াপুর-প্রদর্শনী ৮০ শ্রীরামপুর ১০৬, ১১৭।

ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ ৬ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউণ্ট ৩৩, ৭৫ ষ্টেন্‌সাম মাষ্টারের ডায়েরী ১৩৯।

সংকীর্তনের পথ ১৬ সংস্কৃত কলেজ ৩৯ সজ্জনতোষণী ৩৭, ৪৫, ৯০ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএইচ ডি ৩৯, ৪৯ সপ্তদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ ৬ সপ্তর্ষিভজনস্থলি ৯৪ সর্বজ্ঞের ঘর ২৫ সর্ব-তীর্থময় ৩১ সর্ববিদ্যালয় ৩১ সমুদ্রগড় ১০৫, ১১১, ১১৩, ১১৪ সমুদ্রগড়ি ১৮, ২১, ১১৩, ১১৪ সমুদ্রগতি ১১৪ সমুদ্র সেন ১৫ সাতকুলিয়া ১০০, ১০৪ ১০৭ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৮০ সারদাকান্ত পদরত্ন ৪৪ সারদাপীঠ ১১৭ সারস্বত-তীর্থ ৭০ সার্বভৌম ১০১ সিমুলগাছি ৯৪ সিমুলিয়া ৬, ১২, ২১, ২২, ৮১, ৮২, ১৩৪ সিমুলিয়া গ্রাম ১৭ সীমন্তদ্বীপ ৭, ১৬, ১৭, ৮১ সুবর্ণবিহার ১৭, ১৯, ২০, ২১, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৫ সুবর্ণসেন ৯২, ১৩৪ সুবা বাঙ্গলার ম্যাপ ৬ সুরভিকুঞ্জ ৮৮ সুরভিগাভী ৮৮ সূতগোস্বামী ৯৬ সূর্যটীলা ৯৪ সেট্‌লমেণ্ট ম্যাপ ১৩৫ সেট্‌লমেণ্ট ম্যাপ (১৯১৭) ৫৮ সেট্‌লমেণ্ট সার্ভে নক্সা (১৯১৭) ১৬ সেট্‌লমেণ্ট সার্ভে ম্যাপ ২৭ সেনরাজ ২ সেনবংশীয়গণের রাজধানী ৩১ স্বরূপ গোস্বামী ৭২ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ ৮৮।

হরিদাস চট্ট ১০৩ হরিদাস ঠাকুর ৬২, ৮৩ হরিনামামৃত ব্যাকরণ ৭০ হরিশপুর ৮৮ হরিহরক্ষেত্র ৯৩ হল অয়েলের হিন্দুস্থান ৩৩ হাইকোর্টের ডিক্রী (১৮৯৬) ২৮ হাইকোর্টের মোকদ্দমা ২৮ হাই-কোর্টের রায় ২৮ হাওড়া ষ্টেশন ৭৮ হার্টডাঙ্গা ১৮, ২১, ৯৬ হাণ্টার সাহেব ৩২ হাণ্টারের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল একাউণ্ট ২, ৫ হিরণ্যকশিপু ৯৩ হিরণ্যাক্ষ ১০৮ হুদ্দাবন্দী (১১৯৯) ২৯, ৩০ হুলোরঘাট ২৯ হুশেনসাহ ৮১, ৮২ হুসেন সাহের শিক্ষক ৩৪, ৩৫ হেজেসের ডায়েরী ১৩৯।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি—

প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর পূর্বকূলে অবস্থিত। ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্রে—

ভাগীরথীর পূর্বতীরে প্রাচীন নবদ্বীপ

"বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি!
ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ১।৮৬ ও ১।৩৯৮)—

"গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিল উদয়"

"নদীয়া-উদয়াগিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি' হইল উদয়।"

ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীসুরধুনীর পূর্বতীরে,অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে।
জাহ্নবীর পশ্চিমকূলেতে, কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥"

পরবর্তি-বিবরণসমূহও তাহাই সমর্থন করে। যথা—

"It was on the east of the Bhagirathi and on the

West of Jalangi" (—*Hunter's Statistical Account—page 142*) অর্থাৎ নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর পূর্বতীরে এবং জলঙ্গীর (খড়িয়ার) পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

সেনরাজগণের রাজধানী

এই নবদ্বীপনগরে সেন-রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। "Nabadwip is very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A.D by one of the Sen kings of Bengal. In the *Aini AKbari* it is noted that in the time of Lakhan Sen, Nadia was the Capital of Bangal-" (—*Nadia Gazetteer*) অর্থাৎ নবদ্বীপ একটী প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণ-সেনের সময়ে নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধনী ছিল। "Nadia was founded by Lakhan Sen in 1063" (—*Hunter's Statistical Account—Page 142* অর্থাৎ নদীয়া লক্ষ্মণ সেনের দ্বারা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal" [—*Calcutta Review (1846)—page 398*] অর্থাৎ নদীয়া-সম্বন্ধে আমারা সর্বপ্রাথমিক যে বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এই প্রকারে বহু প্রমাণ প্রাচীন নবদ্বীপকেই সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।

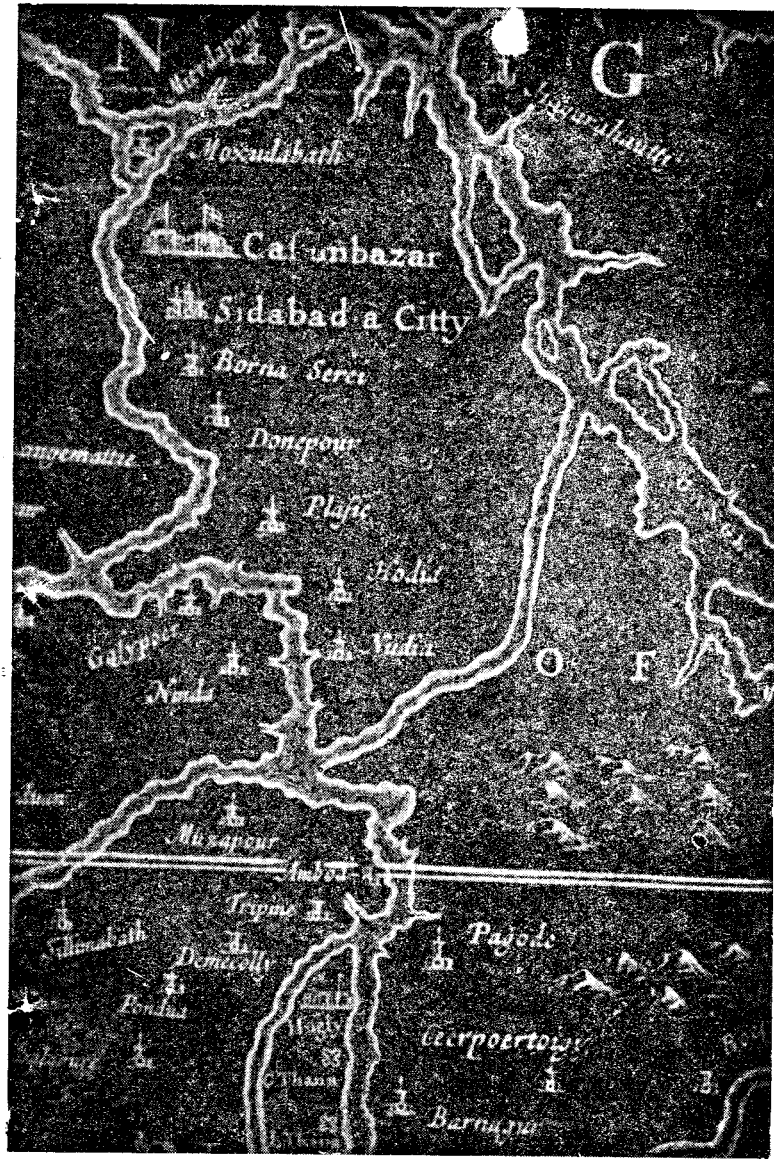

মেথু ভেন্‌ডের ব্রুকের (Mathew vander Broucke) নির্দেশানুসারে নির্মিত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্রের কিয়দংশ, ইহাতে নদীয়াকে Nudia লেখা হইয়াছে।

জন থরটন (John Thorton) কৃত বঙ্গের প্রচীন মানচিত্র। ইহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া "The Third Book of the English Pilot" এ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে 'নদীয়া'কে Neddia লেখা হইয়াছে।

নদীয়া ডিষ্ট্রীকক্ট গেজেটিয়ার হইতে আরও অবগত হওয়া যায়,—"Nature of Mahammadi Baktier's conquest (A. D. 1203) appears to have been exaggerated the expedition to Nadia was only an inroad, a dash for securing booty. The troopers looted the city with the palace and went away. They did not take possession of the part. It seems probable that the hold of Mahommedans upon the part of Bengal in which Nadia district lies was very slight for the two centuries which succeeded the sack of Nabadwip by Baktier-Khan. It appears, however, that by the middle of the fifteenth century the independent Mahommedan kings of Bengal had established their authority." অর্থাৎ বক্তিয়ারের নবদ্বীপ-বিজয়ের (১২০৩খৃঃ) বিবরণ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বক্তিয়ারের নদীয়ায় অভিযান কেবল ধনাদি-লুণ্ঠনের জন্য আকস্মিক আক্রমণ মাত্র। অশ্বারোহী সৈনিকের দল রাজ-প্রাসাদের সহিত নবদ্বীপ-নগর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে কোন প্রকার আধিপত্য স্থাপন করে নাই ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, বঙ্গদেশের যে অংশে নদীয়া জেলা অবস্থিত, তাহার উপর মুসলমানগণের অধিপত্য বক্তিয়ার খাঁর নবদ্বীপ আক্রমণের পরে দুই শতাব্দী যাবৎ

১৫শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মুসলমান রাজগণের আধি-পত্য স্থাপন

অত্যন্ত নগণ্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমানরাজগণ তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়।

এই বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যায়, বক্তিয়ার খাঁ কর্তৃক ১২০৩ সালে নবদ্বীপ-আক্রমণের পরেও নই শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ এই প্রদেশে কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানগণ এই স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

"Travels of a Hindu published in 1896." নামক গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে,—"In the 12th century it was the Capital of Luchmunya, teh last of the Sen kings"—অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপ সেনরাজগণের শেষ নৃপতি লক্ষণসেনের রাজধানী ছিল। এই উক্তিও পূর্বোক্ত বাক্যেরই পোষকতা করে। অদ্যাপি এই স্থানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ 'বল্লালঢিবি'-নামে খ্যাত হইয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 'নদীয়া গেজেটিয়ার' লিখিয়াছেন,—"On the east bank of the river, immediately opposite the present Nabadwip, is the village Bamanpukur in which is to be found a large mound known as 'Ballaldhibi', said to be the ruins of the king's palace." অর্থাৎ নদীর পূর্বপারে বর্তমান নবদ্বীপ শহরের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে 'বামনপুকুর'-নামক গ্রামে 'বল্লালঢিবি'-নামে

বল্লালঢিবি ও বল্লালদীঘি

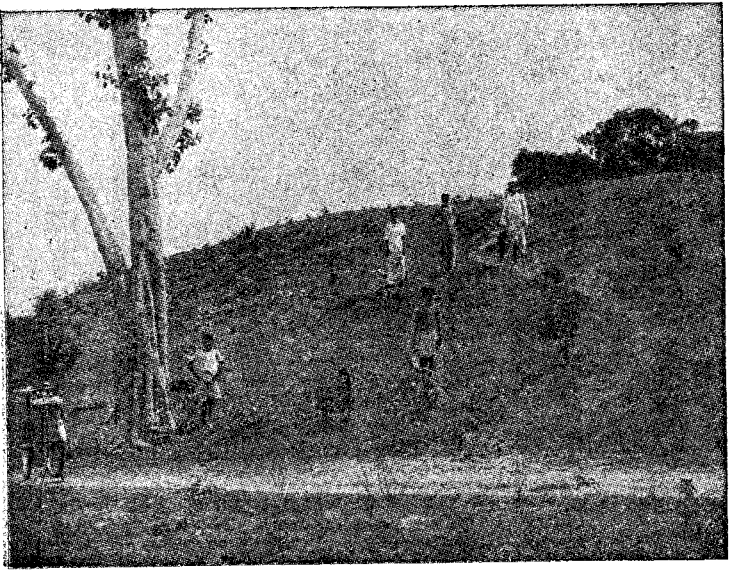

বল্লাল্ল ঢিপি

(৪ ও ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

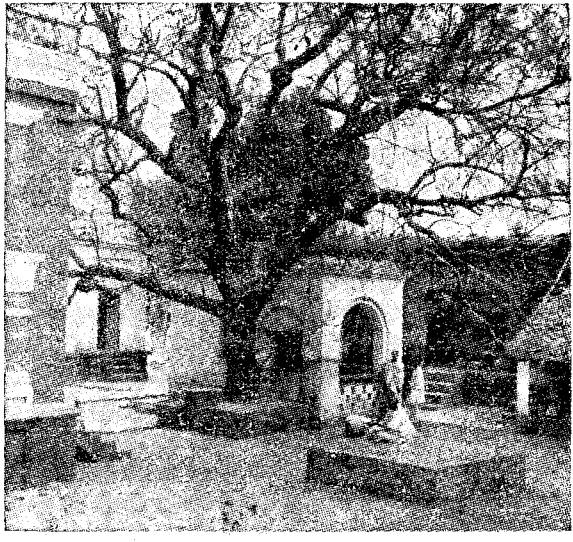

নিম্ববৃক্ষ তলে সূতিকা গৃহাভ্যন্তরে বালক নিমাই এবং
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী রহিয়াছেন।

(৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খ্যাত একটী বৃহৎ উচ্চ স্তূপ দেখিতে পাপয়া যায়। ইহা রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত।

Hunter's Statistical Account গ্রন্থে (page 142) বর্ণিত আছে,—"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. The fonnder Lakhan Sen built a palace of which the ruins are still extent." অর্থাৎ নদীর অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ স্তূপ এখনও বল্লাল-সেনের নামানুসারে পরিচিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন যে একটী রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিরাজমান।

রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের অনতিদূরে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আজও 'বল্লালদীঘি'-নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। Nadia Gazetteer, Hunter's Statistical Account প্রভৃতি পুস্তকেও এই বল্লালদীঘির বিষয় উল্লেখ আছে।

এই প্রাচীন নবদ্বীপনগর সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ব্রাহ্মণপুকুর, বেলপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, টোটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহাই সম্প্রতি 'শ্রীধাম মায়াপুর' নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন নবদ্বীপ নগরের প্রভুজন্মস্থান ব্যতীত

বিভিন্ন সময়ের নবদ্বীপ

অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহার অধিবাসীদের অনেকেই নিকটবর্তী স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

মহাপ্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়া-গ্রামে বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই বর্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-নগর কুলিয়াদহ বা কালীয়দহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর নদীয়ানগরী বর্তমান নিদয়া, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। গঙ্গার গতির এই পরিবর্তন এবং প্রাচীন নদীয়ার বসতির এইরূপ পরিবর্তন Nadia Rivers এর ইতিহাস, সুবা বাঙ্গালার ম্যাপ, Renell's ম্যাপ এবং Blockman's ম্যাপ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপনগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, মেঘার চড়ায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। জমিদারী সেরেস্তার প্রাচীন কাগজ-পত্রাদি হইতে এই বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

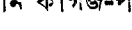

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপের দ্বীপ-সংস্থান

নয়টী দ্বীপ লইয়া 'নবদ্বীপ' গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টী দ্বীপের চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্বপারে এবং পাঁচটী ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। পূর্ব পারের চারিটী দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ, পশ্চিম পারের পাঁচটী দ্বীপের নাম—(১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জাহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ। যথা, ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে—

নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ-ধাম

"গঙ্গার পূর্ব-পশ্চিম-তীরেতে নয়॥
পূর্বে অন্তর্দীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ,—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

ভক্তিরত্নাকর-পাঠে আরও জানা যায় যে, নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ'-নামেই সর্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

নবদ্বীপের বহু গ্রামের সমাবেশ

"নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়।"

—ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

আরও জানা যায় যে, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পরিক্রমা-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমায়াপুর-গ্রামের নাম যে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত এবং সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে। ভক্তিরত্নাকরও এই কথাই বলিয়াছেন—

বহু স্থানের নাম লুপ্ত এবং বিকৃত

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নব দ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির অরম্ভেতে।
নহিল যে নামের ব্যত্যয়, কোন মতে॥

যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥
কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথোগ্রাম-নাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল॥"

—ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কপথের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর এবং অন্যান্য দ্বীপ গ্রামের নামগুলি লোকে লুপ্ত ও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, তথাপি সেই সকল নাম সুধীগণের অনুভবের বিষয় রহিয়াছে।

প্রয়াগরাজ 'ইল্লাহাবাজ' বা পরবর্তীকালে 'এলাহাবাদ' কিম্বা 'পেরাগ', মথুরা 'মাট্রা', অযোধ্যা 'আউধ', বৃন্দাবন 'বিন্দ্রাবন' এবং নদীয়া জেলায় পাঁচু 'পেঁচো', কাঁথা কেঁথা', ডাঙ্গা 'ডেঙ্গা', মাঠের 'মেঠো', মাছুনী 'মেছুনী', টাকা 'টেকা' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের অসংখ্য বিকৃতি বা রূপান্তর হইলেও যেরূপ প্রকৃত শব্দ সুধীগণের অনুভবের বিষয়ই হইয়া থাকে, সেইরূপ অশিক্ষিতগণের দ্বারা সংস্কৃত 'মায়াপুর'-শব্দ অসংস্কৃত 'মেয়াপুর'-শব্দে কোথাও কোথাও রূপান্তরিত হইলেও শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়,—

"যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥"

ভক্তিরত্নাকর পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে,

জলপ্লাবন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পরে এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর নবদ্বীপ-দর্শনে আসিবার পূর্বে জলপ্লাবন হইয়া গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল; সেই জন্যই ভক্তিরত্নাকরে (১২শ তরঙ্গে) আছে,—

"ওহে শ্রীনিবাস, এই আতপুর স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এ গ্রাম॥"

ইহা হইতে অন্তর্দ্বীপের কিয়দংশ লুপ্ত হইবার কথা প্রকাশ পাইতেছে। এই সময়ে গঙ্গা যে-স্থানে প্রবাহিতা ছিলেন, সেই

বর্তমানে রুদ্রদ্বীপ পূর্বতীরে কেন?

স্থান হইতে সরিয়া আরও পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এইজন্য গঙ্গার পশ্চিমকূলে যে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত ছিল, তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রুদ্রদ্বীপের কিয়ৎ অংশে অবস্থিত স্থানের পশ্চিমদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হন। রুদ্রদ্বীপ যে গঙ্গায় পশ্চিমে অবস্থিত একটী দ্বীপ,তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর ভ্রমণ-কালে যে পূর্বোক্ত রুদ্রদ্বীপ লোপ পায় এবং ইহার অবস্থান যে গঙ্গার পূর্বদিকে আসে, তাহাও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে জানা যায়;

"গঙ্গার পূর্বধারে রাতুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাতুপুরে 'রুদ্রপুর' কয়॥
এই রাতুপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'মায়াপুর'-নাম নাই কেন ?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সমস্ত দ্বীপের বা মায়াপুরের বর্ণনা নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে সেই সমস্ত দ্বীপ বর্তমান ছিল না। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের লেখকগণ সাধারণ ভাবে নবদ্বীপ বা নদীয়া-শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে 'নবদ্বীপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্র, কপিল তন্ত্র ব্রহ্মযামল, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নবদ্বীপ-শতক এবং শ্রীভক্তি-রত্নাকর-ধৃত প্রাচীন-বাক্য-প্রমাণে 'শ্রীমায়াপুর'-শব্দের উল্লেখ আছে ; যথা,—

বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মায়াপুর-নামোল্লেখ

ঊর্ধ্বাম্নায় মহাতন্ত্রে,—

বর্ত্ততেঽ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্ ॥

কাপিল-তন্ত্রে,—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে **মায়াপুরে** দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্ধং কীর্তনং কারয়িষ্যতি ॥

ব্রহ্মযামলে,—

অথবাহং ধারাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্তনাগমে ॥

নবদ্বীপশতকে,—

"যে **মায়াপুর**-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ"

ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ধৃত প্রাচীন-বাক্যে—

মায়াপুরঞ্চ অন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্"।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই স্থানগুলিকে সাধারণতঃ শ্রীনবদ্বীপ বলিয়া খল্লেখ করিয়াও পুনরায় কোন কোন স্থানে গাদিগাছা, মাজিদা, পারডাঙ্গা, শিমুলিয়া, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানেরও পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ সমুদায় গ্রামকেওও তবদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন

শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি চরিতগ্রন্থসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং আচার-প্রচার-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। সেখানে শ্রীনবদ্বীপধাম-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত না

হইবারও সম্ভাবনা ; কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকার শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল-পরিক্রমার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে যেরূপ বৃন্দাবনের বন-সমূহের বিবরণ এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা-প্রসঙ্গে নবদ্বীপ-মণ্ডলের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ ও নবদ্বীপের বিভিন্ন-দ্বীপ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ অন্য গ্রন্থে নাই। তাঁহারা কেবল প্রসিদ্ধ নগর 'নবদ্বীপের' কথা উল্লেখ করিয়াই চরিত্র-প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। তবে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার যে ইঙ্গিতে নবদ্বীপের পুঙ্খানুপুঙ্খ-বর্ণনা না লিখিবার কারণ উল্লেখ না করিয়াছেন, তাহাও নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিতে মায়াপুর-নামোল্লেখ না থাকিবার কারণ

"শ্বেতদ্বীপ নাম নবদ্বীপ গ্রাম
বেদে প্রকাশিব পাছে।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩শ অঃ।

মহাজন বৈষ্ণব-কবিগণের রীতি এই যে,—

* * * *

"কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন ॥
না বুঝিয়া মর্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চরে ॥
পরম-রসিক পূর্ব পূর্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন ॥

রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥"

—ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীল ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা'-নামক গ্রন্থেও এই সমস্ত দ্বীপের বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নবদ্বীপ নব-দ্বীপ-বেষ্টিত যে হয়॥
নবদ্বীপে নব-দ্বীপ গ্রাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব তীরে।
অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে॥
জাহ্নবীর পশ্চিম-কুলেতে।
কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥
নবদ্বীপ মধ্যে-মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥"

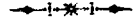

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্তর্দ্বীপ

এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর—বল্লালদীঘি, বামনপুকুরের কিয়দংশ, শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। বামনপুকুরের যে অংশ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, তাহা জলকর দম্‌দমা এবং 'দ্বীপের মাঠ' নামে খ্যাত (কৃষ্ণনগর থানার পূর্বেকার জুরিজ্‌ডিক্‌সন্ লিষ্ট্ দেখুন)। ইহা পূর্ব ও উত্তর-সংলগ্ন মাঠ বলিয়া খ্যাত এবং এই মাঠ জমিদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে 'দ্বীপের মাঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত একটী স্থান 'খোলডাঙ্গার ডাঙ্গা'-নামে খ্যাত এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রেও 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুরের অন্তর্গত কতকস্থান 'বৈরাগীডাঙ্গা', কতকস্থান 'বরজপোতা' (ব্রজপত্তন—শ্রীচপ্রশেখর আচার্যের ভবন—যথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর রুক্মিণীবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন) বলিয়া অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে এবং জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাগজেও তাহা বৈরাগীডাঙ্গা ও বরজপোতা-নামে অভিহিত আছে। বর্তমান বামনপুকুর প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের অন্তর্গত এবং এই স্থানে কাজির সমাধি বর্তমান। শ্রীসীমন্তদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের উত্তর ও উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত। শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের পূর্বদক্ষিণ ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিতা।

কোন্ কোন্ স্থান লইয়া নবদ্বীপ

এই পুস্তিকাতে মুদ্রিত মানচিত্র দর্শন করিলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের অবস্থিত-সংস্থান সুন্দরভাবে বুঝা যাইবে। এই মানচিত্র ১৯১৭ সালের সেটেলমেণ্ট সার্ভে নক্সার অবিকল আদর্শানুসারে অঙ্কিত হইয়াছে।

মানচিত্র

মানচিত্রখানি ও বিভিন্ন দ্বীপের অবস্থিত-সংস্থান দর্শন করিলে পূর্বকথিত শ্রীধাম-মায়াপুর প্রভৃতি স্থান যে অন্তর্দ্বীপ-ভুক্ত, তৎসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। এতৎসহ যদি শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর নবদ্বীপ-দর্শনের বৃত্তান্ত এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্তী-ঠাকুরের লিখিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিবরণ ও শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজি-উদ্ধার-দিবসের সঙ্কীর্তন-পথের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীধাম-মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুরের কতকাংশ, শ্রীনাথ-পুর ও গঙ্গানগর—এই সমস্ত স্থানেই যে অন্তর্দ্বীপ ব্যাপ্ত ছিল এবং এই স্থানেই যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, মুরারিগুপ্তের স্থান, শ্রীধরের স্থান, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, অদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইবে।

প্রথমতঃ শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের দ্বাদশ-তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রমণবিবরণে আমরা দেখিতে পাই,—

প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হইতে যাত্রা কৈল আতোপুরে॥

ওহে শ্রীনিবাস, এই আতোপুর স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম॥
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ-নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে, কহি সে প্রকার॥
সুবর্ণ-বিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাতে এই গ্রামে যে বিলাস॥
ঐছে কত কহি' সঙ্গে লৈয়া তিন জনে।
সিমুলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে।
পূর্বে এ সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে।
'সীমন্তদ্বীপ'-আখ্যা যৈছে, কহি সংক্ষেপেতে॥
কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা-গ্রামেতে হৈলা উপনীত॥
ঈশান কহয়ে,—এই গাদিগাছা-গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে, পূর্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ-নাম॥
এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিদা গ্রামের প্রান্তে গিয়া॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে,—এ মাজিদা-গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্বে মধ্যদ্বীপ নাম॥
ঐছে কত কহি' শ্রীঈশান হর্ষমতি।
বামন (পুরা) পৌখেরা-গ্রামে চলে মন্দগতি।
হাটডাঙ্গা-গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হাতসানা দিয়া॥

শ্রীনিবাসাচার্যের পরিক্রমার পথ

কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড়পুর-গ্রামেতে প্রবেশ ॥
পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্য এ-প্রচার।
এ নাম হৈলে যৈছে, কহি সে প্রকার ॥
সমুদ্রগড়ি-গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয় ॥
এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম অনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে ॥
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ ঋতুদ্বীপ, ইহা পরমশোভাময় ॥
এত কহি' শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে ॥
এত কহি' ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জাহ্নগরে ॥
শ্রীনিবাসে কহে,—দেখ গ্রাম জাহ্নগর
পূর্বে জহ্নু দ্বীপ-নাম কহে বিজ্ঞবর ॥
এত কহি' জাহ্নগর হৈতে ঈশান।
চলিলেন মাউগাছি-গ্রাম সন্নিধান ॥
এই মাউগাছি-গ্রাম লোকেতে প্রচার
মোদদ্রুমদ্বীপ-নাম পূর্বে সে ইহার ॥
এত কহি' ঈশান সে প্রেমাবেশেতে
গেলেন বৈকুণ্ঠপুর মাউগাছি হৈতে

এতে কহি' বৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া।
মাতাপুরে চলে চতুর্দিক নিরখিয়া॥
গঙ্গা-পূর্বধারে রাতুপুর-গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাতুপুরে রুদ্রপুর কয়॥
এই রাতুপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ- নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল, এবে আছে মাত্র স্থান॥
ঐছে শ্রীঈশান স্থানমহিমা করিয়া।
চলে বেলপৌখেরা-গ্রামেতে হৃষ্ট হৈয়া॥
ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান।
চলয়ে ভারুইডাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান॥
এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন সুবর্ণবিহার-গ্রাম-পাশে॥
এত কহি' সুবর্ণবিহার-গ্রাম হইতে।
মায়াপুরে চলরে মিশ্রের আলয়েতে॥

শ্রীনিবাস আচার্যের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরকে দক্ষিণে (ডাদদিকে) রাখিয়া যথাক্রমে—

১। আতোপুর, ২। সিমুলিয়া, ৩। গাদিগাছা, ৪। মাজিদা, ৫। বামনপৌখেরা, ৬। হাটডাঙ্গা, ৭। কুলিয়াপাহাড়পুর, ৮। সমুদ্রগড়, ৯। চাঁপাহাটী, ১০। রাতুপুর, ১১। বিদ্যানগর, ১২। জাহ্নগর, ১৩। মাউগাছি, ১৪। বৈকুণ্ঠপুর, ১৫। মহৎপুর বা মাতাপুর, ১৬। রুদ্রপুর, ১৭। বেলপুকুর, ১৮। ভারুইডাঙ্গা পর্যন্ত আসিয়া পূর্বে শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করিয়া যে সুবর্ণবিহার দেখাইয়াছিলেন, সেই সুবর্ণবিহারে শ্রীঈশান শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুকে লইয়া গেলেন এবং তথা হইতে পুনরায় শ্রীধাম-মায়াপুরে জগন্নাথমিশ্রের আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের উত্তর ও পূর্বদিকের মাঠে অর্থাৎ আতোপুরের মাঠে দাঁড়াইলে এখনও তথা হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়।

শ্রীমায়াপুরকে কেন্দ্র ও শ্রীসীমন্তদ্বীপকে ব্যাসার্ধ করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীধাম-মায়াপুর এই সমস্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ইহা অন্তর্দ্বীপভুক্ত। এইজন্য

দ্বীপের মাঠ ও বাহির দ্বীপের মাঠ

সাধারণ লোকের মুখে এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রাদিতে এই স্থান 'দ্বীপের মাঠ' এবং মাউগাছি, রুদ্রপুর ইত্যাদি স্থান 'বাহির দ্বীপের মাঠ' বলিয়া এখনও প্রচারিত রহিয়াছে।

কাজির কীর্তনের খোলভাঙ্গা-ব্যাপার-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ১৭পঃ ১২৫ সংখ্যায়,—

খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা

"ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥"—

এই ঘটনা যে স্থানে হইয়াছিল, সেই সর্ববাদিসম্মত 'খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা'ও অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত আছে। শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর খুব নিকটেই অবস্থিত ছিল, ইহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানিতে পারি। সুতরাং যেস্থান অদ্যাপি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে পরিচিত, সেই স্থানে

যে শ্রীনবদ্বীপের সঙ্কীর্তনের কেন্দ্রস্থল শ্রীবাস-অঙ্গন এবং তন্নিকটেই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার-ভাবে জানা যাইতেছে।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুরের লিখিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা'-নামক গ্রন্থের বিবরণ হইতেও জানা যায় যে, শ্রীমায়াপুর হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীমায়াপুরকে দক্ষিণে (ডানদিকে) রাখিয়া ১। সিমুলিয়া, ২। গাদিগাছা, ৩। মাজিদা, ৪। হাটডাঙ্গা, ৫। কুলিয়াপাহাড়পুর, ৬। সমুদ্রগড়ি, ৭। চাঁপাহাটী, ৮। রাতুপুর, ৯। বিদ্যানগর, ১০। জাহ্নগর, ১১। মামগাছি, ১২। বৈকুণ্ঠপুর, ১৩। মাতাপুর, ১৪। রুদ্রপুর, ১৫। বেলপুকুর, ১৬। সুবর্ণবিহার, ১৭। অন্তর্দ্বীপে আগমনমুখে পুনরায় শ্রীমায়াপুরে প্রবেশ। এই পরিক্রমার বিবরণও এই শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে।

নবদ্বীপ পরিক্রমা গ্রন্থের বিবরণ

কাজি-উদ্ধার-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগরসঙ্কীর্তনের যে পথ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে এই শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, সুদৃঢ়রূপে জানা যায়,—

গঙ্গার তীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌর-রায়॥ ২৮৯॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥ ২৯৯॥

বারকোণা-ঘাটে, নগরিয়া-ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥ ৩০০ ॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥ ৩৪৭ ॥

কাজি-উদ্ধার-দিবসে কাজির বাড়ির পথ ধরিলা ঠাকুর।

সঙ্কীর্তন-পথ বাদ্যকোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥ ৩৫৮ ॥
সর্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথাকাজির নগর ॥ ৩৭৭ ॥
অনন্ত-অর্বুদ-লোক-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক্-নগর ॥ ৪২৪ ॥
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে ॥ ৪২৯ ॥
সর্বমুখে হরিনাম শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিয়া প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥ ৪৩২ ॥
সর্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায় ॥ ৪৯৪ ॥

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কীর্তনসহ ১। নিজের ঘাট, ২। মাধাইয়ের ঘাট, ৩। বারকোণা-ঘাট, ৪। নগরিয়া-ঘাটে নৃত্য করিয়া, ৫। গঙ্গানগর হইয়া সিমুলিয়া পৌঁছিয়া, ৬। কাজির বাড়ীর পথ ধরিয়া, ৭। কাজীর বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং তৎপরে ৮। শঙ্খবণিক্ নগর, ৯। তন্তুবায়ের নগর, ১০। শ্রীধরের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং তারপর,

১১। গাদিগাছা, ১২। পারডাঙ্গা, ১৩। মাজিদা হইয়া গঙ্গা-তীরে-তীরে নিজেয় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এই কির্তনের পথটী মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীমায়াপুর যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান, তাহা পরিষ্কাররূপে জানা যাইবে।

এই বিবরণে আর একটী বিষয় আমরা দেখিতে পাই। কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজির বাড়ীর পরেই শঙ্খবণিক-নগর, তারপর তন্তুবায় নগর, তারপর শ্রীধরের গৃহ, তারপর গাদিগাছা-গ্রামে গমন করেন। কাজির বাড়ী*অদ্যাপি বর্তমান বামনপুকুর-গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। গাদিগাছা-গ্রামও এখনও বর্তমান। সুতরাং আমরা এই বিবরণ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, শঙ্খবণিক্-নগর,তন্তুবায়-নগর ও শ্রীধরের গৃহ—কাজীর বাড়ী ও গাদিগাছার মধ্যবর্তিস্থানে অবস্থিত। তন্তুবায়-পল্লীও অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী যে শঙ্খবণিক-নগর, তন্তুবায়-নগর ও শ্রীধরের বাড়ীর নিকটেই অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারি। এই বিবরণটী শ্রীমহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মধ্যাহ্নকালে ভ্রমণের বিবরণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ২২শ অধ্যায়—

শ্রীধরের বাড়ী বর্তমান বামনপুকুরের কিছু দূরে অবস্থিত

পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণে লঞা গঙ্গাস্নানে চলে ॥ ৯৯ ॥

*এই গ্রন্থের প্রথম-সংস্করণ প্রকাশকালে কাজীর বংশধরগণ এইখানেই বাস করিতেন পরে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি' করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন ॥ ১০০ ॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি' ॥ ১০১ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

লক্ষ্মী দেন অন্ন, খা'ন বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ ১০২ ॥
ভোজন-অন্তরে করি' তাম্বূল চর্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ ১০৩ ॥
কতক্ষণ যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া ॥ ১০৪ ॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ ॥ ১০৫ ॥
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন ॥ ২০৭ ॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে ॥ ১০৮ ॥
তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি'।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী ॥ ১১৩ ॥
গোয়ালাকুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥ ১২২ ॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি' বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর ॥ ১৩০ ॥
মালাকার-প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি'।
উঠিলা তাম্বুলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৩৫ ॥

তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি' শঙ্খবণিক্ সম্ভ্রমে নমস্করে ॥ ১৪৬
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ ১৫৩ ॥
'ভাল ভাল' বলি' প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥ ১৭৮ ॥
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি'।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২১৩ ॥

পূর্বোক্ত সঙ্কীর্তন-পথের বিবরণ হইতে প্রকাশ—তন্তুবায়-নগর, শঙ্খবণিক্-নগর ও শ্রীধরের গৃহ—এই তিন স্থান কাজির বাড়ী ও গাদিগাছা-মধ্যে অবস্থিত। বামনপুকুরে কাজির বাড়ী ও গাদিগাছা অদ্যাপি বর্তমান। গোয়ালার পুরী, গন্ধবণিকের ঘর, মালাকারের ঘর ও তাম্বূলীর ঘর যথাক্রমে তন্তুবায়নগর ও শঙ্খ-বণিক্নগরের মধ্যে অবস্থিত। সর্বজ্ঞের ঘর—শঙ্খবণিক্নগর ও শ্রীধরের গৃহের মধ্যবর্তিস্থানে অবস্থিত; সুতরাং এই স্থানগুলি ক্রমান্বয়ে—১। কাজির বাড়ী, ২। শঙ্খবণিক্নগর, ৩। গেয়ালার পুরী, ৪। গন্ধবণিকের ঘর, ৫। মালাকারের ঘর, ৬। তাম্বূলীর ঘর ৭। তন্তুবায়নগর, ৮। সর্বজ্ঞের ঘর, ৯। শ্রীধরের ঘর, ১০। গাদিগাছা—এইরূপে অবস্থিত দেখা যায়। এই স্থানগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটে না হইলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পুঁথি হস্তে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত স্থানে ভ্রমণ সম্ভব হইত না। শ্রীধরের বাড়ী যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর

খুব নিকটেই ছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত নিম্নলিখিত বর্ণন হইতেও বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দিনে প্রভুর আদেশমত ভক্তগণ শ্রীধর ঠাকুরকে ডাকিতে যাওয়ার বিবরণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য ৯ম অধ্যায়ে এইরূপে বর্ণিত আছে,—

শ্রীধরের গৃহ মহাপ্রভুর গৃহের অনতিদূরে

আজ্ঞা হৈল,—শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক্ মোর প্রকাশবিধান ॥ ১৩৫ ॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক্ মোরে, ঝাট আন গিয়া ॥ ১৩৬ ॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে, তারে আনিহ ধরিয়া ॥ ১৩৭ ॥
'হরি' বলি' ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর ॥ ১৫০ ॥
অর্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া ॥ ১৫১ ॥
ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥ ১৫২ ॥

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যেস্থানে (অর্থাৎ শ্রীবাস-অঙ্গনে) অবস্থিত হইয়া মহাপ্রকাশ-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে শ্রীধরের বাড়ীর দূরত্বের অর্ধেক পরিমাণ রাস্তা গিয়া ভক্তগণ শ্রীধরের উচ্চারিত হরিনাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীধরের বাড়ী যে গাদিগাছা

ও কাজির বাড়ীর মধ্যবর্তিস্থানে অবস্থিত, তাহা পূর্বেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং এই সমস্ত হইতেও জানা যায় যে, বল্লালদীঘির নিকটবর্তী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ যোগপীঠই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান। রামচন্দ্রপুরের চড়া এই সমস্ত স্থান হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। রামচন্দ্রপুর হইতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পাঁচ মাইল হাঁটিয়া আসিয়া এই স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া পুনরায় পাঁচ মাইল হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু এই স্থানগুলি শ্রীমায়াপুরের সংলগ্নস্থান, অতএব শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেট্‌লমেণ্ট সার্ভের ম্যাপ হইতে উদ্ধৃত মানচিত্রটী দেখিলেই গাদিগাছা, মায়াপুর ও বামনপুকুরের সংস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই গাদিগাছা স্থানটী উক্ত নক্সাতে গাদিগাছার বালিচর বলিয়া উল্লেখ করিয়া ইহার দক্ষিণে গাদিগাছা-গ্রাম দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, পূর্বের গাদিগাছা-গ্রাম অতি অল্পদিন পূর্বে নদীর ভাঙ্গনে বালিচরে পরিণত হওয়ায় দক্ষিণদিকে সরিয়া গিয়াছে এবং ইহার এক অংশ এক্ষণে 'মহেশগঞ্জ'-নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের কীর্তনের পথের বিবরণ এবং মধ্যাহ্নভ্রমণের বিবরণ ম্যাপের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

গাদিগাছা ও বামনপুকুরের মধ্যবর্তীস্থানই শ্রীমায়াপুর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণ

পুরাতন নবদ্বীপের স্থান হাইকোর্টের মোকদ্দমায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। তাহার অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে হাইকোর্টের রায়

Judgment and Decree of the High Court, 12th August 1896.—** According to major Renell's map of 1780 There were three places in the river Ganges below Belpukur, where two streams met, one above the island of Nuddea, one below that island and the third below the island of Mahisura: ** It would probably be the first confluence below Belpukur, which would be meant by the words '*Dogangnir Mura*' in the huddabandis of 1199. In this Proceedings Mr, Dampier on the authority of a decision of Mr. Moore, District Judge of Nadia dated 28th December, 1830 declared that the southern boundary of Jalkar Kashimpur was a point where two streams passing by both sides of old Nabadwip met.

১৮৯৬ সালে ১২ই আগষ্ট তারিখের হাইকোর্টের রায় ও ডিক্রী হইতে প্রকাশ,—

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মেজর রেণেলের ম্যাপ হইতে জানা যায় যে, বেলপুকুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গার তিনস্থানে দুইটী স্রোত অর্থাৎ গঙ্গার স্রোত এবং জলঙ্গীর স্রোত মিশিয়াছে; একটী স্থান নবদ্বীপের উত্তরে (অর্থাৎ জলকর দমদমার নিকটে), একটী উক্ত নবদ্বীপের দক্ষিণে অর্থাৎ জলকর কাশিমপুরের বা হুলোর ঘাটের নিকটে) এবং তৃতীয়টী মহীশুঁড়ার দক্ষিণে।" ১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে 'দোগাঙ্গনীর মুড়া' বলিয়া যে সঙ্গমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বেলপুকুরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রথম সঙ্গমস্থলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমাতে মিঃ ড্যাম্পীয়ার সাহেব নদীয়ার জজ মুর সাহেবের ১৮৩০ সালের একটী রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, জলকর কাশিমপুরের দক্ষিণ-প্রান্তে প্রাচীন-নবদ্বীপের উভয়পার্শ্বস্থ স্রোত দুইটী একত্রে মিশিয়াছে। এই পুস্তিকাতে মুদ্রিত ম্যাপ বা অন্য কোন সেট্‌ল্‌মেণ্ট সার্ভে ম্যাপ দেখিলেই এই তিনটীসঙ্গমস্থল পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং জানিতে পারা যাইবে যে, নক্সার জলকর-দমদমা-নামক স্থানটী প্রথম সঙ্গমস্থল ও তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। বর্ত্তমান শহর-নবদ্বীপের পূর্বদিকে 'হুলোর ঘাট' নামক স্থানটী দ্বিতীয় সঙ্গমস্থল এবং ইহা প্রাচীন-নবদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং আদালতের বিচারের এই রায় হইতে আমাদের আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বল্লালদীঘি ইত্যাদি স্থানসমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ। বর্ত্তমান

পূর্বদিকে হুলোর ঘাটের সঙ্গমস্থলটী যে জলকর কাশিমপুরের দক্ষিণ সীমা, তাহা আরও অনেক জমিদারী সেরেস্তার কাগজে ও আদালতসংক্রান্ত কাগজে প্রকাশিত আছে। ১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে যে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ ছিল, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং কৃষ্ণনগরের বহু উকিল, জমিদার এবং শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার প্রথম অধিবেশনের বিবরণী হইতে এবং 'প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি-মীমাংসা-নামক গ্রন্থ হইতেও এই বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু গ্রন্থের বিবরণেও এই শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দদাসের কড়চা

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' (এই পুস্তকের ভৌগোলিক বিবরণের প্রমাণিকতা সকলেই বা অনেকেই স্বীকার করেন) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট।

* * *

শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥"

(১ম—২য় পৃষ্ঠা)

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥"

(৪র্থ পৃষ্ঠা)

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবদ্বীপ ও বহুস্থানের 'কায়স্থ কৌস্তুভ' যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরসমন্বিত পত্রিকাযুক্ত "কায়স্থ কৌস্তুভ"-নামক গ্রন্থের সুদৃঢ় ও অবিসংবাদিত প্রামাণিক বিবরণে সেনরাজবংশীয়গণের রাজধানীতেই মায়াপুরগ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই শচীসুত গৌর-চন্দ্রের আবির্ভাবের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে ; যথা—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজ-ধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী মায়ায়াং এই নগর সবতীর্থময় সববিদ্যালয় হইয়াছিল, এই জন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র" (—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা)।

"লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন" (১২৪) পৃষ্ঠা।

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত-স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্মাণ করিলেন, ইহার একনাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন"—

(কায়স্থকৌস্তুভ ১২৩ পৃষ্ঠা)।

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচী গর্ভে নবদ্বীপে স্বধুনী পরিবারিতে॥"
—অনন্ত সংহিতা ৫৭ অঃ (কায়স্থকৌস্তুভ ১২৪ ও ১৩০ পৃঃ)

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Nadia (Navadwip), ancient capital of Nadia District and the residence of Laxhan ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxhan Sen. **Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya.**"

(—*Hunter's Imperial Gazetteer*, 1880.)

অর্থাৎ নদীয়া (নবদ্বীপ)—নদীয়া-জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণ-সেনের বাসস্থলী। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরী লক্ষ্মণ-সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাণ্টার সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ অ্যাকাউণ্ট্ ১৪২ পৃষ্ঠায় এই নবদ্বীপ নগরের অবস্থান যে ভাগীরথীর পূর্বতটে এবং জলঙ্গীর পশ্চিমে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিয়াছেন।

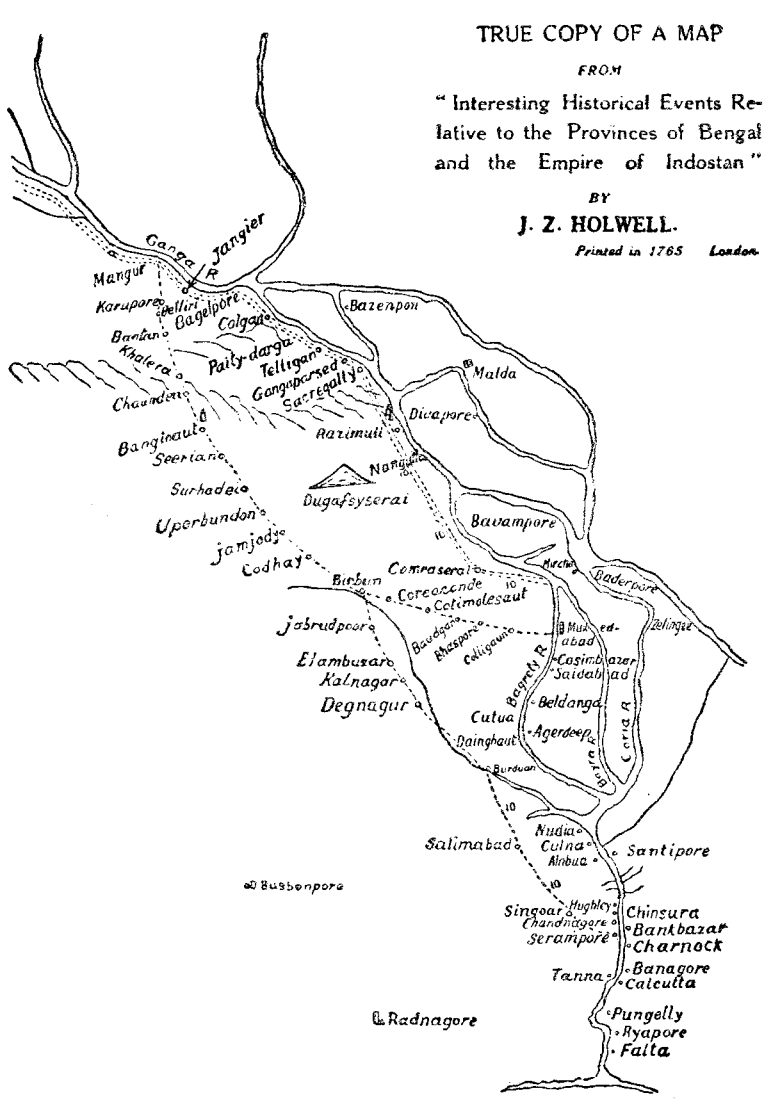

বয়রার সংস্থিতি-নির্দেশক হলওয়েলের মানচিত্র

বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ।

(৪৪ ও ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Statistical Account of Bengal, Vol. I নামক পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Siraj-uddin who is said to have been the teacher of Husain Sha, king of Bengal (1494—1522).

হাণ্টারের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাকাউণ্ট

বয়রার নিকটে 'মায়াপুর'-নামক একটী ছোট নগর (বর্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশ) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শ্রুত হইয়াছি। মৌলানা সিরাজুদ্দিন বঙ্গের বাদসাহ (১৪৯৪—১৫২২) হুসেন সাহের শিক্ষক বলিয়া কথিত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Holwell's Hindusthan' নামক মানচিত্রের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে বয়রার অবস্থিতি এবং মায়াপুরের সংস্থান বুঝা যাইবে।

হল্‌ওয়েলের হিন্দুস্থান

এতৎসম্বন্ধে 'নদীয়াকাহিনী'-গ্রন্থলেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই কাজির সমাধি আজ পর্যন্ত (বর্তমান) মায়াপুর-গ্রামের অদূরে উত্তর-পূর্বকোণে বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী সুবৃহৎ গোলোকচাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর জন্মিয়া সুশীতল ছায়াদানে কবরটীকে শীতল রাখিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা

'নদীয়া-কাহিনী'

গিয়াছে এই কাজির নাম ছিল—"মৌলানা সিরাজুদ্দিন"। কথিত আছে, ইনি নদীয়ার কাজি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন (নদীয়াকাহিনী ২০৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

নবদ্বীপসহরনিবাসী মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ১২৯১ সালের ২৯শে আশ্বিন তারিখে 'নবদ্বীপ-মহিমা'-নামক একটী পুস্তক "নবদ্বীপ-মহিমা" রচনা শেষ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকসঙ্কলনে নবদ্বীপ-নিবাসী অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মাহাশয় উপদেশদ্বারা সবিশেষ সাহয্য করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, যদুনাথ সার্বভৌম এবং পূর্বস্থলীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অনেক উপদেশ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল্ ও শিবনারায়ণ শিরোমণি এই পুস্তকের অধিকাংশ দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

১২৯১ সালে যে পুস্তক-লেখা সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই পুস্তকের উপকরণ নিশ্চয়ই আরও পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ পুস্তকেও বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে,—"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, বল্লালদীঘির নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল; (নবদ্বীপমহিমা ১৯ পৃষ্ঠা)। গঙ্গার

পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর। ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তবর্ত্তী। **এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।"** (নবদ্বীপ-মহিমা ৬ পৃষ্ঠা)।

নবদ্বীপসহর-নিবাসী স্বধামগত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য-সম্পাদিত এবং কলিকাতা আহেরিটোলা ষ্ট্রীট্ হইতে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বৈষ্ণবাচারদর্পণের প্রথম ভাগের ৬৬ পৃষ্ঠায় **গঙ্গার পূর্ব-তটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।**

বৈষ্ণবাচারদর্পণের ১ম সংস্করণ

পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'গৌরসুন্দর'-নামক গ্রন্থের ৫ম ও ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী

"অধুনা যেস্থানে নবদ্বীপ নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপ নগর তাহার প্রায় এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব-কোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল, প্রাচীন নবদ্বীপ নগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও তাহার কিয়ংদশ অত্যুচ্চ ভূমিরূপে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তদীয় বল্লালদীঘি-নাম্নী দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেস্থানে তিনি কাজির দর্প চূর্ণ করেন, সেই সকল স্থান এখনও পূর্বাবস্থাতেই বর্তমান রহিয়াছে।"

শান্তিপুর নিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব

লিখিয়াছেন,—"যে স্থলে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠপল্লী—খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন 'কুলিয়া'-নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষচিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রসাদ ছিল এবং সেই রাজপ্রসাদ হইতেই বল্লালসেনের বীর বখ্‌তিয়ার খিলজীর আক্রমণে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। **মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে কাজির সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে, তাঁহারও কবর আজপর্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর-পূর্ব-দিকে মোল্লা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটী বৃহৎ কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে। শুনিতে পাই, অনেক হিন্দু কবরে ফুল-সিন্নি দিয়া সেলাম করে। ইহার নাম 'চাঁদকাজি'। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অনুসন্ধান-সমিতির উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ যদি এই স্থানে গিয়া ভূমি-খনন-আদি করেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

মোজাম্মেলহকসাহেবের উক্তি

বিশ্বকোষ-অভিধান-সম্পাদক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে 'নবদ্বীপ'-শব্দের মধ্যে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বকোষ

নবদ্বীপ-নিবাসী পরলোকগত পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে বহুবার আগমন করিয়া সেই স্থানের পুণ্যতম ধূলি সর্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে করিতে বলিতেন,—"এই স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন নিমাই পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—এই স্থানে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ধূলি রহিয়াছে, সেই পবিত্রধূলি আমি গায় মাখিয়া পবিত্র হইতেছি।"

মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

১২৯৯ সালের ৩রা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ভি, স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সর্বসাধারণের বিরাট্ সভায় সকলে বল্লাল-দীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই এক-বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির করেন। বহু প্রাচীন প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি অকাট্য-প্রমাণ-দর্শনে সকলেই এই মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং "শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা" নাম্নী একটী সভা গঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং কৃষ্ণনগর ও নদীয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার বিবরণ শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২০১-২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের সাধারণ-সভার সিদ্ধান্ত

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র আশ্রয়, শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ-

দাতা স্বধামপ্রাপ্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপরে তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবজনাশ্রয় বদান্যবর বারাণসীলব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম মাণিক্য ধর্মরাজ বাহাদুর তৎপরে তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপরে তৎপুত্র বর্তমান মহারাজ কিরীটবিক্রম কিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর এই শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেবল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু; আর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান স্তম্ভ, আদর্শ নিরপেক্ষ, বিচক্ষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু প্রকাশ্য সভায় এই শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিত্যানন্দবংশাবতংস, আদর্শচরিত্র, বহু-গ্রন্থ-লেখক পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় তাঁহার রচিত 'শ্রীগৌরসুন্দর' নামক একটী বৃহৎ গ্রন্থে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরধামকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যার

সভাপতি ত্রিপুরেশ্বর ও অন্যান্য বিদ্বমণ্ডলীর অভিমত

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল্; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ,পি এইচ্-ডি, বৃন্দাবনের শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারণ্য এম্-এ,বি-এল্, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম-প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্; শান্তিপুর নিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

প্রাচীন কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরের প্রাচীন অধিবাসী বহুলোক-মান্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করেন। এই সত্যোক্তির অপলাপকারী কেহ কেহ অন্যরূপ প্রকাশ করিলে সেই কথা মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গোচরীভূত করা হয়। তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কোন সভ্যের নিকট স্বহস্তলিখিত যে একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

মঃ মঃ অজিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীহরি: ১৮ ভাদ্র নবদ্বীপ

আমি শ্রীপাদ বেদান্ত
বাবুর মতের বিরুদ্ধ কোন মতপ্রকাশ
করি নাই। ধূপদাহন আমি শ্রীল
দাসনাথের এক জন ছাত্র বলিয়া
বলিয়া নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনীলাম্বর
নীলাম্বরের মহলে প্রকাশ করিতে
মন্ত্রিপক্ষ সর্ব্বপ্রথমত আমাকে জিজ্ঞাসা
না করিয়া এবং পরামর্শ না করিয়াছে
তাহা আমার দোষ নহে। তাহাতে আমি
আমার প্রতিবাদ করিয়া তাহার সংশোধন
ভুল ধরিয়া দিলে তাহা তাহারা বুঝিয়া
দিয়াছি। অর্থাৎ বেদান্ত বাবুর মুখের এবং
তাহার পুত্রের কথা দেখি দাদি আমার
মত। এ সকল কথা ভাগবতের
যথা শ্রীনাথ মুখের নিকট শুনিয়া দিলাম

শ্রীপাদ তিনাথ মিশ্র
নবদ্বীপ

"রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে"

গৌড়ীয়মঠ-সম্পাদকের নিকটে ডাঃ দীনেশ সেনের পত্র

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ (১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীহরিঃ শরণম্

বেহালা, ২৪-১২-৩৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

*** গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর (প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী) মহাশয়ের অবগতির জন্য দুই একটী কথা জানাইতে চাই। এ দেশে তিনি (প্রভুপাদ) যাহা করিয়াছেন তাহা অপূর্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। **আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানই ঠিক,—রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে ;** সেখানে পূর্বকালে খুব ধুমধামের সহিত রামযাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির, সে মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ঠাকুর দেবতার ছোট ছোট বিগ্রহ হয় ত' ছিল, কিন্তু মন্দিরটী শ্রীরামচন্দ্রের। গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গলা দেশে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া এদেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত প্রাসাদাবলী অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত। আশা করি, **মহাপ্রভুর পতাকার নিম্নে বিশ্বের জনতা একত্র হইয়া প্রেমধর্মের শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইবে।** আজ জগৎ জুড়িয়া যে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে জড়সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। জড়-সভ্যতার সমাধিক্ষেত্রে প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিবে, তথা হইতে শ্যামের বাঁশী বিশ্ব-মোহন-স্বরে মানুষকে ভগবানের পাদপদ্মে আপনাকে ডালি দিতে আহ্বান করিবে। গৌড়ীয়-মঠ সেই অনাগত কুঞ্জের অগ্রদূত। ***

গুণমুগ্ধ—

(স্বাঃ) **শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।**

'শ্রীমায়াপুর'-নামসম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়

বৈষ্ণব-সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সাহচর্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়া কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলে এক বিরাট্ সভা আহ্বানপূর্বক তাঁহার গবেষণা-সম্বন্ধে একটী ভাষণ প্রদান করেন। সভায় সহর নবদ্বীপের এবং বিভিন্ন স্থানের বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণপূর্বক সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, গঙ্গার পূর্বপারে বল্লালদীঘি ও বামনপুকুরের সন্নিহিত শ্রীমায়াপুরই শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্থান। সেই সময়ে এই ধামের উন্নতিকল্পে 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা' স্থাপিত হয়; এই সভার সভাপতি বংশানুক্রমে ত্রিপুরার মহারাজগণ। সভার উদ্যোগে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশিত হন। তৎকালে এতদুপলক্ষে তথায় বিরাট্ উৎসব হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

পরবর্তিকালে শ্রীমায়াপুরের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত এই ধামস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌর-হরির অমল প্রেমধর্মের স্বরূপ প্রচার করিতে যাইয়া যখন কর্তাভজা, সহজিয়া, নেড়ানেড়ি প্রভৃতির কার্য গর্হণ করেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করেন যে, শ্রীবিগ্রহদর্শনে বাধ্যতামূলক ভেট, অর্থের বিনিময়ে ভাগবতপাঠ ও বাবাজী বেশ গ্রহণের পরে স্ত্রীসঙ্গ সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং নরকের পথ মাত্র, তখন ঐ ঐ অবৈধ কার্যে নিযুক্ত জনগণ শ্রীচৈতন্যমঠের ও শ্রীমায়া-পুরের ঘোর বিরোধী হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল 'শ্রীমায়াপুর ডাকঘর' স্থাপন করিলে তাহারা বাধা দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহাতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুর এতদ্বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত নদীয়া-জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটপত্র লেখেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট শ্রীমায়াপুরের পক্ষপাতী ও তদ্-বিরোধী উভয় পক্ষকেই কৃষ্ণনগরে স্বীয় আদালতে আহ্বান করেন। শ্রীমায়াপুরের পক্ষ হইতে বহু গ্রন্থ, বহু বহু প্রাচীন দলিল-পত্র, গভর্ণমেণ্টরেকর্ড মানচিত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। অপর পক্ষের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কিছুই ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রমাণ-সমূহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিরোধী পক্ষের অমূলক কথাগুলি অগ্রাহ্য করেন এবং শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুরে 'শ্রীমায়াপুর' (Sree Mayapur) নামে ডাকঘর-স্থাপনার্থ পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকটে স্বীয় রায় প্রেরণ করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণেরই অভাব নাই। (১) প্রাচীন ইতিহাস, (২) প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য, (৩) শাস্ত্র, (৪) প্রত্যাদেশ, (৫) মহাজন-বাক্য, (৬) স্থানীয় প্রাচীন-গণের শ্রুত সুপ্রাচীন প্রবাদ, (৭) নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি—সকলেই একবাক্যে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাচীনগণের উক্তি

সাধারণ সমাজে মহাপুরুষগণের প্রত্যাদেশের কথা প্রকাশ করিলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত ফল হয়। কেহ কেহ ঐ গুলিকে ভিত্তিহীন অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ বা তদনুকরণে অমূলক কল্পনাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রচার করেন, কেহ বা ঐরূপ অনুকরণকারিগণের অমূলক চিন্তা ও প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাজন-গণের হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে 'সমান' জ্ঞান করিয়া সত্যে 'অসত্য'-ভ্রম ও অসত্যে 'সত্য'-ভ্রম করেন। যাঁহারা এই বিষয়ের প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

ভগবৎপ্রত্যাদেশ ও কল্পনা এক নহে

ঠাকুরের স্ব-লিখিত জীবনীর ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে এই সকল কথা দেখিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কিরূপ নিষ্কপটতা, সরলতা, ভগবদ্ধাম-সেবৈকস্পৃহার পরিচয় রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া একান্তভাবে হরিভজন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা "গৌড়মণ্ডলের বহুবিধ কার্য অবশিষ্ট রহিয়াছে"—এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশেই গৌরজন্মভূমি নির্ণয় করিয়াছিলেন।

'নানা মুনির নানা মত' এই তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবশতঃ মহাজন-বাক্যই স্বীকার্য—ইহাই বেদ-ভারত-ভাগবতাদি সনাতন ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ বলিয়াছেন। বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধ-মহাজন' বলিয়া স্বীকৃত—এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে 'পরমারাধ্য গুরুদেব' বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাজন স্বয়ং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনের নিদর্শন ও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য

সিদ্ধ মহাজনগণ শ্রীল জগন্নাথদাস, শ্রীগৌর-কিশোরদাস, শ্রীচৈতন্য-দাস প্রভৃতি

দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন—সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘির নিকটবর্তী স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, এক্ষণে যেস্থান 'নবদ্বীপ' বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ নহে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভগ্ন-প্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও 'বল্লালদীঘি'-নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর। ঐ স্থানের নিকটবর্তী স্থান মুসলমানগণকর্তৃক 'ভক্তগণের খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত আছে। ঐ স্থানের অব্যবহিত উত্তরপশ্চিমে শ্রীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে 'নবদ্বীপের মাঠ' বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ ভূমির পরিচয় দিয়াছেন।"

শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে আগমনপূর্বক স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ-১১শ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

অচ্যুত বাবুর পত্র

"অবশেষে কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি-গ্রামে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞ লোকে কেহ কেহ মায়াপুরের নাম 'মেয়াপুর'ও বলিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের কথায় আসে যায় না। সরকারী কাগজে এবং কাজি-বংশের হাতে অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজি-বংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি। পূর্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে, এই উঁচু স্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্বে তথায় যে তুলসীকানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল।

এইরূপে তাহাদের বহু ব্যয়ের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসী-গাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিনকতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসীবৃক্ষ!! আবার উৎপাটন,—পুনরায় তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল; ভাবিল যে, স্থানটী পতিতাবস্থায় কদাপি

ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারংবার অকৃতকার্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে,—এ স্থানে তাহারা 'লোকস্মান'অর্থাৎ গোরস্থান করিবে, কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না। গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়, তাহাতে গর্তটী ভরিয়া উঠে। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল !! তারপর ঐ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়াছে। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল,—"ওখানে কিছু করা ভাল নহে; বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন,ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান, ওখানে কিছু করিবে না।" মুসলমানগণ আরও বলিল যে, ঐ স্থানে কখনও কখনও তাহারা কীর্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগের একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, এই গুঁড়িও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে, কাটাগাছটীর গুঁড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে, দেখিলাম। তাহারা বলিল,—এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপই নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই সেই নিমের নীচে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি।

(স্বাঃ) শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস।

শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় পণ্ডিত পরলোকগত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু আমাকে বলিয়াছেন, গত চৈত্র মাসে উকিলপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন। আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি যে স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন—সেই স্থানে এক অপূর্ব 'মধুর আলো' উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এপারস্থ তটাবধি আলোকিত হইল। ('মধুর আলো'—একথাটী তাঁহার মুখের)। তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ক্ষণবিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীলোকনাথ প্রভু মহা-ভজনানন্দী। তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা এখন নিশ্চয় বুঝিলাম, শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চারিত হইয়াছে—যে শক্তি-বলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করিলেন। আমাদের মঙ্গল, বোধ করি অদ্য বা কল্য বাটী যাইব। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

রাধিকানাথ গোস্বামী

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগতদাস

(স্বাঃ) শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মণঃ।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক দেশমান্য মতিলাল ঘোষ মহাশয়ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট নিম্নলিখিত পত্রটী লিখিয়াছিলেন,—

"সপ্রণাম-নিবেদনমিদম্—

মতিলাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী যে 'মধুর আলো' দর্শন করেন, ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি প্রকৃত স্থানটী নির্দেশ করিয়াছেন। * * *"

শিশিরকুমার ঘোষ

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখে দেওঘর হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অন্যতম স্তম্ভ স্বনামধন্য দেশমান্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা থিয়সফিক্যাল সোসাইটীহলে যে বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত বিরাট্ সাধারণ সভা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ এম্-এ, পিএইচ্-ডি মহাশয় বক্তৃস্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লুপ্ত জন্মস্থানের উদ্ধার-বিষয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্ধারণ করেন। নবদ্বীপসহরবাসী অনেকেই এই কার্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কারণ, যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্তমান নবদ্বীপে জীবিকার্জন করে,তাহাদের জীবিকানির্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এই সকল কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। এখন পর্যন্তও কোন কোন অসদ্ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু ফলতঃ মহদ্ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপন আপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র ; তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।"

মঃ মঃ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু গ্রন্থকার, সাহিত্যিক এবং প্রামাণিকগণের লিখিত ও কথিত রাশি রাশি প্রমাণ বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইল না। বহু বহু সুপ্রাচীন দলিলপত্র ও মানচিত্রাদি হইতেও অকাট্য প্রমাণের সহিত এই স্থানই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা প্রদর্শিত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীধাম-মায়াপুরের দ্রষ্টব্যস্থানসমূহ

(ক) **যোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী**—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন। মিশ্র পুরন্দর এই স্থানে নিত্য বিষ্ণু-পূজা ও অতিথিসেবা করিতেন। এই স্থানেই বালক নিমাই তৈর্থিক-বিপ্র-অতিথিকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অচ্ছেদ্য তুলসী-বন বিরাজিত। এই স্থানে **নিম্ববৃক্ষবর** অদ্যাপি বালক নিমাইয়ের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। যোগপীঠের অভ্রভেদী সুরম্য শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীগৌর-নারায়ণ, বামভাগে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী ভূশক্তি-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীশক্তি-শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াসহ সেবিত হইতেছেন। নীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মালিঙ্গিত-চিন্তামণিভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের অপর এক কক্ষে শ্রীগৌরমূর্তি ও মাধুর্যমূর্তি শ্রীরাধামাধব-যুগলবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। তৃতীয়কক্ষে পঞ্চতত্ত্বের সেবা হইতেছে; তথায় 'অধোক্ষজ'-বিষ্ণুবিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। নিম্ববৃক্ষরাজের মূলদেশেই শ্রীশচী-মাতার সূতিকাগৃহ। এই স্থানে শিশু নিমাই শচীমাতার কোলে শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট।

(খ) ক্ষেত্রপাল শিব ও গোপেশ্বর শিব—শ্রীযোগপীঠে শ্রীধাম-রক্ষকরূপে শ্রীক্ষেত্রপাল শিব এবং শ্রীধামসেবাপ্রদাতা শ্রীগোপেশ্বর শিব নিত্য পূজিত হইতেছেন। শুদ্ধভক্তগণ এই-স্থানে শ্রীরূপানুগপদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল শিবকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিরুপাধিকা নিত্যসেবা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপাল শিবের প্রণাম-স্তোত্র এই,—

"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

ভাগীরথী সর্বদা চঞ্চলা হইয়া বহু জনাকীর্ণ পল্লীগুলিকে গর্ভসাৎ করিয়াছেন। কৃষ্ণের গৃহ ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরী যেরূপ জলমগ্ন*হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাযোগ-

মহাযোগপীঠ গঙ্গাগর্ভগত পীঠ গৌরজন্মস্থান ব্যতীত মায়াপুরের অনেক

হইতে পারে না স্থান নদীগর্ভগত হইয়াছিল। ইহা কেবল কল্পনা বা অনুমান নহে,—প্রত্যক্ষ সত্য। সেনরাজের ভগ্নপ্রাসাদ-স্তূপ কোন দিনই গঙ্গাগর্ভগত হয় নাই, প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কাজির সমাধি ভাগীরথী-খাদের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর

* দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩১।২৩)

প্রবল বিক্রমে আক্রান্ত হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠাংশ কোনদিন কোন নদীর কবলে কবলিত হয় নাই। প্রাচীন গ্রামগুলি একস্থান হইতে অন্য-স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া নানা-স্থানে সুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, স্থানের সীমাসমূহ পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু উপর্যুক্ত নিদর্শনসমূহ আজও আমাদিগকে ত্যের অপলাপ ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিতেছে।

মায়াপুর-গ্রামের ভূমি—প্রাচীন, চরভূমি নহে। প্রাচীন জমির বিশেষত্ব এই যে, উহা 'এটেঁল,' 'বালুয়া' নহে ; কুইন্‌কুইনিয়্যাল কাগজে এই স্থানকে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(গ) শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির—এই মন্দিরে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ বিরাজিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই মন্দিরের চূড়া গঙ্গার পশ্চিম পার হইতেও লোকলোচনে পতিত হইয়া থাকে।

(ঘ) শ্রীগৌরকুণ্ড—মাথুরমণ্ডলে যেরূপ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মহিমা, অভিন্নব্রজভূমি শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলেও সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরহরির কুণ্ডের মহিমা ভক্তগণবেদ্য। গৌরভক্তগণ এই কুণ্ডেই নিত্যস্নাত থাকিয়া গৌরবনে ব্রজসেবার মাধুরী আস্বাদন করেন। গৌরকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত এবং গৌর, গৌরজন ও গৌরধামে সুনির্মলা ভক্তির উদয় হয়। গৌরকুণ্ডের তীরে বাস ব্রহ্মাদি-দেবতাগণও কামনা করেন। তাই বহু ভজনপিপাসু ব্যক্তি এই

গৌরকুণ্ডের তীরে কুটীর নির্মাণ করিতেছেন। কোন কোন মহৎ-হৃদয় বদান্য পুরুষ ধামযাত্রিগণের সেবাকল্পে ধর্মশালা নির্মাণ করাইয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ, ইন্দ্রনারায়ণ-ধর্মশালা, চিন্তামণি-ধর্মশালা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) বৃদ্ধশিবঘাট বা শিবের ডোবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বৃদ্ধশিবালয় বা বৃদ্ধশিবঘাট 'শিবের ডোবা' নামে খ্যাত। তাহা মহাপ্রভুর আলয় শ্রীযোগপীঠ হইতে মাত্র পাঁচ ধনু অর্থাৎ ১০ গজ দূরে অবস্থিত ; যথা, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—

"তথা হইতে পঞ্চধনু বৃদ্ধশিবালয়।"

"মায়াপুর-সীমা-শেষে বৃদ্ধশিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয়।"

শিবের ডোবাই শ্রীধাম-মায়াপুরের দক্ষিণ দিকের শেষ-সীমা ; কারণ, এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীজীবসহ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার উত্তর দিকে শুভবিজয় করিয়াছেন।

(চ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট—যোগপীঠের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই ঘাটটী প্রভুর বাড়ীর অতি সন্নিকটে ; এই ঘাটে নিমাই বিবিধ জলক্রীড়া করিয়া গঙ্গাদেবীকে যমুনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। এই ঘাটটী বৃদ্ধশিব ঘাট হইতে ত্রিধনু অর্থাৎ ৬গজ উত্তরে অবস্থিত।

(ছ) মাধাইয়ের ঘাট—পতিতপাবন শ্রীনিতাই-গৌরের অপার কৃপায় জগাই-মাধাইর উদ্ধার হইলে মাধাই নিত্যানন্দের

অঙ্গে কলসীর কাণা নিক্ষেপ করার অপরাধ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি, নিত্যানন্দ-চরণে ক্রন্দন ও স্তব করিতে থাকেন। মাধাই জীবহিংসা-পাপবিমোচন-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে নিত্য গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। গঙ্গার সেবা—অপরাধ-ভঞ্জনের উপায়। নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশে মাধাই গঙ্গাস্নানাগত বৈষ্ণবগণের নিকট কাকুবাদে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। বৈষ্ণবগণ সকলেই মাধাইর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবাবৃত্তির প্রশংসা করিতেন। মাধাই এই গঙ্গার ঘাটে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করায় তাঁহার 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি হইল। তিনি স্বহস্তে কোদালি লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল,—

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনিই খাটে॥
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে চৈতন্যকৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায়॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য ১৫শ অধ্যায়

মাধাইর ঘাটটী মহাপ্রভুর ঘাটের ১৫ ধনু উত্তরে অবস্থিত।

(জ) বারকোণা-ঘাট—মাধাইর ঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই ঘাটের উপর ছাত্রগণ-সহ উপবিষ্ট সরস্বতীপতি

শ্রীগৌরসুন্দর এক অপর-বিদ্যা-গর্বিত দিগ্বিজয়ীর গর্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোরত্ন-রূপে নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন, তখন প্রাকৃত সরস্বতী-দেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত সর্বদেশ-রাজ্যের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যমাহাত্ম্যের কথা শ্রবণপূর্বক তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা-দম্ভভরে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু এই স্থানে একদিন সন্ধ্যাকালে সেই গর্বিত দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া পরে যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অবিলম্বে অনর্গল গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শত-মেঘ-গর্জন-ধ্বনির ন্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহরকাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে প্রভু তাঁহাকে সেই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবামাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্তে শব্দ, অলঙ্কার ও সিদ্ধান্তাদি-বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন

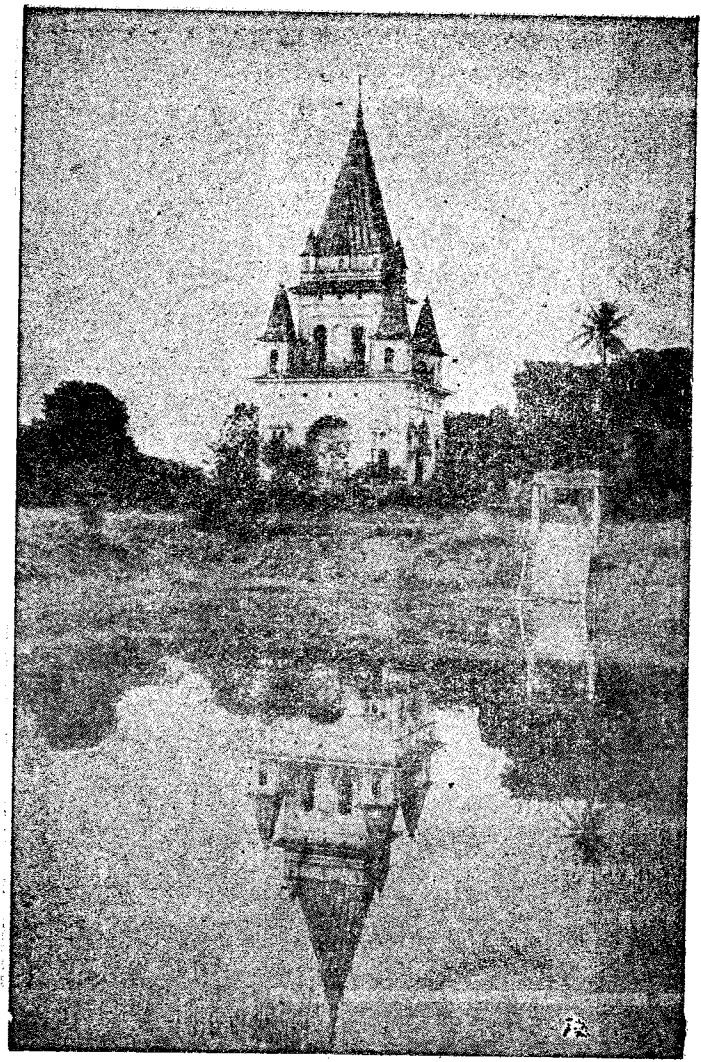

শ্রীযোগপীঠের (শ্রীগৌরজন্মস্থলীর) শ্রীমন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগীপীঠ-শ্রীমন্দিরে সেবিত
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।
(৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

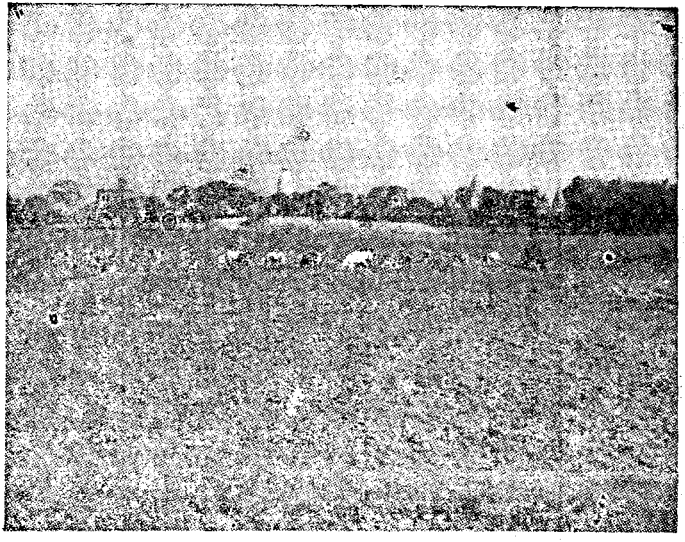

বল্লালদীঘি এবং ইহার উত্তরতটবর্তী
শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির-চতুষ্টয়

(৫ ও ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-সেবিত

'শ্রীশ্রীঅধোক্ষজ'-বিষ্ণুবিগ্রহ

(৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

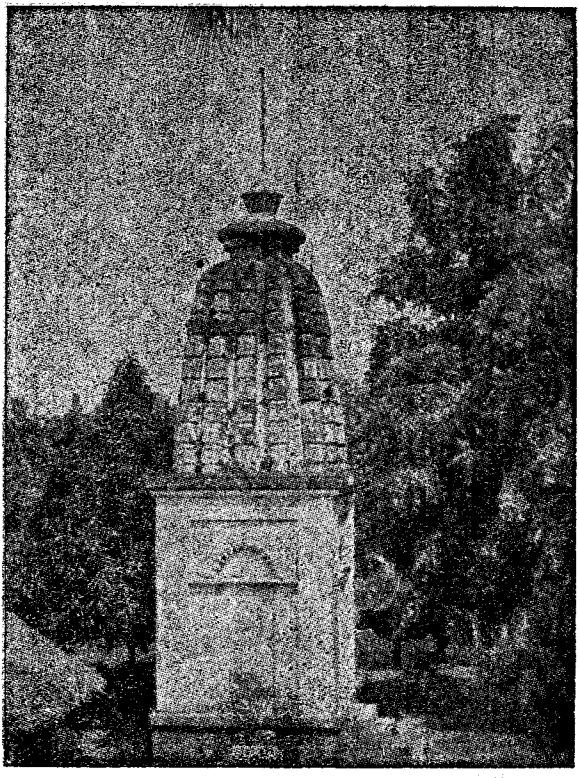

শ্রীযোগপীঠে সেবিত

ক্ষেত্রপাল শিব ও যোগেশ্বর শিবের শ্রীমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে সেবিত

শ্রী শ্রীনৃসিংহদেব ও বক্ষে লক্ষ্মীদেবী

(৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

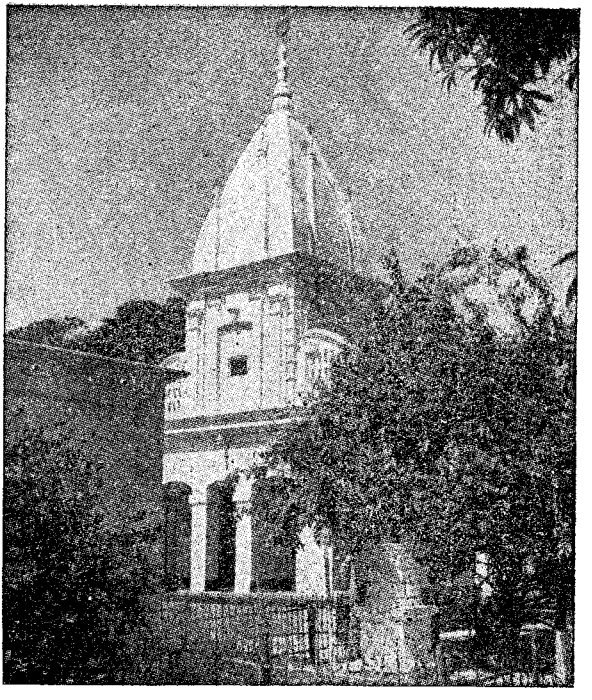

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর।

(৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে সেবিত

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর

করিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"ষড্ দর্শনের অসামান্য পণ্ডিতগণকেও আমি পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকবশতঃ সামান্য শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট আজ আমাকে পরাভূত হইতে হইল! ইহার কারণ কি? হয়ত' বা সরস্বতী দেবীর নিকটেই আমার কোন প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।" পণ্ডিত এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্য-পণ্ডিত নহেন, সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্, আমি সেই সর্বশক্তিমান্ নারায়ণের স্বরূপশক্তি পরবিদ্যারই ছায়াশক্তি মাত্র। আমি নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করি এবং অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করি।" দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি এত দিনে মন্ত্রজপের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইলে। যেহেতু তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন-

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তুমি শীঘ্রই প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর।" ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুতি করিয়া স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতী-দেবীর উপদেশ জানাইলেন। শুদ্ধসরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরবিদ্যার উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয় বা জড়প্রতিষ্ঠাদিমূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত-বিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিদ্যার্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরবিদ্যাই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্তু।" সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তাহা উদ্ঘাটন করিতে দিগ্বিয়ীকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

(ঝ) নাগরিয়া ঘাট—বারকোণা ঘাটের উত্তরে গঙ্গা-নগরের নিকটে। কাজি-দলন-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু বারকোণা ঘাটের পর নাগরিয়া ঘাটে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া গঙ্গানগর হইতে সিমুলিয়া গিয়াছিলেন।

"বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৩০০

নাগরিয়া ঘাটটী মাধাই'র ঘাট হইতে ৫ ধনু উত্তরে অবস্থিত।

(ঞ) গঙ্গানগর—এক্ষণে গঙ্গাগর্ভগত, কিন্তু ১৯১৭

খৃষ্টাব্দের সেট্‌ল্‌মেণ্ট ম্যাপেও প্রদর্শিত রহিয়াছে। ইহা জলকর দমদমার সংলগ্ন উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

(ট) **খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা ঃ শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন**—মহাপ্রভু নাম-প্রচার করিবার সময় নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দকে প্রথমে করতালাদির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি-বাদ্যের সহিত সঙ্কীর্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। নবদ্বীপের শাসনকর্তা ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন ওরফে চাঁদকাজির সময়ে হিন্দুগণ ভয়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গকরতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা চাঁদকাজী তাহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের এক সঙ্কীর্তন-মুখরিত আলয়ে প্রবেশ করিয়া ভক্তবৃন্দের মৃদঙ্গ (খোল)ভাঙ্গিয়া দিলেন,এবং ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হইবে—এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজি নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহাই সঙ্কীর্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন।

প্রাচীন জমিদারী সেরেস্তার বহু কাগজপত্রাদিতে অদ্যাপি ইহা 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা'-নামে খ্যাত। 'বৈরাগী ডাঙ্গা' এই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার সংলগ্ন।

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন—শ্রীযোগপীঠের শতধনু * উত্তরে অবস্থিত। এই শ্রীবাস-অঙ্গন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাসঙ্কীর্তনস্থল। শ্রীবৃন্দাবন-লীলার রাসস্থলী ও শ্রীনবদ্বীপ-লীলার শ্রীবাস-অঙ্গন একই বস্তু। এই স্থানে সুরম্য মন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্তনরত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, অন্তঃপ্রকোষ্ঠে মহাপ্রকাশলীল শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস—পঞ্চতত্ত্ব এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-গোবিন্দ পূজিত হইতেছেন। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়কালীন প্রধান সহায় ছিলেন। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয়ান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনপূর্বক মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনেই বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও রাজরাজেশ্বর-ঐশ্বর্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-ভবনেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করেন। লোকশিক্ষার্থ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধাভিনয় ক্ষমাপণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীশচীদেবীকে প্রেমদান, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-কর্তৃক শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্‌ভুজমূর্তি প্রদর্শন, সপ্তপ্রহরব্যাপী ভাবাবেশ, সম্বৎসরকাল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্তরাত্রিব্যাপী সঙ্কীর্তনানন্দ-আস্বাদন, প্রভুর নৃসিংহভাবাবেশ প্রভৃতি লীলা প্রভুর নিত্য পার্ষদ শুদ্ধভক্তাগ্রণী পণ্ডিত শ্রীবাসের ভবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক-

* এক ধনুতে দুই গজ; সুতরাং শত ধনুতে দুই শত গজ।

দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি হইল। শ্রীবাস মহাপ্রভুর কীর্তনানন্দের বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া পরিবারস্থ সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু অধিক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্যকীর্তন করিলেন। কীর্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, শ্রীবাসের গৃহে কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তির বিষয় মহাপ্রভুর নিকট এতক্ষণ ব্যক্ত না করায় প্রভু শ্রীবাসকে অনুযোগ দিলেন। পরে মৃত শিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন.—"ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন?" বালক চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিল—"ইহার গৃহে যে কয়দিন আমার নির্বন্ধ ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস—অস্বতন্ত্র জীব। আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার নাই।" মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন, —"তোমার যে পুত্র ছিল, সে ত' ছাড়িয়া গেল। নিত্যানন্দ ও আমি তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।" শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে মহাপ্রভু স্বীয় উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া কৃপা করেন। এক দর্জি শ্রীবাসের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া দিত। শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহের ভগবন্মন্দিরের দক্ষিণভাগে দর্জির বাসগৃহ ছিল। মহাপ্রভু সেই দর্জির প্রতি

কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। দর্জি প্রেমোন্মত্ত হইয়া অলৌকিক নৃত্য* করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের মুখে ব্রজগোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। আর একদিন মহাপ্রভু ভগবদ্-ভাবাবেশে শ্রীবাসকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। পরম পণ্ডিত শ্রীবাস করজোড়ে অতীব ভক্তিসহকারে স্তুতি-বন্দনা করিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসের পরিবারবর্গ, দাসদাসী সকলকেই স্বীয় রূপ প্রদর্শন করাইলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর একবার শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার পথে শ্রীবাসপণ্ডিতের কুমারহট্টস্থ আলয়ে কয়েকদিন ছিলেন।

(ঠ) **শ্রীঅদ্বৈতভবন**—এই স্থান শ্রীবাস অঙ্গন হইতে ১০ ধনু উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে আচার্য শ্রীঅদ্বৈত-রায় জল-তুলসী-দ্বারা পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে জগতের দুঃখ জানাইয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীল বিশ্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা-রসে মগ্ন থাকিতেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া বহির্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা

---

* শিরিবাস-বাসস্মি করিজ্জন্ত-দেব গেহপ্ পদক্ষিণো দক্ষিণো-অঙ্গণ গএণ কেণবি ভাঅধেঅ সুঈবুত্তিনা মহামজ্জপেণ মলেচ্ছেণ মলেচ্ছেণ বসনং সীব্বন্তেন দীব্বন্তেন।

(—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ২য় অঙ্ক, ২২ সংখ্যা)

আলোচনা এবং কিরূপে জগতের শুভোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। এই স্থানটীকে "শ্রীমদদ্বৈতাচার্যের টোল-গৃহ"ও বলা হয়।

(ড) **শ্রীগদাধরাঙ্গন**—শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র। সুতরাং শ্রীগদাধরাঙ্গনকে শ্রীমাধব মিশ্রের আলয়ও বলা যাইতে পারে। এই স্থানটী শ্রীঅদ্বৈতভবন হইতে ৫ ধনু অর্থাৎ ১০ গজ পূর্বে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণন-অনুসারে এই স্থানটী আবিষ্কার করিয়া ভূতপূর্ব শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ তথায় একটী মন্দির নির্মাণপূর্বক শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঢ) **শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর নিকট আত্মীয়। ইনি নব-নিধির অন্যতম 'আচার্যরত্ন'-নামে বিখ্যাত। এই শন্দ্রশেখরের গৃহই 'ব্রজপত্তন'-নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয়-কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলা-কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয়-সংস্করণ) সুবিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'ব্রজ-পত্তন'-নামের অপভ্রংশ 'বরজ-পোতা' নাম এখনও বহু প্রাচীন দলিলাদিতে প্রকাশিত দেখা যায়।

(গ) শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যমঠ বর্তমান অচৈতন্য-যুগে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্য-কথা প্রচারের একমাত্র আকর প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সর্বত্র অচৈতন্যধর্ম বা জড়ধর্মের প্রকারান্তর বিচিত্র মনোধর্ম এবং দেহধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত রহিয়াছে। এই অচৈতন্য-বিশ্বে সর্বতোভাবে চৈতন্য-কথার মহাপ্লাবন আনয়ন করিবার জন্য পরম কারুণিক গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই সমগ্র জগতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই আকর মঠরাজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু বহু চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকাশ করিয়া বিশ্বময় চৈতন্য-কথা বিলাইতেছেন। এই শ্রীচৈতন্যমঠ—বাস্তব-বিজ্ঞান-বিদ্যামন্দির বা গৌরবাণী-বিনোদকুঞ্জ। বিশ্বের জীবকুলকে অচৈতন্য-জগতের লক্ষ-লেলিহান-জিহ্ব দাবাগ্নি হইতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল শান্তিছায়ায় আনয়নের জন্য শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-ভূমি শ্রীমায়াপুরে এই মঠরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্যের অনুক্ষণ কীর্তিত চেতনময়ী বাণী অচৈতন্য জাড্যগ্রস্ত জীবহৃদয়ে চেতনতার বিজলী সঞ্চার করিয়া চৈতন্যপ্রাণ-পুরুষের চিরপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন। "সমগ্র বিশ্বের চরম শ্রেয়ঃকামী ও বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলেই এই শ্রীচৈতন্যমঠের পাদপীঠে আসিয়া তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন।"—লোকোত্তর মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরহরির মহাপ্রকাশ লীলা

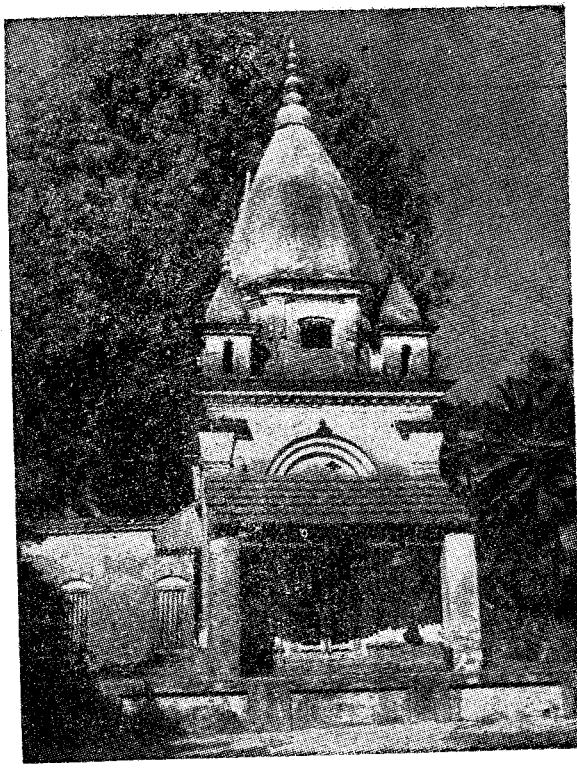

শ্রীঅদ্বৈতভবনের শ্রীমন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর।

(৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

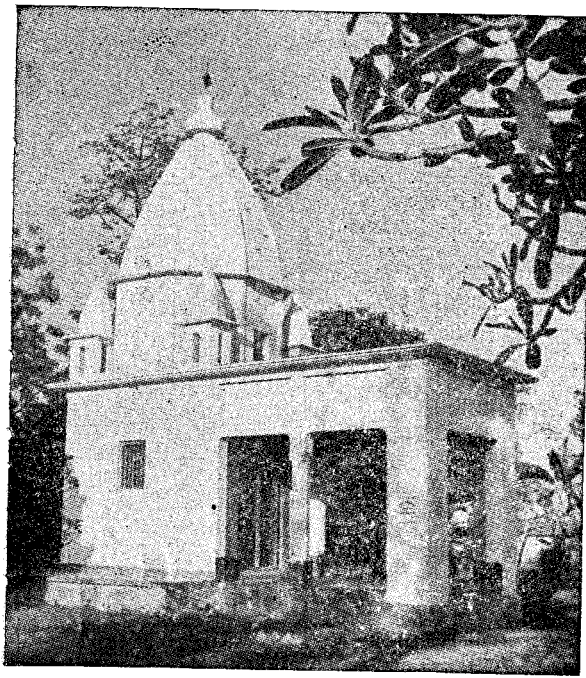

শ্রীগদাধরাঙ্গন, শ্রীধাম মায়াপুর।

(৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রাক্তন সভাপতি ও আচার্য
এবং দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ।

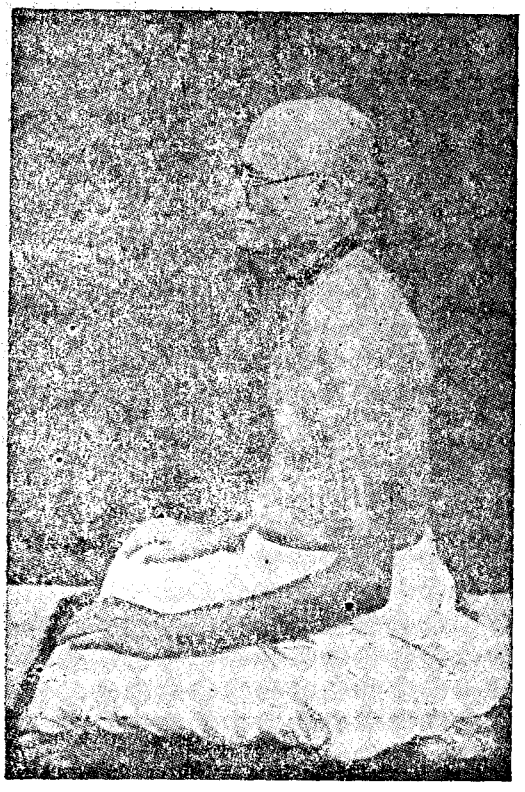

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুর।

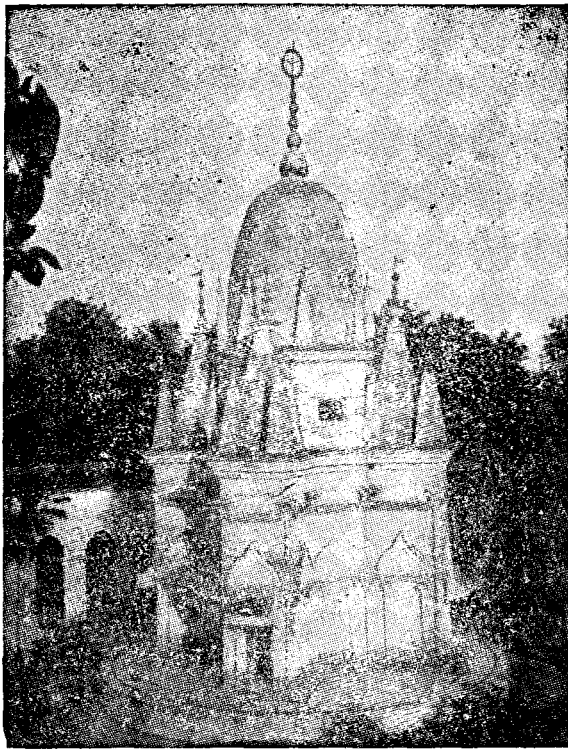

শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মন্দির, শ্রীধাম মায়াপুর।

এই শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী

এবং চতুষ্পার্শ্বে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের আচার্য-

চতুষ্টয় সেবিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারীজীউ

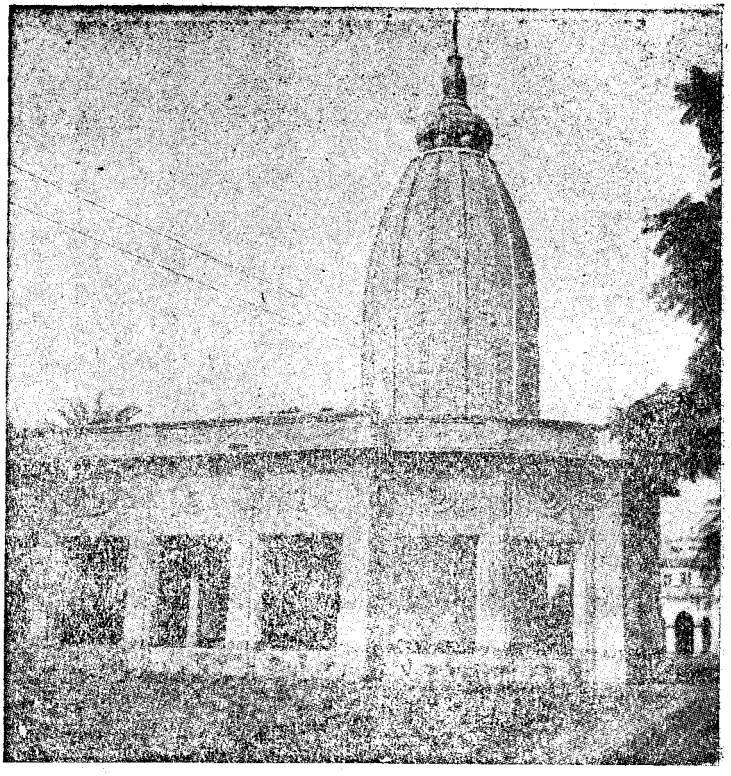

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের সমাধি-মন্দির

(ত) উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির—এই মন্দিরের চতুর্দিকে সাত্বত-পুরাণশাস্ত্র-কথিত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—সেশ্বর সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহ-সমন্বিত মন্দির-চতুষ্টয় বিদ্যমান। উক্ত সেশ্বরবাদ-চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফল—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত জগতে উদিত হইয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত বা ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ সত্য—তৎ-প্রবর্তক সাবরণবিষ্ণুপরতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুর মূর্তি এবং সজ্জন-নয়ন-মনোভিরাম **শ্রীবিনোদপ্রাণজীউর শ্রীমূর্তি** প্রকটিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের শিখরপ্রদেশে কালযুগ-পাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়বৈজয়ন্তী রূপানুগ-সুসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক সুদর্শন সুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশগ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"

—এই শ্রীচৈতন্য-মুখ-নিঃসৃত বাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

(থ) প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধি মন্দির স্থপতি-নৈপুণ্যে এই শ্রীমন্দির অভিনব। দৃশ্য অতীব মধুর। এই শ্রীমন্দির-দর্শনেই শ্রদ্ধালু

দর্শকের হৃদয় অনির্বচনীয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং তিনি পরমার্থ-আলোকে আলোকিত হইবার সৌভাগ্য পান। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীক্ষেত্রে (পুরীধামে) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই শ্রীমন্দিরে পুরীর শ্রীমন্দিরের বৈশিষ্ট্যশ্রীও বিদ্যমান। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহ স্থাপন করিয়া বিবিধ অভিনব উপায়ে যে-প্রকার বিপুলভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম ও ধাম-মহিমা এবং তৎপ্রচারিত প্রেমধর্ম সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব। এই প্রকারের প্রভাবশালী আচার্য অতি অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে নিত্য-পূজা ও কীর্তন ব্যতীত তাঁহার 'হরিকথামৃত', 'বক্তৃতাবলী', 'প্রবন্ধাবলী' ও 'গ্রন্থাবলী' এবং তৎকর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রবর্তিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক-পত্রসমূহ আলোচিত হইয়া থাকে। তৎপ্রেষ্ঠ ভূতপূর্ব শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ আচার্য-বর্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৌরব সংরক্ষণ ও অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রচারের নিমিত্ত এই সুরম্য মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্রবণসদন নির্মাণপূর্বক শ্রদ্ধালু দর্শকবৃন্দের প্রভূত কল্যাণ-বিধান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিরোভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের এই স্থানে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবরের সমাধির উপর এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

(দ) শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির—এই মন্দিরটী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বিরাজিত। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র শিষ্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর—শ্রীল বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে তিরোভাবলীলা প্রদর্শন করিলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের উত্থানৈকাদশী তিথিতে তাঁহার অপ্রাকৃত-কলেবরের সমাধি তথায় অর্থাৎ কোলদ্বীপে (সহর নবদ্বীপে) প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ভাগীরথী সেই সমাধিমন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীল শ্রীপ্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ উক্ত সমাধি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আনয়ন করেন। শ্রীল শ্রীপ্রভুপাদ এখানেও স্বয়ং শ্রীসমাধি-সেবা প্রকাশ করেন। এই সেবা-প্রকাশ তারিখ,—১রা আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেছেন।

(ধ) শ্রীরাধাকুণ্ড—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে গৌরলীলার রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতে গোবর্ধন-শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড-ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সর্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক এই রাধাবন

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ডে অনুক্ষণ নিষ্কপট কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও প্রচার করিয়াছেন।

(ন) **ঈশোদ্যান**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-গ্রন্থে ঈশোদ্যান বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সেই ঈশোদ্যানের স্থান নির্দেশ করিয়া তাঁহার প্রেষ্ঠবিগ্রহ মহামহোপদেশক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন (ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নাম—শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, অধুনা শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য) দ্বারা তাহা প্রকাশ করাইয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তৎপ্রবর্তিত (সাপ্তাহিক) গৌড়ীয়ে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত ৮ম বর্ষ ১৫শ সংখ্যায়) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিবরণ

যাঁহারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগবর ঠাকুরের "ঈশোদ্যানে" ভজনলালসার কথা গুরুকৃপাবলে স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই ঈশোদ্যানে রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ গূঢ় ভজনের কথা জানাইয়াছেন,—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
'ঈশোদ্যান' নামে উপবন সুবিস্তার।
সর্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তগণ॥
বন-শোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সেই সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শনে।
নানা পক্ষী গায় যথা গৌরগুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতিশোভা তায়।
হিরণ্য, হীরক, নীল, পীত, মণি ভায়॥

* * * *

ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ-কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গশশী॥
স্ব-নিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব॥
অনঙ্গমঞ্জরী-সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া।"

শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে অন্তর্দ্বীপের স্থানবিশেষে শ্রীমঠের সন্নিহিত এই ঈশোদ্যান ও ভজনকুঞ্জ প্রকাশ

করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ঈশোদ্যানের প্রকট-সেবাকার্য লোকলোচনের সম্মুখে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এই উদ্যানে কৃষ্ণসেবোদ্দীপনকারী বিচিত্র বনস্পতি, বল্লরী, কুসুম-কিশলয় এবং ফলফুলাদির বৃক্ষরাজি * আরোপিত হইতেছে।

এদিকে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাটনির্মাণ-কার্যও বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ ঐকান্তিক অকৃত্রিম গুরুসেবাপরায়ণ হইতে পারিলেই এই সকল স্থানের স্বরূপ দর্শন হয়, নতুবা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়—

"বহির্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥"

(প) পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বততীর্থ—এই সারস্বত-তীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্র বিশ্বে বিশ্বাতীত অমৃতের বার্তা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। অচৈতন্য, নিদ্রামগ্ন বিশ্বকে মহা-জাগরণের চেতনময়ী বাণী শুনাইয়া চির উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বন্তর-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বত-তীর্থ শ্রীশ্রীল জীবপ্রভুর শ্রীহরিনামা-মৃত-ব্যাকরণ-শিক্ষা-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠার্থিগণকে শব্দের

---

* এক্ষণে এই ঈশোদ্যানে তমাল, পিলু, কেলিকদম্ব, মুক্তালতা প্রভৃতি বৃন্দাবনীয় পাদপ, তাল-রসাল-পনস-বিল্ব-খর্জুরাদি ফলবৃক্ষ ও চম্পক-বকুল-গন্ধরাজ-হেনা-শেফালিকাদি বহু পুষ্পবৃক্ষ ও অমর তুলসীকানন বিদ্যমান থাকিয়া ভক্ত-দর্শকগণের হৃদয়ে এক অপার্থিব অনির্বচনীয় আনন্দরসের উদয় করাইতেছে।

বিদ্বদ্রূঢ়ি শিক্ষা দান করিতেছেন এবং 'পরসাহিত্যাসন', 'ঐতিহ্যাসন', 'সম্প্রদায়-বৈভবাসন', 'ভক্তিশাস্ত্রাসন', 'তত্ত্ব-শাস্ত্রাসন', 'বেদান্তাসন', 'একায়নাসন' প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া অচৈতন্যবিশ্বে চৈতন্য-শব্দব্রহ্মের প্লাবন আনয়ন করিতেছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটী মহাযুগান্তর। যে যুগে প্রাকৃত-সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যমধ্যে সমাদৃত হইয়া, বিংশ-শতাব্দির গতিমুখর পথ ধরিয়া, নদ-নদী-কান্তার পার হইয়া জগৎ পরি-ভ্রমণে বাহির হইয়াছে—যে যুগে জড় দর্শনবাদ এবং জড়ধর্ম সমসাময়িক য়ুরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া জড়তার চরমসীমায় উপনীত হইতেছে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ধন্য বাঙ্গলাও যে যুগে পাশ্চাত্ত্যের জড়সর্বস্ববাদে আক্রান্ত, সেই ভীষণ যুগেই সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যশিক্ষালোক উদ্দীপ্ত করিবার মহদুদ্দেশ্যে শ্রীমায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

(ফ) **পরনাট্যমঞ্চ**—জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে-সকল নৃত্য-গীতবাদিত্রাদির অনুশীলন হয়, তাহা কৃষ্ণতোষণপর চিদনুশীলনের বিকৃত অপব্যবহার বলিয়া 'তৌর্যত্রিক' ও 'ব্যসন' নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল 'তৌর্যত্রিক' বা 'ব্যসন' জগতের লোকের বিচারে কলাবিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা পরিণামে জগন্নাশকর কার্যের সোপান। আবার প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে কৃষ্ণতোষণের ছলনা করিয়া যে বিপ্রলিপ্সাময় তৌর্যত্রিকের আবাহন করা হয়, তাহাও আত্মমঙ্গলের পরম পরিপন্থী। কৃষ্ণই সমস্ত কলার অধিনায়ক। তাঁহার অহৈতুকী

সেবায় সেই সকল কলাকলাপ নিযুক্ত হইলেন তাহা পরম মঙ্গলের সেতু হইয়া থাকে। যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, অমুক্ত, ভজনে অনিপুণ, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বস্তুকেই নিযুক্ত করিতে পারে না। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির উদাহরণে দেখাইয়াছেন যে, সিদ্ধান্তবিরোধযুক্ত রসাভাস-পূর্ণ নাটকাদি মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে না; শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ নাটকাদিই মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে। শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরহরির ব্রজ-লীলাভিনয়ক্ষেত্র ব্রজপত্তনে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর আচার্যকর্তৃক শ্রীগৌরকৃষ্ণতোষণপর পরনাট্যমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

(ব) গৌড়ীয়-কার্যালয়—এই স্থান হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রবর্তিত গৌড়ীয়' নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন মহামায়ার ধামে আপাতপ্রেয়ঃকথা-প্রচারকারিণী গণতোষণী পত্রিকাসমূহের অভাব নাই, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃকথা-প্রচার-কারিণী পত্রিকার অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পত্রিকা প্রবর্তন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতনভোগী ভৃতক নহেন বা অচারহীন প্রচারক নহেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবানুগত্যে এই অসামান্য সেবাকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকর্তৃক এই স্থান হইতে এক সময়ে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক বার্তাবহ 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রবর্তিত

হইয়া প্রত্যহ দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী বিতরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত, হিন্দি, উৎকল, আসামী এবং ইংরাজী ভাষায় ৫ খানি পারমার্থিক পত্রিকা প্রবর্তনপূর্বক শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন।

(ভ) নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়—চৈতন্যকথা-প্রচারাঙ্গ। জগতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্য-কথা, জড়-কথা অথবা উহারই রূপান্তর বিভিন্ন মনোধর্ম, মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈশ্য-জগতে শিল্পাদির সার্থকতা প্রাকৃত অর্থপরিণতিদ্বারাই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কেবল পরমার্থ-প্রচারের উদ্দেশ্যে কিরূপে শিল্প-বিজ্ঞানের নিয়োগ হইতে পারে, তাহার আদর্শ নিদর্শনস্বরূপ এই "নদীয়া-প্রকাশ-মুদ্রাযন্ত্রালয়"।

(ম) পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদীঘি—সত্যযুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চ-নীচ-ভূমিখণ্ডসমূহ সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন এই স্থানে মহারাজের কর্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ময়ী প্রভা উত্থিত হইলে কর্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া সেই আশ্চর্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিলেন। শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত সেই

স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইবেন। মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুহ্য মহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্মাণ করাইলেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপমণ্ডলে 'পৃথুকুণ্ড' নামে বিখ্যাত হইল। গ্রামবাসিগণ এই স্বচ্ছকুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকিলেন। পরবর্তিকালে বাঙ্গলার নৃপতি লক্ষ্মণসেন স্বীয় পিতৃপুরুষের উদ্ধারকল্পে এই স্থলে এক সুবিস্তৃতা দীঘিকা খনন করাইলেন। এই দীর্ঘিকাই তাঁহার পূর্বপুরুষের নামানুসারে 'বল্লাল-দীর্ঘিকা'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এই বল্লাল-দীর্ঘিকা বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীতস্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

(য) **শ্যামকুণ্ড**—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরের দক্ষিণ প্রান্তে এবং বল্লবালদীঘির উত্তর সীমানায় অবস্থিত। শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বাঁধানঘাট অতীব মনোরম।

(র) **বল্লালঢিপি**—এখানে 'বল্লালঢিপি'-নামে একটী উচ্চ স্তূপ বল্লালসেনের আবাস গৃহের শেষচিহ্ন বা ভগ্নাবশেষরূপে বিরাজিত আছে। সেন-বংশীয় নৃপতিগণের রাজপ্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ অধুনা "বল্লালঢিপি" নামে খ্যাত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন তথ্য লাভ করিতে পারেন। এই স্থান বর্তমানে সরকার বাহাদুর-কর্তৃক রক্ষিত। কিছুদিন পূর্বে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠনির্মিত বারকোশ ও একটী বল্মীকদষ্ট ভগ্নসিন্দুক আবিষ্কৃত হয়। এই

কাষ্ঠসিন্দুকমধ্যে কয়েকখানি জীর্ণ শাল, পশমী পোশাকের ছিন্নাংশ ও কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা বহির্গত হয়। *

(ল) **শ্রীধর-অঙ্গন**—শ্রীধাম-মায়াপুর ও গাদিগাছার মধ্যবর্তী স্থানে * অবস্থিত। শ্রীধাম-নবদ্বীপে কদলীকাননমধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরমপ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তরাজ শ্রীধরের গৃহ ছিল। শ্রীমায়াপুরের এক প্রান্তে এবং চাঁদ কাজীর সমাধির দক্ষিণ-পূর্বদিকে শ্রীধর-অঙ্গন অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। শ্রীধর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম—ব্রজের কুসুমাসব-গোপাল। বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণের চক্ষে ব্যবহারিক দুঃখে প্রপীড়িত বলিয়া প্রতিভাত বিশ্বম্ভর-ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্রীধর নবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাজির প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক প্রত্যাবর্তন-

---

* There is large moud still called after Ballal sen. It was recently dug one Mullah Shahib, who discovered some barkose or wooden trays and box containing remnants of showls and sieken dresses, and also some small silver coins. There is also a dighi or lake called Ballaldighi. It is on the east of the Bhagirathi and on the west of the Jalangi. The founder Laksman See built a palace of which the ruins are still extent."

—*Hunter's Statistical account of Bengal Vol 11,P.142.*

* "নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া॥
অর্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথায় থাকিয়া॥" —চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯ম অধ্যায়

কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া ভক্তরাজ শ্রীধরের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই, গৃহে আসবাবপত্র কিছু নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সঙ্কীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহে*ক্ষুদ্র বারান্দায় এক ভগ্ন লৌহ পাত্র ছিল। উহার কতস্থানে যে তালি দেওয়া, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জল পান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দূর হইতে দেখিয়া 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন এবং "ম'লাম ম'লাম" বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "প্রভু আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়িতে আসিয়াছেন"—এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু শ্রীধরের হাত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—"শ্রীধর তোমার জল পান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল। কৃষ্ণের চরণে আজ আমার ভক্তি লাভ হইল।" "বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়"—ভক্তবৎসল প্রভু এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্বসাধারণ-সমক্ষে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দেশে শ্রীধর-অঙ্গনে মন্দির ও শ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন।

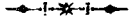

* কাজীদলন-দিবসের কীর্তনের বিবরণে শ্রীধরের বাড়ী—কাজীর বাড়ীর ও গাদিগাছার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ; (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থীর জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া জেলার বর্তমান হেড কোয়াটার্স কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৮ মাইল এবং কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত।

পথ-নির্দেশ

১। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মুর্শিদাবাদ লাইনে কৃষ্ণনগর সিটি-ষ্টেশনে অবতরণপূর্বক টাউনবাসে বা সাইকেল-রিক্সাযোগে বাসষ্ট্যাণ্ডে যাইয়া তথা হইতে শ্রীমায়াপুরের বাসে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হয়। অথবা কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে ট্রেণ বদল করিয়া 'লাইট-রেলওয়ে' যোগে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে নামিতে হইবে। তথা হইতে খেয়া পার হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠ দেড় মাইল দূরবর্তী। ট্রেণ হইতে যোগপীঠের অভ্রভেদী শ্রীমন্দির ও শ্রীমায়াপুরের অন্যান্য উচ্চ মন্দির পরিদৃষ্ট হয়। খেয়া পার হইবার পরে বাস ও রিক্সা পাওয়া যায়।

২। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে উক্ত মুর্শিদাবাদ লাইনে ধুবুলিয়া; এই ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যাইতে পারে; দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। ধুবুলিয়া হইতে বাস ও রিক্সায় শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার সুযোগ আছে, তবে ভাড়া কিছু অধিক।

৩। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল—বারহারোয়া লাইনে 'নবদ্বীপধাম' ষ্টেশনে নামিয়া বর্তমান সহর-নবদ্বীপের পূর্বসীমায় অবস্থিত গঙ্গা পার হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌছান যায়। ষ্টেশন হইতে পারঘাট পর্যন্ত দূরত্ব একক্রোশের অধিক—পদব্রজে, রিক্সায়, ঘোড়ার গাড়িতে অথবা টাউন-মোটর-বাসে যাইতে। হয় পারঘাটা হইতে শ্রীযোগপীঠমন্দিরের দূরত্ব প্রায় ১॥ মাইল পদব্রজে, রিক্সায় অথবা বাসে যাইতে হয়।

মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপের পারঘাটায় সর্বদাই পারের নৌকা থাকে। ধুবুলিয়া হইতে যাইতে পথে কোনও নদী নাই। রাণাঘাট হইতে মহেশ-গঞ্জ, নবদ্বীপঘাট অথবা ধুবুলিয়া হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে যাইতে হয়। ব্যাণ্ডেল জংসন হইতে 'নবদ্বীপধাম' হইয়া যাওয়াই সুবিধাজনক। ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটী হইয়াও ধুবুলিয়া, মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে যাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর ও ধুবুলিয়া হইতে বাসযোগেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার সুযোগ আছে।

ভারত সরকারের সুব্যবস্থায় ধুবুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া গঙ্গার পারঘাট পর্যন্ত সুপ্রশস্ত পিচঢালা পাকা পথ এবং কৃষ্ণনগরের নিকটে খড়িয়া (জলঙ্গী) নদীর উপরে সুপ্রশস্ত পাকা সেতু নির্মিত হইয়াছে। ফলে ,বিশিষ্ট যাত্রিগণ কলিকাতা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোটরযোগে সহজেই শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আসিতেছেন।

থাকিবার স্থান

দর্শনার্থিগণের অবস্থানের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসাঙ্গন-ধর্মশালা, শ্রীসনাতন-কুঞ্জ, শ্রীসারস্বতকুঞ্জ, বিরাজার ধর্মশালা, লোহিয়া অতিথিশালা প্রভৃতি বহু ধর্মশালা রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠেও পুরুষযাত্রিগণের থাকি-বার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা-

কারিগণের বিশ্রাম ও সাময়িক অবস্থানের নিমিত্ত সুবর্ণবিহারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, স্বরূপগঞ্জে শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ, চাঁপাটিতে শ্রীগৌরগদাধরমঠ, মামগাছিতে শ্রীমোদদ্রুম গৌড়ীয়মঠ এবং রুদ্রপাড়ায় শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি স্থানে ব্যবস্থা আছে। **শ্রীধাম মায়াপুরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ এবং দৃশ্য অতীব মনোরম।**

এস্থানে কোন প্রকার ভেট বা অবৈধ ব্যবসায়াদির চেষ্টা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম-প্রচার এবং নিরাপরাধে শ্রীধামের একান্ত সেবার জন্যই এই স্থানে বিষ্ণুস্বার্থপর লোকাতীত মহাপুরুষগণের আনুগত্যে ভগবৎসেবা-কার্যাদি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবোপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী অহোরাত্র শুদ্ধনামসঙ্কীর্তন-যজ্ঞ ও বিনামূল্যে অমূল্য মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

অবৈধ ভেট-প্রথা নাই

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পাঁচ দিবস পূর্ব হইতে অষ্ট দিবস কাল শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়ের আনুগত্যে বহু লোক বিরাট্ সঙ্কীর্তন শোভাযাত্রার সহিত নবদ্বীপের ৯টী বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমা এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন দ্বীপে উপনীত হইয়া প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তত্তৎ দ্বীপের মাহাত্ম্য পঠিত ও বক্তৃতাদিদ্বারা মহাপ্রভুর লীলা ও প্রচারিত বার্তাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। এই পরিক্রমা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এবং শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহের ভৃত্য শ্রীঈশানের সঙ্গে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরাম-চন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিজজনগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' সামান্যভাবে এই নবদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তৎপরে অনেকদিন পর্যন্ত এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা একেবারে লুপ্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি পুনঃপ্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস, ভাগবতপরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের অভীষ্টানুসারে এই লুপ্ত ভুবনমঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠানটীকে পুনঃ প্রবর্তিত করিয়াছেন। পরিক্রমার অন্তে মহাপ্রভুর আবির্ভাবতিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে দিবসত্রয় শ্রীগৌর-জন্মস্থলী যোগপীঠে বিশেষ কীর্তনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী

গত ২০শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, (গৌরাব্দ ৪৪৪), ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ হইতে ৩রা চৈত্র ১৩৩৬, ইং ১৭ই মার্চ ১৯৩০ পর্যন্ত দেড় মাস কাল শ্রীধাম-মায়াপুরে "শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নামে একটী অভূতপূর্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল। ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন বঙ্গের পরম কৃতিসন্তান ত্যাগবীর বিশ্ববিজ্ঞানাচার্য ডাঃ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্-এ, পি এইচ্ ডি, ডি-এস্ সি মহোদয়। স্যার প্রফুল্ল তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আমি এমন একটা পবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানে প্রত্যেক রেণু পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত—যেখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে—যেখানকার আবহাওয়া পবিত্রতাভরা। এখানকার রেণু-পরমাণুর প্রত্যেক স্থানের পূজা করা আমাদের কর্তব্য, এটা পৌত্তলিকতা নহে।"

নবম পরিচ্ছেদ

সীমন্ত দ্বীপ

এই সীমন্তদ্বীপ শ্যেনডাঙ্গা, বামনপুকুরের কিয়দংশ রাজাপুর মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর, ও শরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। সীমন্তদ্বীপ বা তাহার কিয়দংশ শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও অন্য গ্রন্থাদিতে 'সিমুলিয়া' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্তর্দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানের অন্তর্ভুক্ত বামনপুকুর-মধ্যে কাজীর বাড়ী ও সমাধি—গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের গুরু নবদ্বীপের ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন বা চাঁদকাজী, যিনি পরবর্তি-কালে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন, সেই কাজীর বাড়ী ও সমাধি। উহা অন্তর্দ্বীপের তটদেশে অবস্থিত। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ী কাজীর পাড়ায় ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ অধ্যায়ে কাজীর উক্তি—

গ্রাম-সম্বন্ধে "চক্রবর্তী" হয় মোর চাচা।
দেহসম্বন্ধ হইতে গ্রামসম্বন্ধ সাচা॥ ১৪৮॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥ ১০৯॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত-মধ্য-২৩শ অধ্যায়ে কাজী-দলন-দিবসের কীর্তনের বিবরণে প্রকাশ যথা—

নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥ ৩৪৮ ॥

সিমুলিয়া হইতে অন্তর্দ্বীপের দিকে গমন করিতে কাজীর বাড়ী ও নীলাম্বরের গৃহ ছিল।

কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর ॥ ৩৫৯ ॥

কাজীর বাড়ী ও সমাধি—যোগপীঠ এবং শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত, কিন্তু রামচন্দ্রপুর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূর। মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজী গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের গুরু এবং নবদ্বীপের ফৌজদার ছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিচারে গৌরলীলার চাঁদকাজী কৃষ্ণলীলার কংস ছিলেন। এই জন্যই মহাপ্রভু কাজীকে মাতুল বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তনারম্ভে এই চাঁদকাজী মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গৌড়রাজ্যেশ্বর হুসেনসাসের বলে নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিলেন। হুসেনসাহ কৃষ্ণলীলায় জরাসন্ধ ছিলেন। ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধির উপর প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরাতন গোলোক-চাঁপাবৃক্ষ শোভিত থাকিয়া এখনও সেই গৌরভক্তকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক অতীতের পূত-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই কাজীর নগর অভিন্ন মথুরাধাম। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় এই স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজী-উদ্ধারলীলা পঠিত হইয়া থাকে এবং ভক্তগণ এই স্থানের রজঃ গায়ে মাখিয়া থাকেন। চাঁদকাজী নবদ্বীপবাসীর খোল ভাঙ্গিয়া

দিয়াছিলেন,—এই কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্বক সমস্ত নগরবাসীকে আরও প্রলয়ভাবে সঙ্কীর্তন করিতে আদেশ দিলেন। নাগরিকগণের অন্তরে কাজীর ভয় হইয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিন সন্ধ্যা-কালে নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত এবং সমস্ত নগরবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কীর্তনমণ্ডলী বিভাগ-পূর্বক উচ্চসঙ্কীর্তনমুখে নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিলে মহাপ্রভু লোকদ্বারা কাজীকে বাহিরে আনাইয়া তাঁহাদের ধর্মাচারসম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর ও স্ব-শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কাজী প্রভুর সমীপে বলিলেন যেদিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই নরদেহ-সিংহমুখ এক মহাভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁহার বক্ষের উপরে লম্ফপ্রদানে আরোহণপূর্বক দন্ত কড়্‌মড়্‌ করিতে করিতে তাঁহাতে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন যে মৃদঙ্গের পরিবর্তে তিনি কাজীর হৃদয় বিদীর্ণ এবং তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করিবেন। কাজী এই ঘটনার প্রত্যক্ষপ্রমাণস্বরূপ তাঁহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া নখচিহ্ন পর্যন্ত দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন যে তাঁহার যে পেয়াদাকে তিনি কীর্তন-নিষেধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির

মুখে হঠাৎ কোথা হইতে অগ্নির উল্কা আসিয়া পতিত হওয়ায় তাহার সমস্ত শ্মশ্রুরাজি দগ্ধ এবং মুখমণ্ডল ব্রণময় হইবাছে।

পেয়াদা আসিয়া কাজিকে বলিয়াছিল,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম,—তোমরা কেহ কৃষ্ণদাস' কেহ 'রামদাস' বা 'হরিদাস' —এই নাম-পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বলিয়া থাক। 'হরি', 'হরি'-শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি'— অর্থ হয়; তাহাতে বোধ হয়, অপরের গৃহের ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমারা 'হরি', 'হরি' উচ্চারণ কর। যে দিন আমি তাঁহাদের সহিত এইরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজি আরও বলিলেন যে, ইহার পর একদিন কতকগুলি পাষণ্ডী হিন্দু তাঁহার নিকটে নিমাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া আসিয়া বলিল,—"নিমাই হিন্দু ধর্ম নষ্ট করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডি-বিষহরির পূজায় রাত্রি-জাগরণ বা নৃত্য-গীত-বাদ্য—ইহাই ধর্মানুমোদিত যোগ্য আচরণ; কিন্তু নিমাই গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্মমত প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্বে নিমাই ছোক্‌রা ভাল ছিল, গয়া হইতে আসিয়া ইহার মস্তিষ্ক-বিকার হইয়াছে। মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সময়ে অসময়ে কীর্তন নৃত্য-গীত-বাদ্য-ধ্বনিতে আমাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রাদির ব্যাঘাত ও নগরের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরিবর্তন করিয়া এখন আবার আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছে, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হইল—নবদ্বীপ

উচ্ছন্ন গেল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্ধা মাত্র বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবার ব্যবস্থা আছে, উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম লইলে নামের শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু নিমাই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন আরম্ভ করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। আপনি যখন গ্রামের শাসনকর্তা, তখন ইহার ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করুন।" মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনামোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, তিনি যখন 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রভুচরণে ভক্তিযাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সঙ্কীর্তন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজির নিকট এই ভিক্ষা চাহিলো কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"আমার বংশে কেহই কোনদিন কীর্তনে বাধা দিতে পারিবে না, আমি বংশে এই তালক দিয়া যাইব।" চাঁদকাজীর দ্বাদশ অধস্তনগণ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে এই গ্রামে সমাধির সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপরে তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

সীমন্ত-দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

(ক) শরডাঙ্গা—শূর-রাজগণের রাজ্যকালীন গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্তমানে 'শরডাঙ্গা' প্রভৃতি নামে কথিত হয়। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর 'শবরক্ষেত্র'।

কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শবরক্ষেত্রে স্থাপিত হন। পরে কাল-প্রভাবে গঙ্গাতটবাসী উপাধ্যায়-বংশ স্বপ্নাদেশক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিতে থাকেন। এই শোরডাঙ্গা বা শবরক্ষেত্রের অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থানে শ্যেনডাঙ্গা। কেহ কেহ বলেন, শ্যেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন স্বীকার করায় তাঁহাদিগের 'শ্যেন' উপাধি। পরবর্তিকালে 'সেন' বা 'সেনা' পারস্যশব্দ ফৌজবাচক হইয়াছে। এখন ঐ শ্যেনডাঙ্গা 'শোনডাঙ্গা' বলিয়া পরিচিত। এই গৌড়দেশেই সুবর্ণবিহার, শূরডাঙ্গা, শ্যেনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে গৌড়রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল।

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজমান। এই স্থান—অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রার সহিত বিরাজ করিতেন পরে তাহা ভূমিসাৎ হইলে শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় একটী নূতন পাকা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখন শ্রীবিগ্রহগণ এই নব মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

পৌরাণিক উক্তি অনুসারে পূর্বকালে রক্তবাহু নামক জনৈক বিষ্ণু বিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা প্রকাশপূর্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র

হইতে এই স্থানে দয়িতার সহিত আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, উহা নবদ্বীপ-সহরের 'শহরডাঙ্গা'র অপভ্রংশ।

(খ) **শোনডাঙ্গা বা মেঘার চর**—একদিন মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যান্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গা-চরভূমি 'মেঘের চর' বা 'মেঘার চর' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্তনক্রমে বেল-পুখুরিয়া গ্রাম সেই মেঘের চরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

"কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥"—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৮৯

(গ) **বেলপুকুর**—বর্তমান 'বামনপুকুর' পল্লীর নাম পূর্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীমায়াপুরের উত্তর অংশে অবস্থিত। পরে 'মেঘার চরায়' প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। ভক্তিরত্নাকর রচিত হইবার কালে বামনপুকুর 'বেলপুকুর'-নামে অভিহিত হইত বলিয়া ভারুইডাঙ্গা বেলপুকুরের সন্নিহিত গ্রাম-সজ্ঞায় উল্লিখিত।

—।—※—।—

দশম পরিচ্ছেদ

গোদ্রুম দ্বীপ

গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, বিরিজ, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি নামক স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। গোদ্রুমদ্বীপ যে দেপাড়া, সুবর্ণবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সুবর্ণবিহার ভ্রমণ হইতেই জানা যায়। অন্য স্থানগুলি—গাদিগাছা ও সুবর্ণবিহার দেপাড়ার মধ্যবর্তী, সুতরাং এই গুলিও গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত।

গোদ্রুমদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

(ক) সুরভিকুঞ্জ—গোদ্রুমকে অপভ্রংশ ভাষায় 'গাদিগাছা' বলে। এই স্থানে সুরভি-গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডের মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এইস্থানে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সুরভী গাভী এই দ্রুম-তলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। এই স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত 'সুরভিকুঞ্জ' বিরাজমান।

(খ) আনন্দ সুখদকুঞ্জ—এই স্থানটী সরস্বতী-নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরম প্রিয় ভজন-স্থলী। ঠাকুরের অভিন্ন সুহৃৎ অবধূতাগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

এই বৈষ্ণবাচার্যপ্রবর মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরহরির স্বপ্নাদেশক্রমে মহাপ্রভু লুপ্ত আবির্ভাব-ধাম শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার এবং সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় প্রায় একশত শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক মহাপ্রভুর অবদান সুনির্মল প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সকল গ্রন্থই বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, ভাগবতার্কমরীচিমালা, তত্ত্বসূত্রম্, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজনরহস্য প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনীয়।

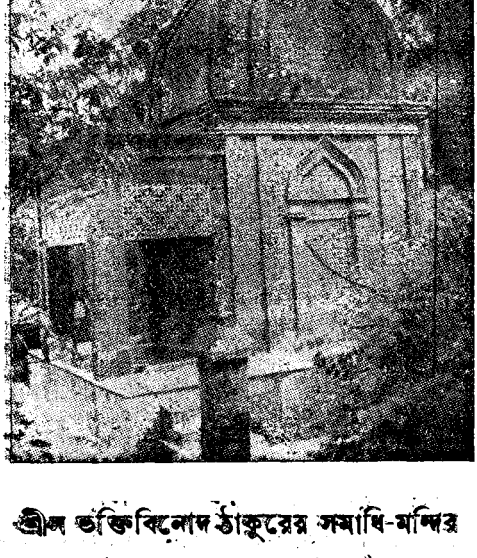

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির

(আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, গোদ্রুম)।

(৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের একটী ভজন কুটীর এই কুঞ্জমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্যস্থানে ঠাকুরের ভজনগৃহ এবং একপার্শ্বে তাঁহার সমাধি-মন্দির। এই সমাধি-মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি, শ্রীগৌর-গদাধর এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবা বিরাজমান। এতৎসংলগ্ন স্থানে ঠাকুরের প্রিয়সেবক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির বর্তমান। ঠাকুরের ভজন-মন্দিরে ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থাগার বিরাজিত হইয়াছেন।

বর্তমানকালে শুদ্ধ-ভক্তি পুনঃপ্রচারের মূলমহাপুরুষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে গৌড়দেশের নিত্য গৌরবের বস্তু—অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই অদম্য-চেষ্টায় অদ্য বিশ্বের নানা স্থানে শ্রীগৌরবাণী প্রচারিত হইতেছে। তাঁহার অনুজসদৃশ মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীগৌরমহিমার কথা বিষয়ী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ইংরেজী ও বাংলাভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপুরুষ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকটকালীন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ৩৯৮ শ্রীচৈতন্যা-তীতাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে 'শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা'নামে প্রতি-ষ্ঠিত হয়েন। পূর্বকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের সাময়িক প্রচারের অভাবছিল। ক্বচিৎ কেহ এই সকল

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

গ্রন্থের শ্রবণ-পঠনাদি করিতেন। এই লোকাতীত মহাপুরুষের দয়ার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসামান্য সমৃদ্ধি শ্রীসজ্জনতোষণী-নাম্নী সাময়িক-পত্রিকার মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের দ্বারাই প্রাচীন লেখক শ্রীপরমানন্দদাসপ্রমুখ জনগণের শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন নিবন্ধসমূহ ও শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তাঁহার তৎকালিক বিশ্বাসযোগ্য নিত্যসংবাদ-সংবলিত আকর গ্রন্থরাজি হইতে সাধারণের বোধোপযোগী সন্দর্ভসমূহ প্রকাশিত হইয়া বর্তমান গৌড়দেশে শ্রীধাম-সেবার অলৌকিক সৌন্দর্যমহিমা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ'-রচনা, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দরচিত শ্রীনবদ্বীপ-শতকের গৌড়ীয়-ভাষায় পদ্যানুবাদ, শ্রীধাম মাহাত্ম্যের প্রমাণখণ্ড-সঙ্কলন প্রভৃতি কার্যসমূহ শ্রীনবদ্বীপধামের লুপ্তগৌরবের পুনঃসংস্থাপন করিতেছে। এই মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার কার্যপতি এবং শুদ্ধ-ভক্তিসংরক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরিত মহাপুরুষ।

(গ) সুবর্ণবিহার—পাণিনির উল্লিখিত গৌড়রাজেন্দ্রপুর কোথায়,—অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা কিংবদন্তীমূলে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটে যাইবার লঘু রেলপথে আমঘাটা-নামক রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী এই সুবর্ণ-বিহার-নামক স্থান অতি প্রাচীনকালে গৌড়দেশের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্থান বৌদ্ধধর্মের বিস্তার-কালে সুবর্ণবিহার

নামে কথিত হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ এবং ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রাম পর্যন্ত ত্রিকোণাবস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্তমানকালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা শ্রীমায়াপুরের পূর্ব-দক্ষিণ-কোণে জলঙ্গী নদীর অপর পারে অবস্থিত আতোপুরের অন্তর্দ্বীপের মাঠ হইতে ঐস্থানের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাসপ্রভুকে শ্রীঈশান ঠাকুর আতোপুরের মাঠ হইতে সুবর্ণবিহার দেখাইয়াছিলেন। সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব জন্মার্জিত কোন বিশেষ সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ সুবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব সমাদরের সহিত পূজা করিলেন। শ্রীনারদমুনি মহারাজকে কৃপাপূর্বক যে-সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যে স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেইস্থান নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে এইস্থানে রুক্মবর্ণ গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভূতপূর্বা লীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি 'গৌর'-নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনাম

কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যেদিন গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বন্যা ছুটাইবেন?" শ্রীনারদ অন্যত্র চলিয়া গেল শ্রীনারদমুখনিঃসৃত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়-বাসনার বীজ নির্মূলিত হইল। তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ সুবর্ণ-সেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীগৌর-গদাধর সপার্ষদে মহারাজের অঙ্গনে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, গৌরহরি যেন একটী সাক্ষাৎ সুবর্ণের পুত্তলী; উপনিষদুক্ত সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদানের জন্য প্রেমের পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া তিনি 'গৌর', 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার পাইবেন।" দৈববাণী শুনিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সুবর্ণবিহার সেই সুবর্ণসেন নৃপতির স্থান।

এই স্থানে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীসুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

(ঘ) **হরিহরক্ষেত্র**—গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্বপারে শ্রীহরিহরক্ষেত্র। এইস্থানে ভগবান্ শ্রীহরি নিজ প্রিয়তম সখা মহাদেবের তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদ-দর্শন মহা-দোষকর বলিয়া গণিত হয়। যাঁহারা হরকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরি ও হরে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন।

(ঙ) **মহাবারাণসী**—অলকানন্দার * পশ্চিম তটে এই বৈষ্ণবক্ষেত্র বিরাজিত। এস্থানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বৈষ্ণবী শক্তি গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্তন করিতেছেন। সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধিফলে লোক যে মুক্তি লাভ করে, সেই মুক্তিকে পিশাচীর মত পরি-ত্যাগ করিয়া জীব এই স্থানে অনায়াসে গৌরনাম-কীর্তন-নর্তন-পরায়ণ বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপায় গৌরনাম সঙ্কীর্তন করিতে করিতে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন। এই স্থানে শম্ভু নির্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

(চ) **দেবপল্লী**—ইহাকে সাধারণ ভাষায় 'দেপাড়া' বলা হয়। এই স্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া হিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি

---

* অলকানন্দার খাল মহেশগঞ্জ, আমঘাটা, উদিশপুর, কুঁদপাড়া, ভালুক, কুশী, গোয়াল-পাড়া, টীয়াবলী প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল, অদ্যাপি সেই খাদ দৃষ্ট হয়।

দেবতাগণ এইস্থানে মন্দাকিনীতটে টিলার উপরে স্ব-স্ব-ভজন-কুটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ভাগীরথী এবং ভজন-কুটীগুলি লুপ্ত হইলেও এখনও ঐ স্থানে বহু ভজনটীলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। এখনয় এই স্থলে সূর্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চভূমিসমূহ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহকৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহসেবা প্রকাশ করেন। সেই মন্দির এখনও এই স্থানে বিরাজমান আছে।

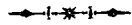

একাদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যদ্বীপ

মধ্যদ্বীপটি মাজিদা, ওয়াসিদপুর, বামুনপাড়া, সিমুলগাছি, ব্রহ্মনগরবুত্তি প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। মধ্যদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—

(ক) **সপ্তর্ষি ভজনস্থলী**—মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মাজিদা' বলে। এই স্থানে সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া রুক্মবর্ণ গৌরহরির ভজন ও গৌর-প্রেমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমনপূর্বক

গৌরনাম কীর্তন করিতে আদেশ এবং ধামকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেমের স্ফূর্তি হইবে, এই কথা বিজ্ঞাপিত করেন। ব্রহ্মা আরও বলেন, নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজ-বাস লাভ করেন। পিতৃদেবের শ্রীমুখে নবদ্বীপের এতাদৃশ মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরনামগুণ কীর্তন করিতে থাকেন এবং দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করেন। তাঁহারা অনাহারে অনিদ্রায় গৌরনাম-সুধপানে প্রমত্ত হইয়া এইরূপে গৌরনাম কীর্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে মাধ্যাহ্নিক শত সূর্যপ্রভাসমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদনপূর্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব-প্রেমপ্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর ঋষিগণকে অন্যা-ভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম, যোগ, তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্তনের উপদেশ করেন এবং আরও বলেন যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই নদীয়া-নগরে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিবেন। সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নামসঙ্কীর্তন-লীলা দর্শন করিতে পাইবেন। সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপরে অবস্থান করিয়া গৌরহরির আদেশে এস্থানে গৌরকৃষ্ণভজনে রত হন।

(ঘ) নৈমিষারণ্য—এই সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা 'গোমতী নদী' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতী-পার্শ্ববর্তী কাননগুলি 'নৈমিষারণ্য' নামে খ্যাত।

মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে স্বগণ-সহিত গৌর-গুণগাথা শ্রবণ করেন।

(গ) ব্রাহ্মণক্ষর—(বামনপোখেরা বা বামনপুরা) এই স্থানে সত্যযুগে দিবোদাস-নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার পুষ্কর-তীর্থে স্নান করিতে বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধাম-কৃপায়া দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং এই স্থানে পুষ্করতীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য-তীর্থ-ভ্রমণের বৃথা আশা পরি-ত্যাগ করিয়া সর্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

(ঘ) উচ্চহট্ট—বা হাটডাঙ্গা গ্রাম সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এই স্থানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরকথা আলোচনা করিতেন। এইজন্য ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাট-ডাঙ্গা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কোলদ্বীপ

এই কোলদ্বীপ নামক স্থান নদীয়া-সহর, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চরগদখালি বা গদখালির চর ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারমেদিয়া বা গাদখালির পারমান্দিয়া বা নূতন গ্রাম তেঘরি, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থান-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। বর্তমানে চরগদখালি যে নদীয়ার অংশ, তাহা কৃষ্ণনগর থানার প্রাচীন জুরিস্‌ডিক্‌সন লিষ্ট হইতেই জানা যায়। পারমেদিয়া যে গদখালির অন্তর্গত, তাহাও ঐ জুরিস্‌ডিক্‌সন লিষ্ট হইতে জানা যায়। তেঘরি পূর্বে 'তেঘরির কোল' নামে খ্যাত ছিল। এই নদীয়া সহরের কোন কোন স্থান 'কোলের গঞ্জ', 'কোল আমাদ', 'কোলের দহ' ইত্যাদি নামে খ্যাত আছে। গদখালি নামক স্থান অদ্যাপি 'গদখালির কোল' নামে খ্যাত। সুতরাং এই সমস্ত স্থান যে কোলদ্বীপের অন্তর্গত, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। এই স্থানকে 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ কুলিয়া' এবং অধুনা 'সহর নবদ্বীপ' বলিয়া থাকে। সজ্জনতোষণী, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা-ধৃত শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের "অপরাধ-ভঞ্জন পাট কুলিয়া" শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটী নিম্নে প্রকাশিত হইল—

কোলদ্বীপের সীমা

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানে 'কুলিয়া' নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্তমান আছে। শ্রীধাম কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুলা স্থানবিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম 'শ্রীপাট কুলিয়া'। সেইখানে কলিপাবনাবতারী শ্রীমদগৌরাঙ্গপ্রভু সাতদিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল-গোপাল নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসীকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে মহেশ্বর-বিশারদের জাঙ্গাল-নিবাসী দেবানন্দ নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জনপূর্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণনন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়া নগর কোথায়, ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল, 'কুলিয়াপাটের মেলা' বলিয়া একটী মেলো সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে এই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 'অপরাধভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং প্রেমদাস বাবাজী-কৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, **সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্তমান থাকিবে।** শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়—কুলিয়া নগর আইলেন

ন্যাসিমণি। সেইক্ষণে সর্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥ **সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।** শুনি' মাত্রে সর্বলোকে মহানন্দে ধায়॥

ঐ গ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—খালাছাড়া বড়গাছি, আর দোগাছিয়া। **গঙ্গার ওপার** কভু যায়েন **কুলিয়া**॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া-আগমন অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া-গ্রাম কোন্ স্থানে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না। করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্য খণ্ড, ১৬শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ঘর হইয়া, কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শনপূর্বক কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীশিবানন্দসেন ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিয়া বাচস্পতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতি গৃহ যে বিদ্যানগর, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি গৃহ হইতে লোকভীড়ের কষ্টনিবারণ জন্য কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থানসকলের ক্রমপর্যায় নাই। যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন, —শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি' কহিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥ অতএব ইহাঁ তাঁর না কৈলু বিস্তার। পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন ;—গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥ পূর্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম। নবদ্বীপ আইলা প্রভু, এই তাঁর মর্ম॥ মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়াগ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণাঘাটের নিকট।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিতে আছে,—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিত-স্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানামকগ্রামে মাধবদাসবাট্যা-মুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

এই কথাগুলি পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎ-কালে গঙ্গার পূর্বপারে 'নবদ্বীপ'-নামক বিপুল গ্রাম বর্তমান ছিল এবং কুলিয়াগ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লীগ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ-সেনের গৃহে একবার থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন,যথা ;—

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে শ্রীমান্ সর্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।"

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বপারে এবং কুলিয়া নগর গঙ্গার পশ্চিমপারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ নগর হইতে কুলিয়া-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝায় যে, কাঁচড়া-পাড়ার তিন মাইল পূর্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" হইতে পারে না। সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমকূলে একক্রোশ-মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার 'সাতকুলিয়া' বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা

প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্বপারেই আছে। সে গ্রামও 'অপরাধভঞ্জনের পাট' হইতে পারে না। কেননা, সেস্থানে কখন কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল—এরূপ কোন জনশ্রুতিমাত্রও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোন গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তনে সেই কুলিয়া নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে. **বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়াগ্রাম অধিক দূর নহে;** কেননা, মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে গিয়াছেন, শুনিবামাত্র বাচস্পতি **ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ার উপস্থিত হইলেন** এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে **পার হইতে হয় নাই।** সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত; এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

"সার্বভৌমপিতা বিশারদমহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিগত মোক্ষ অভিলাষ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ)—এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর বিশারদ—সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল. সেই স্থানেই দেবানন্দপণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সেকালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া. মাউগাছি, জান্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিমপারে ফেলিয়া, পূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া, শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া. কুলিয়ার তীরে কুলিয়াগঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপূর্বে কোন সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমানা ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটা আজ পর্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাৎকালিক নবদ্বীপের 'দেওয়ান-বাজারের অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'বিদ্যানগর'-নামে একটী ছোট গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা-তীরে-তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেছপ্‌পর মধ্য দিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর, ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। এই জন্যই নবদ্বীপ হইতে লোকসকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন,জল, কণ্টক, অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই; প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়ানগরে যাইতে কেবল এক গঙ্গাপার মাত্র হইতে হইয়াছিল। বিদ্যানগর গ্রাম যদিও পূর্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির মাহাত্ম্যবলে ঐ গ্রাম পরে 'বিদ্যানগর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া একটী স্থান আছে সেই স্থান-টীকে কেহ কেহ 'কোলের গঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তন-সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে' তাহা পরে বলিব। 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রাম এখনকার 'নব-দ্বীপ' এবং এই নবদ্বীপে 'কুলিয়ার পাট', 'দেবানন্দের পাট' ও 'অপরাধ

ভঞ্জনের পাট' বলিতে কোন আশঙ্কা নাই। প্রধান নাম নবদ্বীপ কুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নামগুলিদ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না।

পূর্বে বিচারিত হইয়াছে যে, তাৎকালিক গঙ্গা প্রবাহের পূর্বতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পশ্চিম তীরে শ্রীপাট কুলিয়া। এই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতকাংশ 'নবদ্বীপ'-নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশ চরভূমি। কেন না, তৎপশ্চিমে বহুকালপূর্বে যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাদিগাছা ও মাজিদার নিকটবর্তী হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাপ্রভুর কিছু পূর্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরি, বৈঁচী-আড়া, বেদড়াপাড়া, চিনেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈঁচী আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলী হইতে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র—ছকড়ি, তিনকড়ি, দোকড়ি; তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট; ইঁহারা প্রাচীন শ্রীবংশীলীলামৃত সংস্কৃত-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমধ্যে পরিগণিত। সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাসী শিরোমণি গৌরচন্দ্র আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দপণ্ডিত, গোপাল চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' হইয়াছিল। 'শ্রীবংশী-শিক্ষা' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
'কুলিয়া-পাহাড়'-নামে স্থান।

তথায় আনন্দ-ধাম শ্রীছকড়ি চট্টনাম
মহাতেজা কুলীন-সন্তান ॥

এই গ্রন্থে নদীয়ার মাঝখানে বলিয়া কুলিয়া গ্রামের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্তিদ্বারা সাতকুলিয়া বা কাঞ্চনপল্লীর নিকটস্থ কুলিয়া অবশ্যই নিরস্ত হইতেছে। প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। বহুমানিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে বিচার করিয়া দেখুন।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাক্রমে দেখা যায়, নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী ভূখণ্ড তখন শ্রীগঙ্গাদেবীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তৎচতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য বহু গ্রাম নবদ্বীপের ষোল ক্রোশ পরিধির মধ্যে স্থাপিত ছিল। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থকার আড়াই শত বৎসর পূর্বে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের যে সংস্থান চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক লোকের অনুমান অপেক্ষা অধিকগুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। আমাদের কোন মনোগত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনকে অবহেলা করা কেবল দুর্ভাগ্যের কার্য। তাঁহার গ্রন্থে 'কোলদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানকে উক্তি করিয়াছেন, তাহা গঙ্গাদেবীর পশ্চিমতটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংস্থাপিত।

শ্রীনরহরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর ধামপরিক্রমা-বর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন—"কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্য এ প্রচার ॥"

কোন্ স্থান হইতে আচার্যপ্রভু কুলিয়া নগরে গেলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লিখিত আছে—

"বামনপুকুরে পুণ্যগ্রাম। 'ব্রাহ্মণপুষ্কর' এ বিদিত পূর্বমান ॥ ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্কর-তীর্থ তথা ॥ এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর ॥ কুলিয়াপাহাড়পুর গ্রাম। পূর্বে

কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যানন্দধাম ॥ প্রভু প্রিয়ভক্তে কোলদ্বীপে। পর্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে ॥”

বামনপুকুর নামক গ্রাম যে ব্রাহ্মণপুষ্কর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা তথায় অদ্যাপি পুষ্কর তীর্থের চিহ্ন আছে এবং পরিক্রমা-সময়ে বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন। ব্রাহ্মণপুষ্কর--গঙ্গার পূর্বতীরে এবং কুলিয়া-পাহাড়পুর—গঙ্গার পশ্চিম তীরে। পরিক্রমা পদ্ধতিতে, যথা —জাহ্নবীর **পশ্চিম কুলেতে।** কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুরা হইতে কুলিয়া পাহাড়পুর যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই : তথাপি ব্রাহ্মণপুরা হইতে পর্ণশালার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু কোলদ্বীপ গিয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই ঘাট পার হইলে কুলিয়াগঞ্জে উঠা যায়। আচার্যপ্রভু কুলিয়া দর্শন করিয়া সমুদ্রগড় গেলেন। তাহাতেও গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটা জলময় হইয়া যাইত এবং এখনও যায়। কোন ব্যক্তি ‘পরিক্রমা পদ্ধতি’ পড়িয়া পর পর গ্রাম অবলম্বনপূর্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যান, তবে তাঁহার সমস্ত ধাঁধাঁ মিটিয়া যায়। বৈষ্ণবাচার-দর্পণ’ গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে কবিকঙ্কন নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—ত্বরা করি’ সদাগর রাত্রিদিন যায়। পূর্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায় ॥ কোথাও রন্ধন, কোথা দধিখণ্ডকলা। নবদ্বীপ উত্তরিল বেনিয়ার বালা ॥ চৈতন্য-চরণ সাধু করিল বন্দন। সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন-ভোজন ॥ পাহাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান। মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গির চাপান ॥

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে ধনপতি সদাগর অন্ন পাক করিয়া আহার করিল,

সেই স্থানটীকে তখন 'দেওয়ানগঞ্জ' বলিত। দেওয়ানগঞ্জের অপর পারে বিশারদের জাঙ্গাল ও শ্রীরামপুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কন 'পাহাড়পুর' বলিয়া লিখিয়াছেন। পাহাড়পুর ছাড়াইয়া সমুদ্রগড়ে পৌঁছিলেন। এখনও সেই পথ লক্ষিত হইবে।

কাশিমবাজার পেনিনসুলা ম্যাপ দেখিলে এই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া -গ্রাম যে বর্তমান নবদ্বীপ—হইতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে দেওয়ানগঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গানগরের দিকে চলিয়াছিলেন। সে সময়ে বর্তমান নবদ্বীপের নহলাপাড়া গঙ্গার গর্ভে ছিল, কি উপায়ে ছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। প্রাচীন নিবাসিগণ বলেন যে, নহলাপাড়ার অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। জল শুষ্ক হইলে দেওয়ানগঞ্জ-পারের ভগ্ননিবাস বহু প্রজাবর্গ সংলগ্ন ও কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা দেওয়ানগঞ্জ পারের যত জমি ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, ততই শ্রীনবদ্বীপের স্বস্থলপয়বস্থিতে বাব্‌লাড়ি প্রভৃতি পুরাতনগঞ্জের অনেক স্থান বসিয়াছিল। সেই সময়ে পুরাতনগঞ্জে একটী স্থানে শ্রীবাস-অঙ্গন কল্পিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়া চরে আসিয়াছে। দেওয়ানগঞ্জের দিকের প্রজাসকল—নিজ নদীয়ানগরের প্রজা। তাহারাই সংলগ্ন চরে যত উঠিয়া গেল, ততই নবদ্বীপ-নামকে প্রশস্ত করিল।

যেস্থানে বড় নাম উপস্থিত হয়, সেস্থানে ছোট নাম কাযে কাযেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটী পল্লীতে পূর্বপ্রসিদ্ধ 'কুলিয়া' নাম লুপ্ত হইয়া 'নবদ্বীপ'-নাম ব্যাপ্ত হইল।

বর্তমান নবদ্বীপ পূর্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বিফল। কুলিয়া গ্রামে ছকড়ি

মাধব চট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধর কুলিয়াগ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুমূর্তী রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনাপাড়া চলিয়া যান। তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুপূর্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন, তৎপশ্চিমেও কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়ানগরে পাওয়া যায় না। যদি সেখানে কোন 'কুলিয়া' থাকিত, সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড়নিবাসী কোন অতি বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিশুকালে কুলিয়ার গঞ্জ বাজার করিতে আসিতেন এবং সে সময় কুলিয়া-গ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

'সাতকুলিয়া' নামক গ্রাম রামচন্দ্রপুরচড়া হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব-কোণে এবং শ্রীমায়াপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে। শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইলে ইহা গঙ্গার এক তীরবর্তী হইয়া পড়ে, আবার রামচন্দ্রপুরের চড়ায় মায়াপুর অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিলে শ্রীরামচন্দ্রপুর গঙ্গার পশ্চিমতীরে এবং সাতকুলিয়া গঙ্গার পূর্বতীরে হয়। সাত-কুলিয়ার পূর্বদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা থাকার কোন চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। নক্সাদৃষ্ট হইলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, রামচন্দ্রপুরের চড়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে না এবং সাতকুলিয়াও মহাপ্রভুর সময়ের কুলিয়া নহে। এই সাতকুলিয়ার অপর একটী নাম 'ধোপাদি-গ্রাম'। কৃষ্ণনগর

'সাত-কুলিয়া' কোলদ্বীপ নহে।

থানার জুরিস্‌ডিক্‌সন্‌ লিষ্ট এবং সেট্‌ল্‌মেণ্ট নক্সাতে 'সাতকুলিয়া' অথবা 'ধোপাদি' লিখিত আছে। এই সাতকুলিয়ার উপরে 'ধোপাদিবনকর' ও 'ভালুকা'-নামক গ্রাম। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীমায়াপুর ও কুলিয়া-মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গার ব্যবধান ছিল এবং শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য হইতে জানা যায় যে, কুলিয়া শ্রীমায়াপুরের পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে অবস্থিত ছিল। সুতরাং সাতকুলিয়া কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের কুলিয়া নহে।

কোলদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

(ক) **কুলিয়া-পাহাড়পুর**—এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে বাসুদেব-নামে একজন ব্রাহ্মণ-কুমার ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীবিষ্ণু পর্বতসমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্য-যুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্‌ আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেন।

(খ) **ভজন-কুটীর**—ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসর্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান। শ্রীল জগন্নাথ নিত্যসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস প্রভু শ্রীব্রজ ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্বভৌম ছিলেন। এই মহাপুরুষই শ্রীগৌরাঙ্গজন্ম-স্থানের নির্দেশক শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ মানবজাতির

কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। বর্তমান কালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মাহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। এই মহাপুরুষ ১৩০০ সালে শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীগৌরজন্মপীঠ নির্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে জীবোদ্ধারকল্পে এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া স্বীয় জন্ম-স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণবপর্বব্রতাদি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠা-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে প্রায় ২০০ বৎসর আগে প্রকটিত হন। ইঁহার অপ্রকট তিথি—১৩০২ সালের শিবরাত্রের পরবর্তী শুক্লাপ্রতিপৎ।

(গ) **কুলিয়া ধর্মশালা**—অবধূত-পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজনস্থলে পরিণত হওয়ায় এই স্থানটী (ধর্মশালা) শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্য আরাধনার বস্তু হইয়াছে। অনেকে ভগবদ্ভক্তির ভাণ করিয়া লোকচক্ষে শাস্ত্রীয় সদাচার দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন, তাঁহাদের সেই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামিশাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এই কুলিয়া ধর্মশালার সাধারণের পুরীষ-ত্যাগের স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-

দেবের পবিত্র পাদানুসরণ করিয়া যাঁহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, সেই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বৈষয়িক মেথরের অভিনয় করেন। এই স্থানে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অপ্রকট-লীলার আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

(ঘ) শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান।

এই বৈষ্ণব মহাত্মা কুলিয়ার নূতন চড়ায় একটী কুটীরে নিজ-ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন। তাহা নবদ্বীপের খেয়াঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঋতুদ্বীপ

এই ঋতুদ্বীপ নামক স্থান চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, রাতুপুর বা রাতপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী, কোব্‌লা প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীনিবাসপ্রভুর ভ্রমণে কৃষ্ণবাটী ও কোব্‌লার উল্লেখ নাই; কিন্তু এই স্থান-দুইটী বিদ্যানগর এবং রাতুপুরের মধ্যে পড়ে। সেইজন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে—

ঋতুদ্বীপের সীমা

"এত কহি শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হইতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে॥"

এই স্থানে ছয়টী ঋতু সর্বসময়ে বিরাজমান বলিয়া ইহার নাম 'ঋতুদ্বীপ'।

(ক) চম্পকহট্ট—বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা এবং ইষ্টার্ণ রেলওয়ের হাওড়া-নবদ্বীপ-লাইনের সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ-ধাম ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে চাঁপাহাটী-গ্রামে গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথের গৃহ। দ্বিজবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ এই স্থানে বিরাজমান। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবার নিতান্ত বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এই পাট-বাটীর সংস্কার সাধনপূর্বক একটী নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়নমনোভিরাম বিগ্রহদ্বয় যথা শাস্ত্র অর্চিত হইতেছেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই স্থানে শ্রীগৌরগদাধরমঠ স্থাপনপূর্বক

শ্রীগৌর ও গৌরশক্তি শ্রীগদাধরের প্রচারিত শুদ্ধসেবাধর্ম সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই স্থানের পূর্ব ইতিহাস,—সত্য-যুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন; তৎকালে তথায় প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানী হইত, এইজন্য এই গ্রাম 'চাঁপাহাটী'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রতি-দিন চম্পহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের পূজা করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করিলেন। বিপ্র একদিন পূজায় বসিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চম্পকদ্যুতিতে দর্শন প্রদান করেন; বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের এই গৌর-রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণের এই রূপ ধারণ করিবার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণ তাঁহার নিগূঢ় গৌরাবতারের রহস্য জ্ঞাপন করেন এই রূপে তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইবেন—একথাও বলিয়া দেন। কলি-কালে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতার-কথা জানিতে পারিয়া বিপ্র আরও ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"ওহে বিপ্র তুমি ব্যাকুল হইও না। আমি কলিযুগে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে তুমিও চম্পহট্ট গ্রামে আবির্ভূত হইবে এবং আমার

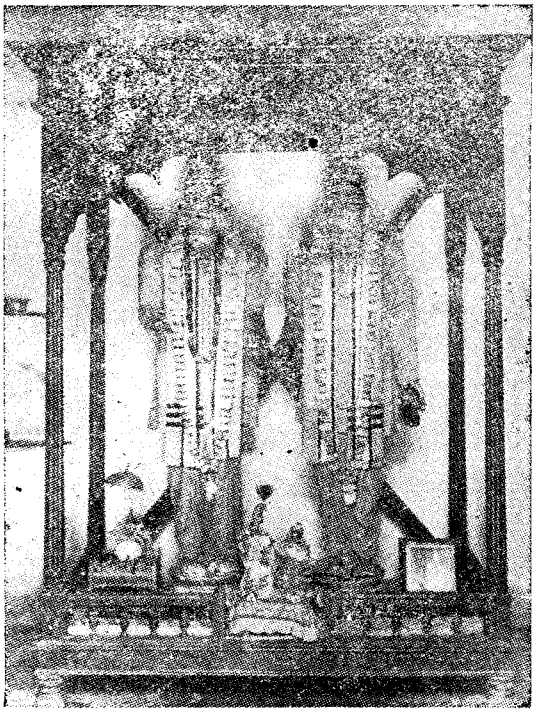

দ্বিজবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর

শ্রীগৌরগদাধরমঠ, চাঁপাহাটী. ঋতুদ্বীপ।

(১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

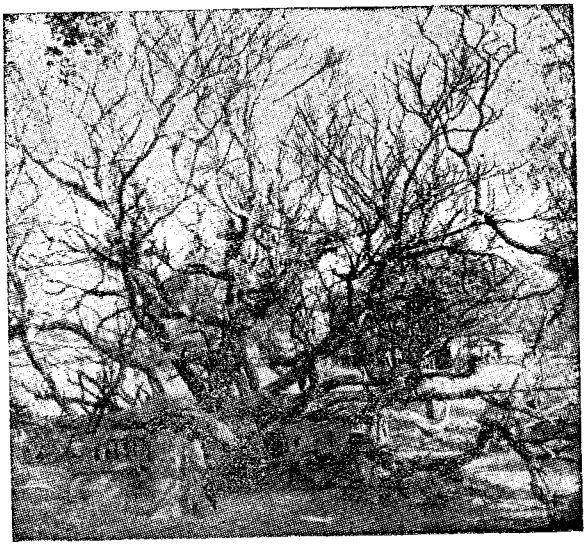

ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি-মন্দির

(৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই রূপ নিরন্তর দর্শন করিতে পাইবে।" এই বিপ্রই গৌর-লীলায় দ্বিজবাণীনাথ। আবার ইনিই ব্রজলীলায় কামলেখা।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীজয়দেব ঠাকুর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এই স্থানে পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই স্থান কে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম খদিরবন-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। পরমপ্রেষ্ঠা সখী-অষ্টকের অন্যতমা চম্পকলতা এই স্থানে চম্পক-পুষ্পের মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া এই স্থান মধুররসাশ্রিত ভক্তগণের অতীব প্রিয় ভজনস্থলী-মহাভারতেও এই স্থানের উলেখ দেখা যায়,—

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।"

এই চম্পকহট্টে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময় প্রতি বৎসর দিবসত্রয়ব্যাপী মহামেলা,যাত্রামহোৎসবাদি হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র নরনারী এই মহামেলা দর্শনার্থ আগমন করিয়া বিনা ভেটে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'ন। যাত্রিগণের পানীয়জলকষ্ট-নিবারণের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ এখানে নলকূপাদি প্রোথিত করাইয়া দিয়াছেন।

(খ) **সমুদ্রগড়**—ঋতু-দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত। ভক্তি-রত্নাকর ১২শ তরঙ্গে এই স্থান 'সমুদ্রগড়ি' নামে উক্ত,—

একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা-প্রতি।
জগতে তোমা-সম নাই ভাগ্যবতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকটবিহার—সবে গায়॥
তোমার তীরেতে হ'বে অশেষ আনন্দ।
গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
প্রভুর প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিলা গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি'॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি মাত্র আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গাসহ গতিতে 'সমুদ্রগতি' নাম।
এবে লোক কহয়ে 'সমুদ্রগড়ি' গ্রাম॥

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সমুদ্রগড় নবদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত এবং সমুদ্র গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-দর্শনের জন্য আসায় ইহার নাম 'সমুদ্রগতি' এবং পরে 'সমুদ্রগড়ি' হয়। এইস্থান সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর-তীর্থ এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এই,—

দ্বাপর যুগে সমুদ্র সেন নামে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ মধ্যম পাণ্ডব ভীম বঙ্গদিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবর সমুদ্র সেন মনে করিলেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত প্রিয়। পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীমকে ভয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষ্ণ-দর্শন করিতে পারিব। এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্র সেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজার বাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শনপূর্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এই স্থলে আগমনপূর্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্র সেনকে দর্শন প্রদান করেন। সমুদ্র সেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে—

ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন॥
মহাসংকীর্তন-বেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্তন॥
সেই রূপ হেরি' রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ-চরণে॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপের সীমা

এই জহ্নুদ্বীপ নামক স্থান বিদ্যানগর, মঙ্গলপুর, রাজ্যধরপুর, রামচান্দপুর, শ্রীরামপুর এবং জান্নগর প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর ভ্রমণে মঙ্গলপুর, রাজ্যধরপুর, চান্দপুর ও শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ নাই, কিন্তু এই স্থানগুলি বিদ্যানগর ও জান্নগরের মধ্যবর্তী। সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে এই স্থানসমূহের উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল।

জহ্নুদ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ

(ক) জান্নগর—জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'জান্নগর' বলে। এই স্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ

তাঁহার পিতৃপুরুষদের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী হইয়াছে। কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান পূর্বক ভাগবতধর্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্মতত্ত্বই আবার তিনি যুধিষ্ঠির-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্তন করেন। মহাভারত-শান্তিপর্বে বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীভীষ্মদেব ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম—ইহাই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছেন।

(খ) **বিদ্যানগর**—এই স্থান সর্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা 'সারদা-পীঠ' নামেও কথিত হয়। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্বযুগের সর্ব ঋষি এই স্থান হইতেই বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি কাব্যরস, ধন্বন্তরী—আয়ুর্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্গান করেন, দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র কীর্তন করেন। এই স্থানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনীয় বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই স্থানেই কপিল—সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতম—তর্কশাস্ত্র,

কণাদ—বৈশেষিক-শাস্ত্র, পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্র, জৈমিনী—মীমাংসাশাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস—পুরানাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অলক্ষ্যে শ্রুতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, যেহেতু নির্বিশেষ-বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে, সেই হেতু তাঁহারা শীঘ্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না; তবে তিনি যখন কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবেন, তখন, তাঁহারা প্রভুর পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ-গৌরকীর্তনে অধিকার পাইবেন এবং গৌরসুন্দরের নিত্য চিদ্বিলাসলীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণসঙ্গে শ্রীগৌরসেবার্থ নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাছে বিদ্যাজালে পতিত হইয়া তিনি সর্ববিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের সেবা হইতে বিচ্যুত হন, এই আশঙ্কায় গৌরাবির্ভাবের পূর্বেই শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে গমন করেন এবং মনে মনে বিচার করেন, যদি আমি প্রকৃত গৌরাঙ্গদাস হইতে পারি, তাহা হইলে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-সন্নিধানে আকর্ষণ

করিবেন। বাসুদেব সার্বভৌম নীলাচলে মায়বাদি-সন্ন্যাসি-গণের গুরু ও অধ্যাপকরূপে মায়াবাদশাস্ত্র প্রচার করেন। এই বিদ্যানগরে বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দর ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া সার্বভৌম-শিষ্যগণকে হাস্য-পরিহাসে পরাজিত করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ কেহ "বেদনগর" বা "ব্যাস-পীঠ" বলিয়াও বন্দনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলা-কালে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যা-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংখ্য, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি অনিত্য জগতে অমঙ্গল প্রসব করে; কিন্তু নবদ্বীপমণ্ডলের সারস্বত-তীর্থে সেই সকল বিদ্যাই পরম মঙ্গলের প্রসূতিরূপা হইয়া বিরাজ করেন। এই স্থানে তর্ক-সাংখ্যাদি শাস্ত্র কর্মজ্ঞানাদি সধনভক্তির অধীন হইয়া ভক্তি-দাস্য করিয়া থাকে। এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃদেবীরূপে গৌরদাসী প্রৌঢ়া মায়া সর্বযুগে বিরাজিতা রহিয়াছেন,—

"প্রৌঢ়া মায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌরসেবি'॥
অতি কর্মদোষে যা'র বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তা'রে মায়া অন্ধ করি' দেয় নানা ক্লেশ॥
সর্বপাপ সর্বকর্ম হেথা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়া মায়া বিদ্যারূপে করে ধর্ম লয়॥

কিন্তু যদি বৈষ্ণবের অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তাকে কর্ম্মের বিপাকে ॥
বিদ্যা পড়ি' নদীয়ায় সে-সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
বিদ্যার অবিদ্যালাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ, নদীয়া-বৈভব ॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা-ছায়া অমঙ্গল হয় ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে জানা যায় যে, মহাপ্রভুর প্রকট-কালে এই স্থানে যাইতে হইলে গঙ্গাতীরের পথ দিয়া কাঁটা-খোঁচা, বাঁশ ও জঙ্গলপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গা-পার হইতে হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সার্বভৌম-পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহে বিদ্যানগরে আসেন, তখন নগরের লোক গঙ্গানগর হইতে তীরে তীরে বহু কাঁটাখোঁচা ও জঙ্গলভূমির উপর দিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গার একধারা পার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগরে শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের আলয় এবং প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত শ্রীসার্বভৌম গৌড়ীয়মঠ দর্শনীয়।

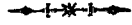

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মোদদ্রুম-দ্বীপ

এই মোদদ্রুমদ্বীপ মাউগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। এই স্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীর-বন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ-বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে 'মোদদ্রুমদ্বীপ' বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহাবটবৃক্ষ-তলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন।

মোদদ্রুমদ্বীপের লীলা ও ইতিহাস

মোদদ্রুমদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস

মামগাছি গ্রামে এক রামোপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌরপ্রকটোৎসব-দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চই আমার প্রভু রামচন্দ্র নিজ দুর্বাদলশ্যামদ্যুতি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত নহেন, প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ

থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য মর্ত্য জীবমাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রতনয়কে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিজ ভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু স্বীয় প্রভুর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দুর্বাদলশ্যাম-মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর বিপ্রকে দর্শন দান করিলেন। সপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে আবার সেই মূর্তিকে দুর্বাদলশ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং গৌরচরণে নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজতত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্বক অন্যের নিকট এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(ক) এই মোদদ্রুম-দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর **শ্রীবৃন্দাবনের আবির্ভাব** ও **লীলাভূমি**। তাঁহার জন্মভিটা সেবাবুদ্ধির শিথিলতা-নিবন্ধন কিছুকাল যাবৎ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত হইয়া লোক-লোচনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু গৌর ও গৌরজনের পদাঙ্কপূত লুপ্ততীর্থসমূহের পুনঃ-প্রকাশকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রযত্নে তাহা লোক-

ঠাকুর বৃন্দাবনের লীলা ভূমি

লোচনের নিকট পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের আবির্ভাবালয়ে শ্রীমোদক্রম গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তথায় শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা হইতেছে।

ঠাকুর বিন্দাবনের আবির্ভাবভূমি কেবল বাঙ্গলার নহে, সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীর গুরুপীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ভক্তিপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃতা ভবিষ্যদ্‌বাণী-মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বাগ্দেবীপতির বাণী মিথ্যা হইবার নহে। অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র জগতের লোক এই ব্যাসপীঠের পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি এই মোদক্রমদ্বীপে আগমন করিয়া গৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই চিন্ময় রজে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিবেন, ইহার পূর্বাভাস এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় সর্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতেই ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায়ও শীঘ্রই এই মহাগ্রন্থ অনূদিত হইবেন।

এই স্থান গৌড়ের নৈমিষ। এই ব্যাসপীঠ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা এতদিন জীবের সেবাপ্রবৃত্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় এই স্থান ও ঠাকুর বৃন্দাবনের মনোঽভীষ্টের সেবার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠের সেবা অপেক্ষা এই ব্যাসপীঠের সেবা আরও বড়; ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনই বেদ-ভাগবতবাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়।"

(খ ও গ) মালিনীদেবীর পিত্রালয় ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ—এই মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভীটার অদূরেই বর্তমান সময়ে শ্রীশার্ঙ্গমুরারির শ্রীপাটে চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের শ্রীমদনগোপাল অশেষ পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের মহিমা স্বয়ং মহাপ্রভু এইরূপভাবে কীর্তন করিয়াছেন,—

"প্রভু বলে, আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমায় যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥"

এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য, যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু বলিয়া কীর্তিত। শ্রীবাসুদেবের বৈষ্ণবসেবার্থ ব্যয়-বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয়-সমাধান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি জীবের দুঃখ-দর্শনে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নগর-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥"

(ঘ) শ্রীশার্ঙ্গমুরারির শ্রীবিগ্রহ—এই মামগাছি-গ্রামে গৌরপার্ষদ শার্ঙ্গঠাকুর (শার্ঙ্গপাণি, শার্ঙ্গধর) প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির একটী প্রাচীন বকুল বৃক্ষের সম্মুখে নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীল শার্ঙ্গমুরারি প্রভু এই মোদদ্রুম-দ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জন ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ

প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী কল্য প্রাতে দেখা হইবে তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পর দিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারি' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি শর নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

(ঙ) বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণ-পীঠ—এই বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর নিকট কৈলাস পর্বতে আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিতে কীর্তন করিতেছেন। শ্রীনারদ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনরত মহেশকে দেখিতে পাইয়াই প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভূতলে পতিত হইয়া শম্ভুকে প্রণাম করিলেন। শম্ভু নারদকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার কোন্ স্থান হইতে বর্তমানে আগমন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ অতীব উল্লসিত হইয়া বলিলেন, তিনি শ্রীনারায়ণের দর্শনার্থ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিজ প্রিয়গণ-সঙ্গে নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে পরম রম্য নবদ্বীপ-নগরে গণসহ নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন—এই প্রসঙ্গ

লইয়া বৈকুণ্ঠে মহারঙ্গ হইতেছিল। নারদ সেই আনন্দকোলাহল প্রত্যক্ষ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন। নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া শম্ভুর স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমসিন্ধু দ্বিগুণতর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শম্ভুতে সমকালে উদিত হইল। শ্রীনারদ মহেশকে এইরূপ নবদ্বীপলীলাগত দর্শন করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। বর্তমান যে স্থানে বৈকুণ্ঠপুর, সেই স্থানে দেবর্ষি নারদ আগমনপূর্বক নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"অহো! আমি বৈকুণ্ঠে যে শ্রীনারায়ণের দর্শন করিয়া আসিলাম, এই স্থানে কি সেই বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পাইব?" শ্রীনারদমুনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সপার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনারদমুনি প্রেমে বিহ্বল হইলে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনারদমুনি বিচিত্র স্বরে বীণার মযুর-তান-সহযোগে শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরুক্মিণীনাথের দর্শন করিলেন। রুক্মিণীবল্লভ 'কোথা হইতে নারদের আগমন হইল'—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ নবদ্বীপের কথা বলিলেন। মুনির মনোবৃত্তি জানিয়া রুক্মিণীনাথ কৃষ্ণ নারদের নিকট গৌরমূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন। নারদ নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রেমে অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শ্রীগৌরমূর্তি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপে

প্রকাশিত হইয়া নারদের হৃদয়ে গৌরকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব ও নিত্যবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে কৈলাস-পর্বতে শিবের নিকট গমন করিয়া এই সকল বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ করিলেন। নারদ বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে কৈলাস-পর্বতে উপনীত হইলেন এবং মহাদেবের নিকট সমস্ত কথা কীর্তন করিলেন। মহাদেব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নারদকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক অত্যদ্ভুত নৃত্যকীর্তন-ধ্বনিদ্বারা কৈলাস-ধাম মুখরিত করিলেন। নারদ পুনরায় এই নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করিলেন এবং এনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"আমি দ্বারকায় ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছি, এই স্থানে কি সেই রূপ দর্শন করিতে পাইব ?" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই নারদ এই স্থানে দ্বারকার সমস্ত ঐশ্বর্যবিলসিত গৌরসুন্দরকে রত্ন সিংহাসনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। প্রভুর রূপ ও ঐশ্বর্যমাধুরী দেখিয়া নারদ আনন্দ বিহ্বল হইলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর নারদকে সুমধুর বচনে বলিলেন যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থানে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধা বেদগুহ্য-লীলা বিস্তার করিবেন। এইরূপ বাক্যে নারদকে তুষ্ট করিয়া মহাপ্রভু গৌরহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনারদ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া এইস্থানে কিছুদিন গৌরনাম-কীর্তন-নর্তনে অতিবাহিত করিবার পর গৌরনাম গান করিতে করিতে বিবিধ-স্থান-পর্যটনে বহির্গত হইলেন। এই স্থানে বৈকুণ্ঠের

ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান **'বৈকুণ্ঠপুর'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থানকে বিজ্ঞগণ **'নারায়ণপীঠ'**ও বলিয়া থাকেন। এই স্থানের তদানীন্তন সুযোগ্য রাজা এখানে শ্রীনারায়ণের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একজন পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁহার অনন্যপ্রীতি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহে গমন করিয়া নিভৃতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন। বল্লভ মিশ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। মিশ্র মহাশয়ও এই বিপ্রকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। যে দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিবস এই বিপ্র বিবাহ-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরনারায়ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অদ্ভুত নৃত্য রচনাপূর্বক প্রেমপুলক-কদম্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে বিপ্র নিজ জীর্ণ কুটীরে আগমন করিয়া মিশ্রগৃহে লক্ষ্মীগৌরচন্দ্রের লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইতেছিলেন এবং লক্ষ্মীপ্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছিলেন। বিপ্রের ঐপ্রকার অদ্ভুত আর্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের কুটীরে বিপ্রকে দর্শন দান করেন। দরিদ্র বিপ্রের কুটীরে বৈকুণ্ঠের মহা-ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইল। রত্ন-সিংহাসনে লক্ষ্মীসহ গৌরবিগ্রহ প্রকাশিত হইলেন। সেই সময় গৌরসুন্দর চতুর্ভুজমূর্তি প্রকাশ করায় বিপ্রের পরম বিস্ময়

হইল। বিপ্র প্রভুপদে পতিত হইয়া বহু স্তুতি করিলেন। প্রভু বিপ্রকে তাঁহার নিত্য কিঙ্করতে স্বীকারপূর্বক ঐসকল কথা গুপ্ত রাখিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বৈকুণ্ঠপুরেই ঐ ভক্তিমান্ বিপ্রের কুটীর ছিল।

মহৎপুর বা মাতাপুর—বনবাস-কালে পাণ্ডবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের একচক্রা গ্রামে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একচক্রা-প্রদেশে যে-সকল অসুর ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া মহা সুযশ অর্জন করিলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব একচক্রার নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণে নিযুক্ত থাকিলেন। একচক্রার শোভাদর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিচার করিলেন, "অনেক দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ চিত্তাকর্ষক স্থান ত' আর কোথাও দেখি নাই। মনে হয় এইস্থান কৃষ্ণের কোন লীলাস্থান। যদি কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক জানান, তাহা হইলেই এই স্থানের মহিমা জানিতে পারি।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইল, কৃষ্ণের ইচ্ছায় মহারাজ যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে রোহিণীনন্দন বলরামের দর্শন পাইলেন। বলদেব মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্ভুত স্নেহবশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, তোমার চিত্তে যাহা স্ফূর্তি পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই স্থান হইতে অনতিদূরে সুরধুনীবেষ্টিত শ্রীনব-দ্বীপ-নামক এক পরম রম্য স্থান আছে। তথায় কলির প্রথমে

কৃষ্ণচন্দ্র প্রচ্ছন্নাবতারী হইয়া বিপ্রকুলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ নানা দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছামত এই একচক্রা নগরে আমার জন্ম হইবে।" বলদেব এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং একচক্রা গ্রামকে সাক্ষাৎ শ্বেতদ্বীপের মত দর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিশোভা দর্শন করিবামাত্রই যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভ্রাতৃগণকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। একচক্রা গ্রাম হইতে পঞ্চপাণ্ডব নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। নবদ্বীপের ভোশা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"একচক্রা গ্রামে যেরূপ স্বপ্নমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইয়াছি, এখানেও সেইরূপ দর্শন পাইব?" কৃষ্ণের ইচ্ছায় এইরূপ চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে অনুপম লাবণ্য-লহরী-সিন্ধু কৃষ্ণ-বলদেব-ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থান আমার জন্মভূমি নদীয়ানগর। এখানে আমি কলিযুগে গণসহ অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্তন-বন্যায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিব এবং তোমাদের সহিত রত্নাকরতটে বিবিধ বিলাস করিব।" যুধিষ্ঠিরের মনোবৃত্তি জানিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুরুষসুন্দর গৌরমূর্তি প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির ঐরূপ সন্দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং দুই প্রভুর পদতলে লুটাইতে লুটাইতে নেত্রজলে তাঁহাদের পাদ্য রচনা করিলেন। প্রভুদ্বয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত

করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর যুধিষ্ঠির সমস্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভ্রাতৃগণকে জানাইলেন এবং এইস্থানে কয়েক দিন গৌর-নিত্যানন্দের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিতে করিতে মহানন্দে অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গৌর-পুরাণ শ্রবণ করিলেন। মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয় এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম **'মহৎপুর'** হইয়াছে। মহৎপুরের অপভ্রংশ মাতাপুর। এই শাস্ত্রবাণী অনভিজ্ঞ জনগণের নিকটে কোন কোন ব্যক্তি অভিসন্ধিমূলে মাতাপুর বা মহৎপুরকে 'মাধাইপুর' বলিয়া প্রচার করিতেছে। বস্তুতঃ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে 'মাধাইপুর'-নামক কোনও গ্রামের উল্লেখ কোনও গ্রন্থে নাই। এই স্থানে বিস্তীর্ণশাখ **'পঞ্চবটবৃক্ষ'** এবং **'যুধিষ্ঠিরবেদী'** নামে এক উচ্চ টিলা বিরাজিত ছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাহিরদ্বীপ-রামচন্দ্রপুর অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর নহে

যে স্থানকে এক্ষণে রামচন্দ্রপুর বলা হইতেছে, তাহা বাব্-লাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্গত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানের নামানুসারে 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হয়। পরে যখন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐস্থানে রাম-সীতার মন্দির নির্মাণ করেন, তখন দেওয়ান-গঞ্জের কতকাংশের নাম 'রামচন্দ্রপুর' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে কিন্তু ১৯১৭ সালে সেট্‌ল্‌মেণ্ট জরিপ কালে এই স্থানও বাব্-লাড়ি দেওয়ানগঞ্জ-সামিলে জরিপ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-স্থানকে যাঁহারা রামচন্দ্রপুরে অপসারিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধারণা যে সর্বাংশে ভ্রমপূর্ণ, তাহা কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

(১) রামচন্দ্রপুরের চড়া বা ক্যাঁকড়ার মাঠ নামক স্থান ও কাজির বাড়ী কোনদিন ভাগীরথীর একতীরবর্তী ছিল না এবং থাকিতে পারে না। ঐরূপ কল্পিত হইতে কাজি-দলন-দিবসের সঙ্কীর্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাজির বাড়ী আসিতে গঙ্গা পার হইতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণানু-সারে জানা যায় যে, কাজি-দলনের দিবস নগর-সঙ্কীর্তনকালে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হ'ন নাই।

(২) ক্যাঁকড়ার মাঠ কাজির বাড়ী হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে। ঐস্থান হইতে গঙ্গানগর হইয়া বাবনপুকুর আসিতে হইলে রুদ্রপাড়া (একটী প্রসিদ্ধ স্থান) পার না হইয়া আসিবার উপায় নাই (নক্সাদ্রষ্টব্য)।

কীর্তনের পথে গঙ্গার তীরে তীরে কয়েকটী ঘাট পার হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গানগরে পৌছিয়া সিমুলিয়া (বামনপুকুর) কাজির বাড়ী আসিয়াছিলেন। রুদ্রপাড়াই রুদ্রদ্বীপ এবং ইহা বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গানগরের মধ্যবর্তী স্থান। অধিকন্তু ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে কীর্তন আরম্ভ হইলে সমগ্র কীর্তনের পথটী ২৫।২৬ মাইল দীর্ঘ হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

(৩) শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রমণবৃত্তান্তেও আমরা দেখিতে পাই, অন্তর্দ্বীপ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য সিমুলিয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাজির বাড়ী ও সমাধি সিমুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুরের পথে অবস্থিত। এক্ষণে ক্যাঁকড়ার মাঠে (যাহা বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সহিত জরিপ হইয়াছে) জন্মস্থান অপসারিত এবং ঐ স্থানকে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুররূপে গঠন করিতে চাহিলে ঐস্থান হইতে সিমুলিয়া যাইতে রুদ্রপাড়া বা রুদ্রপুর (যাহা ভক্তিরত্নাকরে 'রুদ্রদ্বীপ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে) পার না হইয়া সিমুলিয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য জান্নগর এবং তৎপরে মাউগাছি, মহৎপুর (মাতাপুরাদি) পার হইয়া সর্বশেষে রুদ্রদ্বীপে গিয়াছিলেন। যদি ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু যাত্রা করিয়া থাকেন এবং প্রথমে সিমুলিয়া (সীমন্তদ্বীপ) পরে গাদিগাছা (গোদ্রুমদ্বীপ, তৎপরে মাজিদা (মধ্যদ্বীপ) তৎপরে রাতুপুর (ঋতুদ্বীপ), তৎপরে জান্নগর (জহ্নুদ্বীপ), তৎপরে মাউগাছি (মোদদ্রুমদ্বীপ) পার হইয়া মাতাপুর হইয়া রুদ্রপাড়া (রুদ্রদ্বীপে) যান, তাহা হইলে তাঁহাকে যাইবার মুখে একবার রুদ্রদ্বীপ পার হইয়া যাইতে হয় ; পুনরায় ক্যাঁকড়ার মাঠকে পশ্চাতে রাখিয়া রুদ্রপুর গিয়া তথা হইতে সুবর্ণবিহার হইয়া পুনরায় মধ্যদ্বীপের মধ্য দিয়া ১০।১২ মাইল হাঁটিয়া ক্যাঁকড়ার মাঠে ফেরৎ আসিতে হয়। ইহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ভক্তিরত্না-

করে শ্রীনিবাস আচার্যের যে ভ্রমণ-বিবরণ অন্তর্দ্বীপ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে তাহা যদি এই ম্যাপের সহিত বা কোন সেটেল্‌মেণ্ট ম্যাপের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে ক্যাঁকড়ার মাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান কল্পনা কোন মতেই বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য করা যাইবে না।

(৪) আবার দেখুন, আতোপুর বা অন্তর্দ্বীপ হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়, ভক্তিরত্নাকরে ইহা লিখিত আছে। যদি বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সংলগ্ন মাঠ আতোপুর হয়, তবে ঐস্থান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত সুবর্ণবিহার কোন মতেই দৃষ্ট হইবে না।

(৫) গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে মন্দির করিতেন, তাহা হইতে তিনি নিশ্চয় সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীরামসীতার বিগ্রহ স্থাপন না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিতেন এবং ঐ স্থানটীকে নিশ্চয়ই শ্রীমায়াপুর বলিয়া ঘোষনা করিতেন। তাহা হইলে ঐস্থান অদ্য রামচন্দ্রপুরের চড়া বাহির দ্বীপের মাঠ বা ক্যাঁকড়ার মাঠ নামে খ্যাত না হইয়া অন্তর্দ্বীপের মাঠ বা শ্রীমায়াপুরের চড়া বলিয়াই খ্যাত হইত।

(৬) প্রসিদ্ধি আছে যে, রামচন্দ্রপুরে খুব রাম সীতার মহামহোৎসব হইত। আর রামচন্দ্রপুর রামসীতার লীলাস্থলী মোদক্রুমদ্বীপেরই অন্তর্গত। কাজেই সেস্থানে কোনও মতেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কল্পিত হইতে পারে না।

(৭) কাজি-দলন-দিবসে কীর্তনের বিবরণে (অন্তর্দ্বীপ-সম্পর্কে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য) দৃষ্ট হয়, কাজির বাড়ীর পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-সহিত তন্তুবায়পল্লী (যাহা অদ্যাপি বর্তমান) এবং তৎপরে শঙ্খবণিক-পল্লী ও তৎপরে গাদিগাছা গিয়াছিলেন। নক্সাতে আমরা কাজির বাড়ী বামনপুকুর ও গাদিগাছার বালিচর—এই দুইটী স্থান পাই, সুতরাং তন্তু-

বায়পল্লী ও শঙ্খবণিক্-পল্লী—এই দুইটী স্থানের মধ্যে। এই স্থান রামচন্দ্রপুরের চড়া বা কাঁকড়ার মাঠ হইতে ৫ মাইল দূরে। এক্ষণে যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নভোজনের পর ভ্রমণের বিবরণ আমরা পাঠ করি (এই গ্রন্থের ২১, ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্নভোজনের পর তন্তুবায় ও শঙ্খবণিকের ঘরে আসিতে হইলে ৫ মাইল আসিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া আবার ৫ মাইল হাঁটিয়া ফেরৎ যাইতে হইবে; ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

(৮) বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কাঁকড়ার মাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়া যদি অন্তর্দ্বীপ ও মায়াপুর হয় তাহা হইলে ইহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া হইতে হয়। কারণগঙ্গার একদিকে শ্রীমায়াপুর ও অন্যদিকে কুলিয়া, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়।" কিন্তু এই ম্যাপখানি বা যে কোন সেটেল্‌মেণ্ট ম্যাপ দেখিলে জানা যাইবে যে বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জের পশ্চিমে জাহাননগর, (যাহা ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে 'জহ্নুদ্বীপ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মাতাপুর পড়ে। সুতরাং কোনক্রমেই রামচন্দ্রপুরের চড়াকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

এই সমস্ত কারণে এবং অপরাপর বহু কারণে (যাহা গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে) এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে উদ্ধৃত হইতে পারিল না, কাহারও মনে রামচন্দ্রপুরের চড়ায় বা কাঁকড়ার মাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে—এরূপ সন্দেহও স্থান পাওয়া উচিত নয়।

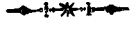

মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণের পত্র

[এই প্রসঙ্গটী 'সরস্বতী জয়শ্রী' সপ্তম বৈভব হইতে সংগৃহীত হইল]

৩রা চৈত্র (১৩২৫), ১৭ই মার্চ (১৯১৯), ২ বিষ্ণু (৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ) সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইল। সভায় নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পরলোকগত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যতীর্থ, রামগোপাল কাব্যতীর্থ, কৃষ্ণমোহন কাব্যতীর্থ, যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, শৈলেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত প্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য, পণ্ডিত রাজবল্লভ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত অলকেশ্বর চক্রবর্তী, পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পণ্ডিত তারিণীপদ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত বিনোদবিহারী গোস্বামী, পণ্ডিত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য, পণ্ডিত বিষ্ণুময় চক্রবর্তী প্রভৃতি কুলিয়া-নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের পক্ষ হইতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোহরের উকিল রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি-এল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীহরিদাস নন্দী, শ্রীশ্যামসুন্দর সরকার ভক্তসুহৃৎ, শ্রীমণিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ব্যতীত প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রভুপাদের সহিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শ্রীযুক্ত শ্রীহরিদাস নন্দী বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ মানচিত্র-প্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয়ের সহিত হরিদাস বাবুর আলাপ

হয়। তিনি হরিদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রজমোহন দাসের অঙ্কিত ম্যাপ স্কেল-সঙ্গত হয় নাই এবং তাহাতে অনেক গোঁজামিল ও ভ্রম রহিয়াছে। এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মানচিত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নাম প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত আছেন। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি ঐ সভামধ্যেই নিজে লেখাইয়া দিয়া তাহা সর্বত্র প্রচার করিবার জন্য প্রচারকমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন,—

"কতকগুলি নূতন প্রচারক ভ্রমবশতঃ রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতেছেন, বাস্তবিকপক্ষে ঐ প্রচারের দ্বারা যাঁহারা সন্দিগ্ধ হইবেন, তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভাতে ঐ সন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন।"

স্বাক্ষর :—**শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ।**

(মহামহোপাধ্যায়)

৩রা চৈত্র, ১৩২৫ সাল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান"

১৩৪১ বঙ্গাব্দে "ভারতবর্ষের" ভাদ্র-সংখ্যার সর্বপ্রথমে বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের সহিত জেনারেল হার্ষ্ট সাহেবর প্রকাশিত রেণেলের ম্যাপ ও টেম্পেল সাহেবের ম্যাপও উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। হেজেসের ডায়েরী (১৬৮৩ খৃঃ) ও ষ্টেন্‌সাম মাষ্টারের ডায়েরী (১৬৭৬ খৃঃ) হইতেও রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয় সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষ ভাগের নদীয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টীয়-পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ-শতাব্দীর নবদ্বীপের স্থিতিস্থান-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রায়বাহাদুর চন্দ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনাকাল-পর্যন্ত নিমাইর নবদ্বীপ অটুট ছিল। চৈতন্যভাগবতে এই নবদ্বীপের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কাজী-উদ্ধারলীলার উদ্দেশ্যে নগরকীর্তনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—সঙ্কীর্তন-বাহিনী লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু

সন্ধ্যার পর নগর-কীর্তনে বাহির হইয়া যে যে পথে "সর্বনবদ্বীপ" (মধ্য ২৩।১২১) প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিমাই তাঁহার বাড়ী হইতে সঙ্কীর্তন-যাত্রা বাহির করিয়া নিজের বাড়ীর নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া গঙ্গা-তীরের পথ ধরিয়া গঙ্গানগর উপস্থিত হইয়াছিলেন। "আপনার ঘাটে"র এবং গঙ্গানগরের মধ্যে কীর্তনীয়াগণকে আরও তিনটি ঘাট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গঙ্গানগর পৌঁছিয়া কীর্তনীয়াগণ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গানগরের ভিতর দিয়া কাজির বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাজীর বাড়ী হইতে ফিরিবার সময়ে নগরের অপরভাগে *জ্বরণিক্‌নগর, তন্তুবায়ের নগর, শ্রীধরের গৃহ এবং গাদিগাছা, পারডাঙ্গা, মাজিদা প্রভৃতি হইয়া সর্বনবদ্বীপে নৃত্য-কীর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ের চাঁদকাজির সমাধি বামনপুকুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা-নগরের ঠিক উত্তর-পূর্বদিকে এই বামনপুকুর-নামক গ্রাম।

রায়বাহাদুর চন্দ্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বর্তমান বামনপুকুর গ্রামের প্রান্ত শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের সিমুলিয়া ও শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের উত্তরসীমা ছিল। চৈতন্যের সময়ে উত্তরে সিমুলিয়া বামনপুকুর হইতে দক্ষিণে মাওদহ পর্যন্ত অখণ্ড সর্বনবদ্বীপ-নগর বিস্তৃত ছিল। এই নগরের উত্তর প্রান্তস্থ বামনপুকুর গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী ভূভাগের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ প্রান্তস্থ গাদিগাছা এবং মাজিদাও গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত। প্রভুর ঘাটের নিকটবর্তী নিমাইর বাড়ী এই দুই সীমার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য,—গঙ্গা কি চৈতন্যের সময়ে গঙ্গানগর

হইতে মাজিদা পর্যন্ত বরাবর দক্ষিণবাহিনী ছিল না, গঙ্গানগর হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) মৌজার উত্তর দিয়া ঘুরিয়া, বর্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিক্ দিয়া পূর্বদক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গাদি-গাছার বা মাজিদার নিকট বর্তমান দক্ষিণমুখী খাতে পড়িয়াছিল? চৈতন্যভাগবতে আছে প্রভুর ঘাটের এবং গঙ্গানগরের মধ্যে আরও তিনটী ঘাট,—'মাধাইরঘাট', 'বারকোণাঘাট' এবং 'নগরিয়া ঘাট' অবস্থিত ছিল। বহুজনপূর্ণ নগরে এবং গ্রামেও নদীর ঘাটগুলি কাছাকাছি হইয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণে চতুর্থ ঘাটের নিকট অবস্থিত মহাপ্রভুর বাড়ী গঙ্গানগর হইতে আধ-মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত ছিল—এরূপ অনুমান করা অসাধ্য। গঙ্গানগর হইতে বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্র-পুর) প্রায় ৪ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। যদি বাব্‌লাড়ি দেওয়ান-গঞ্জকে (রামচন্দ্রপুরকে) চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুমান করিতে হয়, চৈতন্যের সময়ে বহুজনপূর্ণ নবদ্বীপ-নগরের গঙ্গার ঘাটগুলি এক এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত বিচার সঙ্গত নহে। প্রভুর ঘাট এবং বাড়ী গঙ্গানগরের নিকটতর স্থানে অবস্থিত ছিল,—ইহাই মনে করিতে হইবে। চৈতন্যের সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলি যে খুব কাছাকাছি ছিল, 'চৈতন্যভাগবতে তাহার অন্য প্রমাণও আছে। যথা, অধ্যয়নলীলাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই॥

প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি'।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি'॥"

গঙ্গানগর হইতে গঙ্গা যে সোজাসুজি দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রেণেলের ম্যাপে চিহ্নিত নবদ্বীপ হইতে তদানীন্তন গঙ্গা পশ্চিমদিকে প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে প্রবাহিত দেখা যায়। বর্তমানে গঙ্গানগরের ঠিক পশ্চিমে ১৩০ নং মৌজা ভারুইডাঙ্গা অবস্থিত। রেণেলের ম্যাপে জলঙ্গীর পশ্চিমবাহিনী খাতের উত্তরদিকে 'ভরাডাঙ্গা' গ্রামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই 'ভারাডাঙ্গা'ই বর্তমানে 'ভারুই-ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। রেণেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ ভরাডাঙ্গার বরাবর একটু পূর্বদক্ষিণে প্রায় একমাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রাচীন ভরাডাঙ্গা নাম হইতে বুঝা যায় যে, গঙ্গা পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়ায় নদীভরাটে এই ডাঙ্গার বা শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং রেণেলের সময়ে গঙ্গা অনেক পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া থাকিলেও এক সময়ে যে গঙ্গা গঙ্গানগর হইতে বরাবার দক্ষিণদিকেই প্রবাহিত হইত, রেণেলের ম্যাপের ভরাডাঙ্গা এবং নবদ্বীপ তাহা সপ্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তের আর এক প্রমাণ ষ্টেন্‌সাম্ মাষ্টারের ডায়েরীর সহিত প্রকাশিত ম্যাপ। এই ম্যাপে নবদ্বীপ গঙ্গা-জলঙ্গী সঙ্গমে গঙ্গার পূর্বতীরেই অবস্থিত। এই সকল ম্যাপের শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিবরণ বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে,—চৈতন্যের সময়ের গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তরভাগস্থ গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণ প্রান্তস্থ মাজিদা পর্যন্ত দক্ষিণবাহিনী ছিল। গঙ্গানগর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বর্তমান বাব্‌লাড়ি দেওয়ানগঞ্জকে এই সীমার অন্তর্ভুক্ত করা অসাধ্য।"

Sree Chaitanya's Birth-Place

Mr. Chanda's Letcture at Gaubiya Math

At a public meeting held at the Calcutta Gaudiya Math on sunday last Rai Ramaprasad Chanda Bahadur read a paper on 'Location of Chaitany's Birth-Place'.

Rai Bahadur began by mentioning that some amount of controversy has been set on foot for some-time regarding the exact Birth-Place of Sree Chaitanya Mahaprabhu and for the matter of that the location of Nabadwip, the Oxford of India during the time of Sree Chaitanya Mahaprabhu. He was glad to see that such a large number of educated Public of the country were interested as they should be, in this matter of great public importance. He admitted that though there were a good amount of literature on the point, some written by eminent persons well-informed of the Vaishnabic literature, he thought it wise to take recourse to other materials in an independent way applying the western method in which he claims to have gathered some experience during the last 30 years.

So by tracing the available records of the western people beginning from the 19th Century, he attempted to go back-wards asfar as possible. The historical and geographical recods left by Sir William Hunter seem to have concluded that the Bhagirathi of his

(Hunter's) time cut the ancient sacred town into two, leaving most of its portions to the east of the river.

First Reveuue Survey

The first revenue survey of this part of the country was held under the British by Major James Renell from 1764 for several years, whose surveymap has been published in an enlarged scale by Major F. C. Hirst in which Nabadwip was shown in Rennell's time at the conflux of Jalangi Just within a mile to the south of 'Bharadanga' and about 3 miles to the east of Jannagar. The plase Jannagar stil existing as well as Bharadanga which is now commonly known as Bharuidanga.

From an old map of Sri Richard Temple included in the Diary of William Hedge who was the agent of the East India Company in 1684 the site of Nabadwip is shown in the east of the Bhagirathi. From the geographical descriptions of a drama named 'Chaitanya Chandrodaya' written dy Kabi Karnapur in 1572 we can know that the Bhagirathi at that time flowed near Nabadwip from north to south, Nabadwip lying on the eastern side and Kulia on the other bank.

Brindabandas in his Chaitanya Bhagabat written some years after the disappearance of Sree Chaitanya (1534) gives us the copious descriptions of the geographical positions of Nabadwip sri Chaitanya's time as well as the relative positions of the neighbouring places. The tomb and remnants of the place of Chand

Kazi' (Moulana Serajuddin), Chaitanya's contemporary, lying in Bamanpukur is admitted by all aslike. From the route through which Sri Chaitanya Mahaprabhu went around the then town of Nabadwip with a huge Sankirtan Procession of the day of chastising Kazi who forbade holding Sankirtan, we find that Nabadwip at the time of Sri Chaitanya was not bifurcated by any river from Ganganagar and Simulia in the north to Gadigachha and Majidah in the south. The village Simulia was very near to the place of Kazi.

In the revenue survey map of Thana Krishnagar published in 1917 and in the Jurisdiction list of Krishnagar as surveyed in 1849—55, we find the village named Ganganagar (Mouza No. 129) just adjacent to the village named Bharadanga or Bharadanga (Mouza No. 130). This map confirms and corroborates both the revenue map of Major Rennell and also the accounts to Chaitanya Bhagabat.

Descriptiou of Chaitanya Bhagabat

Now Nabadwip of Chaitanya's time must lie in the vicinity of Bharuidanga and Ganganagar and village Bamanpukur. The river Kharia at present seems to have come little to the north of the place where it flowed during Chaitanya's time. The village Gadigachha and Majidah described in Chaitanya-Bhagabat are stil intact lying to the east of the Bhagirathi and a little over 3 miles direct to the south from Ganganagr and Bharuidanga. From the description of Chaitanya Bhagabat

it is found that Mahaprabhu's Sonkirtan Procession leaving His House after dusk went direct north along the eastern bank of the Ganges up to Ganganagar (where it meets the village Tota) and then leaving the Ganges went north ward and north-east.

So the course of the Ganges was towards the west and from this place upto Majidah the Ganges had a direct southward course flowing just on the western side of Nabadwip of Mahaprabhu's time. From the descriptions of Chaitanya Bhagabat it is found to be a proved fact that Ganganagar lay on the 4th Ghat from Mahaprabhu's House. It is quite probable beyond any doubt that the bathing ghats populous town like Nabadwip were very close and the Ghat (Prabhu's Ghat) near the House of Sree Chaitanya was certainly within less than half a mile to the south of Ganganagar.

Now the attempt of drag the Birth-Place of Sree Chaitanya to any place in Bablary Dewanganj which is about 4 miles from Ganganagar and Bharuidanga and consequently diverting the courses of the Bhagirathi to the west of it is against all probabilities and contrary to the decriptions of the authorities quoted above. So this inference may be dismissed as idle.

—*Forward, dated May 11, 1934*

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়

"গত ৬ই মে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দির-হলে একটি সাধারণ সভায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ও গবেষণালব্ধ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এল্, সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রমাপ্রসাদ বাবু বলেন যে, চৈতন্যদেবের ঠিক জন্মস্থান ও তাঁহার সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিতি লইয়া বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজে কিছুকাল ধরিয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর নবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের স্থিতি সম্বন্ধে যে সকল পাশ্চাত্ত্য ও অন্যান্য প্রমাণ আছে, তাহা আলোচনা করিয়া পশ্চাদভিমুখে অগ্রসর হইয়া ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের স্থিতিস্থান-নির্ধারণের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন সার উইলিয়ম হাণ্টারের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রেকর্ডসমূহ হইতে জানা যায় যে, হাণ্টারের সময়ে ভাগীরথী প্রাচীন নবদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সহরের অধিকাংশ ভাগ নদীর পূর্বপারে রাখিয়া দেয়।

১৭৬৪ সালে জেম্‌স জেম্‌স রেনেল্ ব্রিটিশকর্তৃক সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া কএক বৎসর ধরিয়া দেশের এতদংশের জরিপকার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহার জরিপের ম্যাপগুলি পরবর্তিকালে মেজর এফ্,সি, হার্ষ্ট কর্তৃক বৃহদায়তনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ম্যাপ অনুসারে রেনেলের সময়ে নবদ্বীপ ভরাডাঙ্গার দক্ষিণে এক মাইলের মধ্যে এবং জান্নগরের পূর্বে প্রায় তিন মাইলের মধ্যে জলঙ্গীর সঙ্গমস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমানে সাধারণতঃ ভারুইডাঙ্গা নামে পরিচিত ভরাডাঙ্গা স্থানটি ও জান্নগর অদ্যাপি বর্তমান।

১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট উলিয়ম হেজের ডায়েরীভুক্ত সার রিচার্ড টেম্পেলের প্রাচীন ম্যাপে নবদ্বীপকে ভাগীরথীর পূর্বপারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর লিখিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকের ভৌগোলিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ভাগীরথী সে সময়ে নবদ্বীপের নিকট উত্তরদক্ষিণ-বাহিনী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন এবং নবদ্বীপ পূর্বপারে ও কুলিয়া অপর পারে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের কয়েক বৎসর পরেই লিখিত বৃন্দবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু বর্ণনা হইতে নবদ্বীপের ও তৎসংলগ্নস্থানের ভৌগোলিক অবস্থিতি জানা যায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক চাঁদ কাজীর (মৌলানা সিরাজুদ্দিনের) সমাধি বামনপুকুরে অবস্থিত, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কাজিদলন-দিবসে শ্রীচৈতন্যদেব বিপুল সঙ্কীর্তন বাহিনী লইয়া যে পথে গমন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, উত্তরে গঙ্গানগর ও সিমুলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গাদিগাছা ও মাজিদা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপ কোন নদীর দ্বারা বিভক্ত হয় নাই। সিমুলিয়া গ্রাম কাজির বাড়ীর অতি সন্নিকট। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর-থানার সার্ভে ম্যাপ এবং ১৮৪৯—৫৫ সালে যে জরিপ হয়, তদানীন্তন Jurisdiction list এ আমরা দেখিতে পাই, গঙ্গানগর-গ্রামটি ভরাডাঙ্গা বা ভারুইডাঙ্গার অতি সন্নিকট। এই ম্যাপ চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা ও রেণেলের ম্যাপকে সমর্থন করে। এখনে দেখা গেল, চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ—ভারুইডাঙ্গা গঙ্গানগর এবং বামন-পুকুরের সন্নিকটেই অবস্থিত।

চৈতন্যের সময়ে ঘড়িয়া নদী যেস্থানে প্রবাহিত ছিল, বর্তমান সেই স্থানের কিছু উত্তরে গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত গাদিগাছা এবং মাজিদা ভাগীরথীর পূর্বপারে এবং গঙ্গানগর ও ভারুই-

ডাঙ্গার কিঞ্চিদধিক ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে, মহাপ্রভু সন্ধ্যায় স্বগৃহ হইতে সঙ্কীর্তন লইয়া বিহর্গত হইয়া গঙ্গার পূর্বপারে দিয়া সোজা উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া গঙ্গানগর পর্যন্ত আসেন। তৎপরে তিনি গঙ্গা ছাড়িয়া উত্তর এবং উত্তর-পূর্বমুখে গমন করেন। সুতরাং গঙ্গার গতি এখানে বক্র হইয়া পশ্চিম-দিক্ হইতে আসিয়াছে এবং এইস্থান হইতে মাজিদা পর্যন্ত দক্ষিণ-অভিমুখে গমন করিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গঙ্গানগর মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে চতুর্থ ঘাটে অবস্থিত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নবদ্বীপের ন্যায় জনাকীর্ণ সহরে স্নানের ঘাটগুলি অতি নিকট নিকট ছিল এবং মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাট অবশ্যই গঙ্গানগরের দক্ষিণে অর্ধ-মাইলেরও কমের মধ্যে অবস্থিত।

এখন গঙ্গানগর ও ভারুইডাঙ্গা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বাব্‌লাড়ী দেওয়ানগঞ্জের কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানকে টানিয়া লইবার চেষ্টা উপরি উক্ত প্রমাণসমূহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সুতরাং এই প্রকার অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ বলেন যে, রায় বাহাদুর যে-প্রকারে মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকর্তৃক আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান এবং এই স্থানেই কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতৃগণের আকর মঠ শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীমায়াপুরের মহাপ্রভুর বাড়ী রায় বাহাদুর-কর্তৃক বর্ণিত কাজির বাড়ী ও গঙ্গানগরের সহিত ঠিক একই অবস্থানে অবস্থিত। ঘোষ মহাশয় ভৌগোলিক প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, কুলিয়াই বর্তমান সহর নবদ্বীপ না হইয়া পারে না। গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য প্রামাণিক রেকর্ডদ্বারা তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, রামচন্দ্রপুর কখনও মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে না।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা—২৮ বৈশাখ, ১৩৪১ ; ১১ মে, ১৯৩৪।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রুদ্রদ্বীপ

এই রুদ্রদ্বীপ ইন্দ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া এবং টোটা প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। রুদ্রদ্বীপকে অপভ্রংশ-ভাষায় 'রাদুপুর'ও বলিয়া থাকে। প্রভুপাদ ১০৮-শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই দ্বীপে রুদ্রপাড়ায় 'শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ' স্থাপন করিয়াছেন।

রুদ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—রুক্মবর্ণ গৌরহরি নদীয়ায় প্রকটিত হইবেন জানিয়া শ্রীরুদ্রদেব মহা-উল্লসিতচিত্তে পূর্ব হইতেই এই স্থানে দ্বিজগণসঙ্গে আগমন করিয়া নানাবিধ বাদ্যাদি-সংযোগে গৌরচরিত্র কীর্তন ও নর্তন করিতে থাকেন। তাঁহার এই নর্তন-কীর্তন দর্শন করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকেন। তাঁহাদের অন্তরে এই আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইত, —"এতদিনে বুঝি জীবের দুঃখভাব খণ্ডিত হইল। নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইবেন। আমরা প্রভুর জন্মলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব।" রুদ্রদেব গৌরগুণগানে আত্মবিস্মৃত হইয়া যখন হুঙ্কার করিতেন, তখন পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের

রুদ্রদ্বীপের পৌরাণিক ইতিহাস

এই প্রকার আর্তি ও মনোবৃত্তি দর্শন করিয়া অন্যের অলক্ষিতে রুদ্রদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বেই এই নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোঽভিলাগ পূর্ণ করিবেন, জানাইলেন। রুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আরতি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিজ্ঞগণ বলেন, এই দ্বীপে নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধ্যানে রত হইয়াছেন। এই স্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈতমতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন রুদ্রদ্বীপ বা রুদ্রপাড়া গঙ্গার ভাঙ্গনে এখন গঙ্গার পূর্বপারে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর ভ্রমণকালে ইহা গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত ছিল। (এই গ্রন্থের ১০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভারুইডাঙ্গা বা ভরদ্বাজটীলা—এই স্থান গঙ্গানগরের উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীধাম-পরিক্রমার শেষদিন ভক্তগণ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ভারুইডাঙ্গা হইয়া শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণানুসারে জানা যায়,

ভারুইডাঙ্গা শ্রীনিবাসচার্য প্রভুর নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে একটি বসতিপূর্ণ স্থান ছিল। পূর্বে ইহার নাম 'ভরদ্বাজটীলা' ছিল। ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদি-তীর্থ হইতে গঙ্গার সমীপস্থ চক্রহদ বা 'চাক্‌দা'-নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভাগমন করেন। নবদ্বীপবনের কোন উচ্চ টীলার উপর কিছুকাল অবস্থান করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ গৌর-হরির আরাধনা করেন। যে টীলার উপরে ভরদ্বাজমুনি গৌর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'ভরদ্বাজটীলা-নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ভরদ্বাজটীলার অপভ্রংশ 'ভারুইডাঙ্গা'।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ সঙ্কীর্তন-শোভা-যাত্রার সহিত এই সকল স্থান দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে প্রত্যাবর্তন করেন। আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্যভক্তির পীঠস্বরূপ দ্বীপসমূহ পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ পুনরায় আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন।

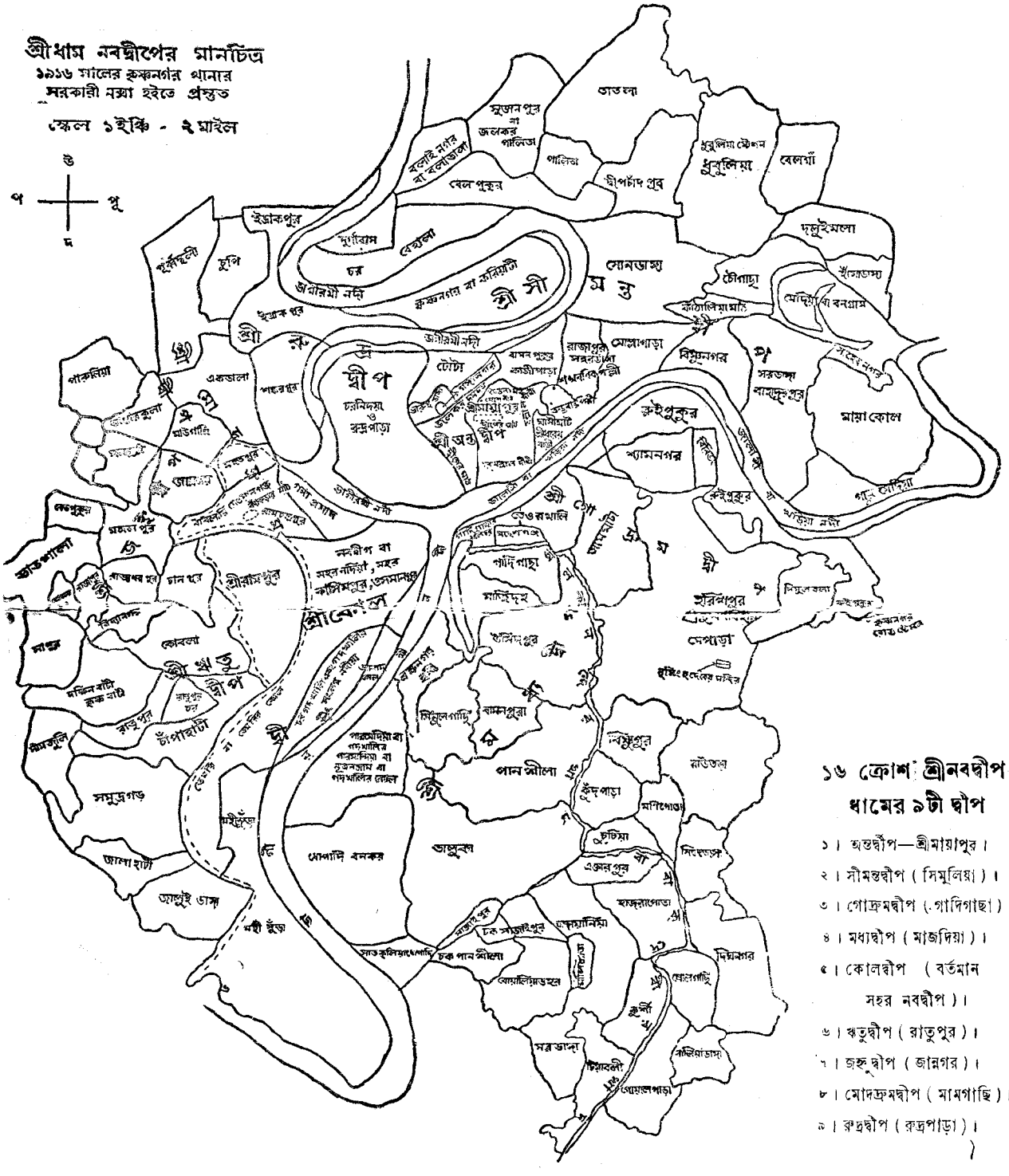
শ্রীধাম নবদ্বীপের মানচিত্র
১৯১৬ সালের কৃষ্ণনগর থানার
সরকারী নক্সা হইতে প্রস্তুত
স্কেল ১ইঞ্চি - ২ মাইল
উ
প
পূ
দ
ইস্লামপুর
দুর্বাসা
বেলা
চর
জলঙ্গী নদী
কৃষ্ণনগর বা করিমগঞ্জ
শ্রীসীমন্ত
সোনডাঙ্গা
ভাতলা
সুজনপুর বা জলকর পালিতা
বলাই নগর বা বলাডাঙ্গা
বেল পুকুর
পালিতা
দ্বীপচাঁদ পুর
ধুবুলিয়া ক্যাঁটন
ধুবুলিয়া
বেলগাঁ
দক্ষিণমলো
চৌগাছা
ঝুঁটোডাঙ্গা
কাঁঠালিয়া মাটি
মোদ্রুমদ্বীপ বা বনগ্রাম
সরডাঙ্গা
পাহাড়পুর
মায়া কোল
শ্রীরুদ্র
শ্রীদ্বীপ
চুপি
পূর্ব্বস্থলী
পাকলিয়া
একডালা
পাহাড়পুর
চমনিদয়া ও রুদ্রপাড়া
টোটা
রাজাপুর
সরডাঙ্গা
আলাপাড়া
বিষ্ণুনগর
শ্রীমধ্যদ্বীপ
শ্রীঋতুদ্বীপ
শ্রীগোদ্রুম
শ্রীনবদ্বীপ
শ্রীসীমন্তদ্বীপ
শ্রীকোল
শ্রীরুদ্রদ্বীপ
শ্যামনগর
কুইপুকুর
গাদিগাছা
মাটিদুধ
শ্রীরামপুর
কোলডাঙ্গা
রাজাধর পুর
চান পুর
মহতা পুর
নবদ্বীপ বা মহর নদিয়া, মহর কাসিমপুর, ওলসানগঞ্জ
শ্রীরাজপুর
শ্রীরামপুর
হরিণপুর
মেপাড়া
বিল্বপুর
কোলডাঙ্গা
মাজদিয়া
রাতুপুর
চাঁপাহাটী
শ্রীঋতুদ্বীপ
শ্রীমধ্যদ্বীপ
বামনপুরা
নিমুলগাছি
পানসীলা
কুঁদপাড়া
নিষ্টুপুর
মাঠডাঙ্গা
মাদিগোড়া
সমুদ্রগড়
জালাহাটী
জালুই ডাঙ্গা
মাইডাঙ্গা
মোগাদি বনকর
ভাসুরুদ
চুচিয়া
নিমহলডাঙ্গা
এক্সনপুর
হাজরাগোড়া
দিঘানগর
ঘোলগাছি
কুলী
নাজিমাডাঙ্গা
মরডাঙ্গা
টিয়াবলী
গোয়ালপাড়া
নদী ডুঙ্গা
সাত কুলিয়া বা গাদি
চক পানসীলা
বোয়ালিয়া ডহর
১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধামের ৯টী দ্বীপ
১। অন্তর্দ্বীপ—শ্রীমায়াপুর।
২। সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া)।
৩। গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা)।
৪। মধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া)।
৫। কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ)।
৬। ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর)।
৭। জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর)।
৮। মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি)।
৯। রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া)।

কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম-স্কন্ধ ১৪৲ ২য় স্কন্ধ ১০৲
৩য়স্কন্ধ ১৫৲ চতুর্থস্কন্ধ ১৫৲, ৫ম স্কন্ধ ১২৲
৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১১৲ ; ৭ম স্কন্ধ ১০৲
৮ম স্কন্ধ ১০৲ ৯ম ১০-০০
১০ম স্কন্ধ ৫৫৲ ৬০৲ ১১-১২ শ ৪০'০০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (যন্ত্রস্থ)
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (যন্ত্রস্থ)
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ২০৲
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (যন্ত্রস্থ)
শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১'৭৫
শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয় '৭৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১'০০
শ্রীভজন-রহস্য ২'০০
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড '৭৫
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী (যন্ত্রস্থ)
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ '২৫
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৫০
শ্রীনবদ্বীপধাম ১'০০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৪'০০
শ্রীলঘুভাগবতামৃত ৫'০০
শরণাগতি '৫০ ; গীতাবলী '৬০ ;
গীতমালা '৬০ ; কল্যাণকল্পতরু '৬০
সাধককণ্ঠমালা (১০ম সংস্করণ) ২'৫০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২'৫০
শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৩৫'০০,৪০-০০
গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৬'০০

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খ
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
জৈবধর্ম (যন্ত্রস্থ)
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
অর্চনপদ্ধতি
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমাল
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ
উপদেশামৃত [টীকা ও অনু
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনু
চিত্রে নবদ্বীপ
প্রেমবিবর্ত
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকু
শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর (
গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের
শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপা
শ্রীভাগবতধর্ম
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
বিলাপকুসুমাঞ্জলী
শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা
Rai Ramananda
Brahma-Samhita
Navadvipa
The Bhagabata
Sri Chaitanya's Con
Theistic Vedanta
Sri Chaitanya Maha
Sri Chaitanya's Tea

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ,** পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া